নাগরিক

(তিন অঙ্ক নাটক)

কৃষ্ণদাস বিরচিত

প্রকাশক—শ্রীশৈলেন্দ্রচন্দ্র বসু।
পি ৫৮ ল্যান্সডাউন রোড এক্‌স্টেন্‌সান।
কলিকাতা।

পঞ্চম সংস্করণ
মাঘ—১৩৬০

প্রিন্টার—শ্রীপ্রমথনাথ মান্না
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
২৭ বি, গ্রে ষ্ট্রীট.
কলিকাতা।

ভূমিকা।

রোমের ব্রুটাস্ ইতিহাস প্রসিদ্ধ চরিত্র। যীশুখৃষ্টের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে অত্যাচারী সম্রাট্ টার্কুইন্‌কে নির্ব্বাসিত করিয়া ব্রুটাস্ রোম নগরে গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্রাট্ টার্কুইন্ তাহার অধীনস্থ টাস্কানীর রাজার সাহায্যে নগর অবরুদ্ধ করেন।

ব্রুটাসের চরিত্রের আদর্শকে নানাভাবে সাজাইয়া অনেক সাহিত্য রচনা হইয়াছে। তন্মধ্যে ফরাসী কবি ভল্‌টেয়ারের একখানি নাটক প্রসিদ্ধ। ব্রুটাসের জীবনের ঘটনাগুলিও ঐতিহাসিক। ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যিক ঘটনাগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাজাইয়া ব্রুটাসের চরিত্রের আদর্শকে ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভল্‌টেয়ার যেইভাবে সাজাইয়াছেন এই গ্রন্থেও মোটামুটি হিসাবে সেইভাবে সাজানো হইয়াছে। কিন্তু যাহারা ভল্‌টেয়ার পড়িয়াছেন তাহারা দেখিবেন ভল্‌টেয়ারের সঙ্গে মিল অপেক্ষা গরমিল অপ্রচুর নহে।

কৃষ্ণদাস।

চরিত্র।

জুনিয়াস্ ব্রুটাস্—রোমের প্রতিভুমণ্ডলের অধিপতি। বৃদ্ধ।

ভ্যালেরিয়াস্ পাব্লিকোলা—ঐ

টাইটাস্—ব্রুটাসের যুবক পুত্র। রোমের প্রধান সেনাপতি।

টাইবেরিয়াস্—ব্রুটাসের অপর পুত্র।

টুলিয়া—নির্ব্বাসিত সম্রাট্ টার্কুইনের যুবতী কন্যা।

য়্যাল্‌গিনা—টুলিয়ার সহচরী।

য়্যারান্‌স্—টাস্কানীর দূত। মধ্য বয়স্ক।

য়্যাল্‌বিনাস্—য়্যারান্‌সের সহকারী।

মেসালা—টাইটাসের বন্ধু। যুবক।

প্রোকিওলাস্—নগরপাল। বৃদ্ধ।

ক্যাটালিনাস্—জনৈক নাগরিক। মধ্যবয়স্ক।

পিনারো—জনৈক নিগ্রো ক্রীতদাস।

দৌবারিক, জনৈক সেনাধ্যক্ষ, প্রতিভুগণ, দেহরক্ষীগণ, পরিচারিকা ইত্যাদি।

দৃশ্যসূচী।

প্রথম অঙ্ক।

দৃশ্য—প্রতিভূমণ্ডলের সভাগৃহ। প্রাতঃকাল।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

টুলিয়ার কক্ষ। সেইদিন সন্ধ্যা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রোমের রাজপথ। পরদিন সন্ধ্যা।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রতিভূমণ্ডলের সভাগৃহ। অব্যবহিত পরে।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

ব্রুটাসের গৃহে হল্‌ঘর। পরদিন সায়াহ্ন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

টুলিয়ার কক্ষ। পরদিন প্রাতঃকাল।

তৃতীয় দৃশ্য

ব্রুটাসের গৃহে হল্‌ঘর। সেইদিন অপরাহ্ন এবং মধ্যরাত্রি

যবনিকা।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—প্রতিভূমণ্ডলের সভাগৃহ। দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত উচ্চমঞ্চে মণ্ডলাধিপতিদ্বয়ের আসন। বামে রণদেবতা মার্স্-এর বেদী। মার্স-এর মূর্ত্তি দুষ্প্রাপ্য হইলে যে কোন রকমের একটি বেদী প্রস্তুত করিয়া মধ্যস্থলে একটি ধূপদানী রাখিলেই চলিতে পারে। ধূপদানী হইতে ধোঁয়া উঠাই স্বাভাবিক হইবে। ধূপদানীর সম্মুখে একটি বড় বাটি যাহাতে প্রতিভূগণ শাদা কিংবা কালো রং‌এর মার্ব্বেল ফেলিয়া ভোট দিতে পারেন। পশ্চাতে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে প্রতিভূগণের আসন। বেদী এবং প্রতিভূগণের আসনের মধ্যস্থলে ভিতরে প্রবেশের দরজা। পশ্চাতের দেওয়ালে প্রায় সমস্ত ষ্টেজ জুড়িয়া একটি বিরাট জানালা। জানালা দিয়া কেপিটলের মন্দিরের গম্বুজ দেখা যাইতেছে।

সময়—প্রাতঃকাল।

মণ্ডলাধিপতি ভ্যালেরিয়াস্ এবং প্রতিভূগণ আসনে উপবিষ্ট। প্রতিভূগণের পশ্চাতে দণ্ডধারী দেহরক্ষীগণ দণ্ডায়মান। ব্রুটাসের আসন শূন্য। সকলেই খৃষ্টপূর্ব্ব আমলের রোম্যান্ পোষাক পরিহিত। সকলেরই শাদা অঙ্গবস্ত্র এবং শাদা উত্তরীয় থাকা উচিত। সহাস্যবদনে পক্ককেশ ব্রুটাসের প্রবেশ। সকলে দাঁড়াইয়া তাহাকে রোমীয় প্রথায় হাত উঁচু করিয়া অভিবাদন করিল।

সকলে। সুপ্রভাত, ব্রুটাস্!

ব্রুটাস্। সুপ্রভাত!
সুসংবাদ বন্ধুগণ! শত্রু পদানত।

ভ্যালেরিয়াস্। শত্রু পদানত!
ভ্রাতৃগণ, জয়ধ্বনি কর।

সকলে। জয়! মণ্ডলাধিপতি ব্রুটাসের জয়!
জয়! ব্রুটাসের পুত্র মহাবীর টাইটাসের জয়!

ব্রুটাস্। ক্ষান্ত হও বন্ধুগণ, এ নহে শোভন।
আজীবন ভৃত্য আমি,
ভৃত্য পুত্র মোর তোমা সবাকার।
জানি আমি মনে,
মহাভৃত্য আমি এ মহানগরে।
শুধু তাই নয়,
লভেছি জীবন
এই নগরীর সুদৃঢ় প্রাচীর ছায়াতলে।
গণদেবতার এই বেদীমূলে
উচ্চতর জীবনের পেয়েছি আস্বাদ।
জানি মোরা সবে,
এই প্রাচীরের অন্তরালে
পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে প্রান্তে ছুটে চলে
দুর্নিবার রাজশক্তি,
স্বার্থান্ধের অত্যাচারে পঙ্গু হয় মানবজীবন।

কিন্তু একটি নগর শুধু,
শুধু একটি নগর
উচ্চে গাহি মুক্তিমন্ত্র করিছে প্রচার—মাভৈঃ।
ভয় নাহি ওরে নিপীড়িত মানব সমাজ,
এখনও বেঁচে আছে মোর জন্মভূমি।
তাঁর উচ্চশিরে এখনো শোভিছে দেখ বিজয় মুকুট
অঙ্গে আছে অগণিত অস্ত্রলেখা,
ধূলায় ধূসর বেশ,
অনাহার ক্লিষ্ট তাঁর সন্তান সকল,
ক্ষুধায় জঠর জ্বলে,
কিন্তু জ্বলে হৃদে মৃত্যুজয়ী পণ,
উচ্চশির কভু না হইবে নত।
সেই জননীর পুত্র আমি।
কৃপাকরি ভগবান্ পাঠালেন মোরে
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠভূমি এ মহানগরে।
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠআলো, শ্রেষ্ঠবায়ু, শ্রেষ্ঠ মৃত্তিকায়
পুষ্ট দেহ মোর।
তাই বন্ধুগণ!
ঘৃণাকরি অত্যাচার, অনাচার, অবিচার;
স্বাধীনতা মন্ত্রে লভি বীর্য্য ভয়ঙ্কর
ছুটে যাই ভেঙ্গে দিতে নিষ্ঠুর নিগড় দুর্ব্বলের।
মৃত্যু নাহি ডরি,

নাহি ডরি শস্ত্রাঘাত,
নাহি ডরি শত্রুর ভ্রূকুটি।
প্রয়োজন হ'লে নগর দুয়ারে
দিব প্রাণ বিসর্জ্জন।
কিন্তু বন্ধুগণ !
এক বিন্দু রক্ত যদি থাকে
এ নগরে শত্রু না পশিবে।

সকলে। জয় ! ব্রুটাসের জয় !

ব্রুটাস্। না, না, শুন পৌরজন !
ভৃত্যেরে দিওনা জয়গান।
পেয়েছি অশেষ দান,
কণামাত্র তার দিয়েছি ফিরায়ে।
জননীর বক্ষ হ'তে লভেছি জীবন,
প্রাণ দিলে মাতৃঋণ হবে পরিশোধ।
জয়ধ্বনি ক'রোনা আমার।
জয়ধ্বনি কর জননীর।

সকলে। জয় ! জননীর জয় ! জয় ! জন্মভূমির জয় !

ব্রুটাস্। জন্মভূমি !
ধন্য তুমি রোম, মোর জন্মভূমি।
স্বর্গাদপি গরিয়সী তুমি,
আশার আলোক তুমি অন্ধকারে জন সমাজের।
পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে শৃঙ্খলিত মানব সমাজ

নাগরিক

উৎসুক নয়নে দেখে মহিমা তোমার।
লুপ্ত তারা হয় মৃত্যুর গহ্বরে,
কিন্তু জানে একদিন—
একদিন রোমের সন্তান
দিকে দিকে করিবে প্রচার মুক্তিমন্ত্র।
ধন্য মোরা রোমের সন্তান।
মুক্তি যজ্ঞে মোরা পুরোহিত।

ভ্যালেরিয়াস্। ধন্য তুমি।
হে মহামতি জুনিয়াস্ ব্রুটাস্!
তোমাকে দেবতা বলে জানি।
ধন্য মোরা সবে পেয়ে আলিঙ্গন
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবের।
স্বার্থহীন দেশপ্রেম শিখেছি চরণে।
নিজ বাহুবলে নির্ব্বাসিত করিয়া রাজারে
আমাদের শিরে দিলে বিজয় মুকুট।
চূর্ণ করি সম্রাটের স্বর্ণ সিংহাসন
আমাদের সকলেরে করিলে সম্রাট্।
রোমের তনয়
ছোট কেহ নয়, ছোট কেহ নয়,
এই বাণী দিকে দিকে করেছ প্রচার।
ধন্য তুমি।
ধন্য মোরা সবে,

লভিয়াছি শিরে আশীর্ব্বাদ ব্রুটাসের

ব্রুটাস্। আরো বলি তবে, শোন বন্ধুগণ!
রোমের তনয়
কেহ বড় নয়, কেহ বড় নয়।
রোম হ'তে রোমের তনয়
শ্রেষ্ঠ কভু নয়, কভু নয়।
জননীর শ্রেষ্ঠ পূজারক
শ্রেষ্ঠ ভৃত্য শুধু।
ভৃত্য আমি,
ভৃত্য পুত্র মোর জননীর,
ভৃত্য আমি তোমা সবাকার।
এই উচ্চাসন, নহে সিংহাসন।
চিরতরে রাজদণ্ড করেছি নির্ম্মূল।
মনে পড়ে তোমাদের?
মনে পড়ে তোমাদের কত কতবার
রাজবেশে সাজায়ে কিঙ্করে
জয়ধ্বনি করি রোম পরালো মুকুট?
দিনে দিনে দম্ভ তার স্পর্শিল গগন,
জননীরে করি পদাঘাত
কত কতবার দম্ভিত কিঙ্কর
জননীর পায়ে দিল নিষ্ঠুর নিগড়?
ভুলে কি গিয়েছ সব?

ভুলে কি গিয়েছ অত্যাচার, বর্ব্বরতা,
অবিচার, নিষ্ঠুরতা,
অধীনতা, অসমতা, অক্ষমতা,
কত না লাঞ্ছনা আর দুর্ব্বহ ভ্রূকুটি ?
চিরতরে তারে আমি করেছি নির্ম্মূল।
করেছি এ পণ,
গণদেবতার এই বেদী হতে
রাজসিংহাসন চির নির্ব্বাসিত।

সকলে। সাধু! সাধু!

ব্রুটাস্। ভ্রাতৃগণ!
নির্ব্বাসিত টার্কুইন্ করেছিল আক্রমণ
এই জন্মভূমি।
সঙ্গে ল'য়ে বর্ব্বর টাস্কান্
চেয়েছিল জননীরে লুটাবে ধরায়।
চেয়েছিল জননীরে করি পদাঘাত
নিজ শিরে পরিবে সে রাজার মুকুট।
লক্ষ সেনা তার করেছিল দ্বারে করাঘাত।
অপবিত্র করেছিল টাইবরের তীর।
কিন্তু বন্ধুগণ!
পুত্র মোর পরাজিত করেছে তাহারে।
উদ্ধত টাস্কান্ আজি
সন্ধি মাগি এসেছে দুয়ারে।

ধন্য আমি, পুত্র মোর বীর চূড়ামণি,
জননীর শ্রেষ্ঠ পূজারক।

সকলে। জয়! মহাবীর টাইটাসের জয়!

ব্রুটাস্। কভু নয়, কভু নয়।
পুত্র শিশু মোর,
ভালমন্দ এখনো না জানে।
ভয় হয় মনে,
জয় গর্ব্বে গর্ব্বিত কেশরী
রাজ্য বুঝি চাহে।

জনৈক প্রতিভু। মহাশয়, মিথ্যা ভয় করিছ নিশ্চয়।
যোগ্য পিতা তুমি, যোগ্য পুত্র করেছ সৃজন।

ব্রুটাস্। তবু ভয় হয়।
জানি মনে, পুত্র মোর হবে না দাম্ভিক।
তবু যদি চাহে?
যদি চাহে সিংহাসন?
তাও জানি মনে,
যদি চাহে সিংহাসন,
পিতা হ'য়ে পুত্র বক্ষে করিব আঘাত।
একবিন্দু অশ্রুজল কভু না ঝরিবে।

দৌবারিকের প্রবেশ।

দৌবারিক। জননী জন্মভূমি জয়তু!
সন্তান মঙ্গল জয়তু!

মণ্ডলাধিপতি ভ্যালেরিয়াস্ !
মণ্ডলাধিপতি ব্রুটাস্ ।
দ্বারদেশে আছে উপস্থিত
য়্যারান্স্ নামধারী টাস্কানীর দূত ।
নিবেদন সন্ধির প্রস্তাব ।
কিন্তু মনে হয় উদ্ধত টাস্কান্
ভদ্ররীতি নাহি জানে ।
তবু যদি আজ্ঞা হয়,
সসম্মানে আনিব তাহারে ।

ব্রুটাস্ । সন্তান মণ্ডল ! অনুমতি দাও প্রহরীকে ।

সকলে । নিয়ে এস তারে ।

দৌবারিক যাইতে উদ্যত ।

ভ্যালেরিয়াস্ । দৌবারিক ! তিষ্ঠ ক্ষণকাল ।
জুনিয়াস্ ব্রুটাস্ !
আজীবন তোমারেই গুরু বলে মানি ।
বীর তুমি । বাহুবলে মাতৃভূমি করেছ স্বাধীন ।
জানি আমি, বারংবার জিনিলে শত্রুরে
সম্মুখ সমরে ।
কিন্তু এতো সম্মুখ সমর নয় ।
উদ্ধত টাস্কান্ রণসাজে আসেনি ভেটিতে ।
এসেছে তস্কর দীন দূতবেশে ।
বর্ম্ম তার মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ;

অস্ত্র তার ভেদনীতি।
নীতিহীন রাজার সভার চতুর কিঙ্কর
এসেছে নগরে নিতে গোপন সংবাদ,
অথবা সাধিতে তাহা কুচক্রে কঠিন
পারে নাই যাহা কভু সম্মুখ সমরে।
শোন ভ্রাতৃগণ।
দেবতার মত এই পুরুষ প্রধান
দানবের ছল নাহি জানে।
তাই মনে ভয়, চতুর তস্কর
কূটনীতি জালে বাঁধিবে ইহারে।
কিবা প্রয়োজন সন্ধি প্রস্তাবের ?
রাজশক্তি গণশক্তি শত্রু চিরকাল।
মিত্রতা দোঁহার মাঝে ভ্রান্তি শুধু,
শুধু মরীচিকা।
তাই বলি মিনতি আমার,
ফিরে যেতে বল সবে রাজার কিঙ্করে।
সন্ধি নাহি চায় রোম নাগরিক।
যতদিন অপবিত্র রাজার নিশ্বাস
পরশিবে পবিত্র এ রোমের প্রাচীর,
ততদিন রোমের সন্তান ক্ষান্ত নাহি হবে
যুদ্ধ যদি নাহি চাহে আর,
চলে যাক্ দূর দূরান্তরে।

সন্ধিপত্রে কিবা প্রয়োজন ?
বন্ধুগণ ! আমি জানি মনে,
দূতরূপে বিষধর পশিবে নগরে।

জনৈকপ্রতিভু। অসম্ভব নহে তাহা মহাশয়গণ।
নীতিহীন রাজার কিঙ্কর।
মিথ্যা তার অঙ্গের ভূষণ।

ব্রুটাস্। কেন বৃথা ভয় কর নাগরিক ?
বাহুবলে স্বাধীনতা করিয়াছি লাভ।
জানি আমি কেমনে রাখিব তারে।
বিশ্বাস করি না আমি রাজ অনুচর।
কিন্তু তবু,
হে মহানাগরিক !
গর্ব্বিত ব্রুটাস্,
হেরি নতশির সম্রাটের।
ক্ষুদ্র এই জনপদ, এই রোম, এই জন্মভূমি
জ্বলিতেছে নভঃতলে উজ্জ্বল ভাস্কর।
চতুর্দ্দিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজচক্র হয়েছে মলিন,
নিশাশেষে অবসান ক্ষুদ্রপ্রাণ নক্ষত্র যেমন।
এবার এসেছে দিন,
অন্ধকার হবে লীন
পূর্ব্ব, পশ্চিম, আর উত্তর দক্ষিণে।
দ্বারদেশে নতশির রাজ অনুচর

বহন করিছে তার প্রথম সঙ্কেত।
জানি আমি কুচক্রী সে,
জানি আমি উদ্ধত টাস্কান্
পায়নি আস্বাদ নবজীবনের।
তাই বলি বন্ধুগণ! নিয়ে এস তারে।
চক্ষু ভ'রে দেখে যাক্ মানুষ কাহারে বলে।

সকলে। নিয়ে এস তারে।

ভ্যালেরিয়াস্। ক্ষণেক অপেক্ষা কর নাগরিকগণ!
ভেবেছ কি এই রাজদূত
করিবে না আমাদের ছিদ্র অন্বেষণ?
ছিদ্র তো রয়েছে কত।
বেষ্টিত রয়েছি মোরা বর্ষকাল শত্রুর সেনায়।
অন্নাভাব, জলাভাব, বস্ত্রাভাব, শস্ত্রাভাব
রয়েছে নগরে।
এই সব অভাবের গোপন সংবাদ
নিয়ে যাবে রাজদূত শত্রুর শিবিরে।
কহ একি সত্য নয়?

ব্রুটাস্। ভ্যালেরিয়াস্!
সত্য বটে নিয়ে যাবে গোপন সংবাদ।
কিন্তু সঙ্গে তার আরো নিয়ে যাবে সত্য ভয়ঙ্কর
দেখে যাবে শীর্ণকায় রোমের সন্তান
ক্ষীণবক্ষে কত শক্তি ধরে।

দেখে যাবে রোম নগরের
প্রতি নর, প্রতি নারী,
বালক বালিকা আর দুগ্ধপোষ্য শিশু,
প্রতি ঘরে ঘরে করেছে এ পণ,
পরাধীন বায়ু কভু লবে না নিশ্বাস ;
অনাহারে শুষ্ক হবে শিশুপুত্র রোম জননীর,
হৃদয় দহিবে,
তবু সে জননী
পরাধীন অন্ন তার মুখে নাহি দিবে।
ওরে রোম নাগরিক !
যদি কভু জন্মভূমি হয় পরাধীন
সমাধিত দেহ মোর করিও উৎখাত,
শূন্যে দিও ছড়ায়ে তাহারে।
দেহ মোর ভক্ষে যেন শৃগাল কুক্কুর
পরাধীন ভূমি তবু শব না সহিবে।

সকলে। সাধু ! সাধু !

ব্রুটাস্। এখনো তো মরেনি রোম্যান্।
এখনো তো বক্ষে বহে নিশ্বাস স্বাধীন,
এখনো তো অগ্নি ছুটে নয়ন নিক্ষেপে।
নিয়ে এস তারে।
দেখে যাক্ তোমাদের নয়ন আগুন,
ভ্রূকুটিতে যার আপনি খসিয়া পড়ে রাজার মুকুট,

কক্ষহীন তারকার পতন যেমন।
নিয়ে এস তারে।

সকলে। নিয়ে এস তারে দৌবারিক।

ভ্যালেরিয়াস্। ক্ষান্ত হও দৌবারিক।
রোমবাসীগণ! এখনো সময় আছে।
বন্ধুবর! জানি তুমি রোমের ঈশ্বর,
পূজ্য তুমি আমা সবাকার।
জানি তুমি দেবতারে দাও গ্লানি ন্যায় মহিমায়
জননীর পুণ্যবলে পেয়েছি তোমারে,
নররূপে দেবতা বলিয়া জানি!
সব জানি।
তবু ভয় হয়,
কূটনীতি জালে বাঁধিয়া কেশরী,
চতুর তস্কর আঘাত করিবে বুকে।
বন্ধুগণ! এখনো সময় আছে।
শুধু এইবার,
শুধু একবার ব্রুটাসেরে কর বাধাদান।

ব্রুটাস্। তবে তাই হোক্।
নাগরিকগণ!
বেদীমূলে পাত্র আছে।
বিধি অনুসারে স্বীয় মত করিবে প্রকাশ।

জনৈক নাগরিক। তাই ভাল। এস বন্ধুগণ।

সকলে গাত্রোত্থান করিল। দুই একজন মার্ব্বেল ফেলিয়া
ভোট দিল।

ভ্যালেরিয়াস্। ক্ষান্ত হও বন্ধুগণ,
পরাজয় করিনু স্বীকার।
জানি মনে দূত বেশে এসেছে দানব,
তবু হার মানি।
মনে হয় ভগবান্ পাঠালেন তারে
পরীক্ষা করিতে রোম কত শক্তি ধরে,
কত শক্তি ধরে তার প্রধান সন্তান জুনিয়াস্ ব্রুটাস্।
দৌবারিক! নিয়ে এস তারে।

দৌবারিকের প্রস্থান।

ভ্রাতৃগণ!
রোম আর রোমের ব্রুটাস্
তুল্য বলে জানি।
তুল্য পূজা করি উভয়েরে।
তাই আজ নতশিরে লয়েছি নির্দ্দেশ।
কিন্তু সাবধান!
রোম বাসীগণ, সাবধান!

অগ্রে দুইজন দৌবারিক এবং পশ্চাতে সৈনিক বেশধারী য্যারান্‌স্ এবং
য্যাল্‌বিনাসের দ্রুত পদক্ষেপে প্রবেশ। উভয়ে রোমীও প্রথায়
সন্তানমণ্ডলকে অভিবাদন করিল।

য্যারান্‌স্। সুপ্রভাত সন্তানমণ্ডল!

ভ্যালেরিয়াস্। সুপ্রভাত রাজদূত।

য়্যারান্‌স্। মণ্ডলের অধিপতিগণ!
টাস্কানীর লহ নমস্কার।
শুনিয়াছি কাণে তোমরা দুজন
সহস্রের শক্তি ধর।
শুনিয়াছি সততায়, সাধুতায়, চরিত্রের গুণে,
জনসাধারণ হ'তে অতি উচ্চে তোমাদের স্থান।
অনভ্যস্ত রাজদূত ভেটিতে প্রজারে।
নিজভূমে তাহাদের দাস বলে জানি।
কিন্তু জানি তোমরা দুজন নহ সাধারণ,
তোমরা দুজন নহ হীন নাগরিক নগরের।

ব্রুটাস্। সাবধান রাজদূত!
ধীরে কথা কও।
সংযত করিয়া লও বাক্য অনুচিত।
এ নগরে সবাই স্বাধীন।
হীন কেহ নয়!
কেহ বড় নয়, কেহ ছোট নয়।
দরিদ্র যে রোমের তনয়
তাহারেও ভাই বলে জানি।
অতি দীনহীন যেই পৌরজন
তাহারেও দেখে যাও সন্তান মণ্ডলে।
মোরা তার প্রতিনিধি।

মোর চোখে দেখে যাও তাহার পৌরুষ।
মোর কণ্ঠে শুনে যাও তাহাদের বাণী—
হীন ব'লে যাহাদের ভাষিলে সভায়।
রোমের তনয় কেহ হীন নয়।
রোমের তনয় কেহ নহে কাহারো কিঙ্কর।
কি ব'লে বুঝাব ওরে বর্ব্বর টাস্কান্!
অর্থ লোভে বিসর্জ্জন করেছ নিজেরে।
তুচ্ছ দুটো স্বর্ণ মুদ্রা লোভে
আপনারে বিকায়েছ দাসত্বের হাটে।
অর্থ বিনিময়ে অস্ত্র ল'য়ে করেছ আঘাত
আমাদের বুকে।
করেছ আঘাত তাহাদের বুকে,
মুক্তি মন্ত্র যারা প্রথম শুনালো পৃথিবীরে।
শুনেছ কি মুক্তির আহ্বান ?
শুনেছ কি পৃথিবীর মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ
নির্য্যাতিত নিপীড়িত দরিদ্রের ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে ?
না, না, তুমি কভু শোন নাই,
তুমি কভু বোঝ নাই,
লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের সাথে
তোমার হৃদয় আর আমার হৃদয়
আছে এক সূত্রে গাঁথা।

য়্যারান্স্। জানি আমি রোমের ব্রুটাস্ উদার, মহৎ।

কিন্তু মহাশয়,
যারা নীচাশয়, নীচ কাজ, নীচ বৃত্তি যার
তুলনা তাহার সাথে কভু না সম্ভবে মহতের।
তুমি বুদ্ধিমান্, অবধান কর মহাজন,
খাদ্য অন্বেষণ ব্যতীত যাহার
আর কোনো নাহি অভিলাষ,
অশিক্ষিত ইতর সে জন কেমনে হইবে তুল্য মোর?

ব্রুটাস্। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। শুন ভ্রাতৃগণ!
টাস্কানীর ক্রীতদাস বলিছে সভায়
রোম নাগরিক নহে তুল্য তার।
ওরে দূত! রোমের সন্তান তুল্য কভু হবেনা তোমার।
রাজভোগে পুষ্ট দেহ হয়েছে তোমার,
অঙ্গে তব স্বর্ণ অলঙ্কার,
তবু তুমি অর্থভোগী ভৃত্য তস্করের।
ভাগ্যবলে এসেছ নগরে,
চক্ষুভরে দেখে যাও মানুষ কাহারে বলে।
অঙ্গে নাহি অলঙ্কার,
শূন্য তার অন্নের ভাণ্ডার
তবু,
তবু প্রতি নাগরিক নিজভূমে আপনি সম্রাট্।
মলিন বসন তার,

শীর্ণ জীর্ণ কায়,
তাতে কিবা আসে যায় ?
রাজপথে গর্ব্বে চলে গর্ব্বিত কেশরী।
তুলনা তাহার সনে উচ্ছিষ্টআহারী শৃগালের ?

য়্যারান্‌স্। ব্রুটাস্! দূতরূপে এসেছি নগরে।
অপমান তার নহে ভদ্ররীতি।
রাজদূতে অসম্মান নীতির বিধান নহে।

ব্রুটাস্। হায় রে বিধান!
হায় রাজনীতি!
যুগ যুগ ধরি
বিধান শৃঙ্খলে তারে বেঁধেছ নিষ্ঠুর
বধির করিয়া যারে নাহি দিলে বাণী,
কণ্ঠরোধ করি যারে নাহি দিলে ভাষা,
অন্নহীন করি যারে করিলে কঙ্কাল,
অস্ত্রহীন করি যারে বঞ্চিত করিলে তুমি
দেবদত্ত অধিকার হতে।
আজ কোন্ বিধিমতে বিধান দেখাও মোরে ?
বল কোন্ বিধিমতে
রাজপথে অনাহারে মরেছিল পৌরজন ?
কোন্ বিধিমতে বস্ত্রাভাবে পৌরনারী
পারেনি করিতে তার লজ্জা নিবারণ ?
বল কোন্ বিধিমতে সিংহাসনে বসিবে সম্রাট্

সাম্রাজ্যে যাহার অসহায় রমণীরে
কেশে ধরি করে আকর্ষণ দুর্জ্জয় লম্পট ?
আরে দূত ! তুমি দুঃশাসন,
বক্ষচিড়ে রক্তপান শাস্তি সমুচিত।
তবু মোরা শাস্তি নাহি দিব।
তবু মোরা তোমারে দেখাব অস্ত্রাগার।
যথা ইচ্ছা কর তুমি ছিদ্র অন্বেষণ।
কিন্তু একবার দেখে যাও আপনার চোখে,
শত বর্ষ ধরে,
যাহারে করেছ অপমান চরণ আঘাতে,
দেবতার প্রতিমূর্ত্তি যেই মানবেরে
দানবের দণ্ডধরি করেছিলে পশুর সমান,
তাহারে এনেছি মোরা রণাঙ্গনে।
সে তো নহে অর্থলোভী হীন অনুচর,
রণক্ষেত্রে সে যে ছুটে যায় নিজ অধিকারে
রক্ষা করিবারে নিজ অধিকার
সঘনে আঘাত করে শত্রুরে তাহার,
অথবা সমরে মরে সিংহসম ধীর।
সে কি হীন ?
কভু নয়।
মৃত্যুরে করে না ভয়।
ছিন্ন করি মোহের বন্ধন

উর্দ্ধে তুলি শির
দেবতারে গ্লানি দেয় মৃত্যুজয়ী বীর।

সকলে। সাধু! সাধু!

ভ্যালেরিয়াস্। রাজদূত! কালক্ষেপে নাহি প্রয়োজন।
বল কিবা বক্তব্য তোমার।

য়্যারান্স্। মহাশয়, নাহি মোর বক্তব্য বিশেষ।
অগণিত সৈন্যদলে বেষ্টিত নগর।
বর্ষকাল হয়েছে অতীত।
যদি হয় প্রয়োজন, বিংশ বর্ষকাল
বেষ্টিত রহিবে এই দুর্ভাগ্য নগর।
যদি হয় প্রয়োজন,
খণ্ড খণ্ড করি রোমের প্রাচীর
চূর্ণ করি মিশাব ধূলায়।

ব্রুটাস্। যদি তাই হয়,
খণ্ড খণ্ড করি দেহ আপনার
প্রাচীর গড়িবে পুনঃ রোম নাগরিক।

সকলে। সাধু! সাধু!

য়্যারান্স্। নাগরিকগণ!
আমি জানি মহাবীর টাইটাস্ ব্রুটাস্ তনয়,
পরাজিত করেছে রাজারে।
কিন্তু এই পরাজয়
ক্ষণস্থায়ী জানিও নিশ্চয়।

পক্ষকাল পরে রাজসৈন্য করিবে আঘাত
নূতন উদ্যমে।
কতকাল সহিবে আঘাত রোম নাগরিক ?
কতকাল রোমের প্রাচীর রহিবে দাঁড়ায়ে ?
প্রভু মোর টাস্কানীর পতি
সম্রাটেরে দিয়েছে আশ্রয়।
অগণিত জনবল, অর্থবলে বলীয়ান্ মোরা
পুনঃ পুনঃ করিব আঘাত,
পুনঃ পুনঃ অগ্নিবৃষ্টি করি
ঘরে ঘরে জ্বালাব আগুণ।
অধিপতিগণ। তোমাদের বীর ব'লে জানি
সসম্মানে যোগ্যপদ অবশ্য লভিবে।
কেন বৃথা যুদ্ধ আয়োজন ?
শত্রু যেথা শতগুণে বলীয়ান্
সম্মুখ সমর সেথা আত্ম বলিদান, আত্মহত্যা
জানি আমি এ মহানগর
অচিরেই হবে পরিণত ভস্মস্তূপে।
এখনো সময় আছে,
শোন মোর অনুনয়,
সম্রাটেরে দাও সিংহাসন।

সকলে। কভু নয়।

য়্যারান্স্। বৃথা তবে সন্ধির প্রস্তাব।

রণক্ষেত্রে হবে সমাধান।
সৈন্য আমি, যুদ্ধ ধর্ম্ম মোর।
তবু আসিয়াছি হাতে ল'য়ে সন্ধির প্রস্তাব,
যেহেতু বিশ্বাস,
বৃথা যুদ্ধে প্রাণহানি বৃথা লোকক্ষয়।
শুন মোর অনুরোধ,
সম্রাটেরে দাও সিংহাসন।

সকলে। কভু নয়।

য়্যারান্‌স্। বেশ তবে তাই হবে।
রণক্ষেত্রে পুনঃ দেখা হবে।
কিন্তু এইবার
ঘিরিয়া ধরিব রোম এমনি কঠোর,
কণামাত্র খাদ্য নাহি পশিবে নগরে।
অনাহারে মরিবে সকলে,
দেখিব অচিরে শুষ্ক দেহে নাগরিক কত শক্তি ধরে।

ব্রুটাস্। রাজদূত! শিবিরে তোমার বলিও সবারে,
যতদিন রণক্ষেত্রে অরাতির মিলিবে সন্ধান,
ততদিন খাদ্যাভাবে কভু না মরিব।
পান করি তাহাদের বক্ষের রোধির
পূর্ণতেজে বিচরিব সমর প্রাঙ্গনে।

য়্যারান্‌স্। মহাশয়, পরিহাস সাজেনা এখন।

ব্রুটাস্। নহে পরিহাস, রাজদূত।

করেছি এ পণ,
হ'য়ে বনচর হিংস্র জন্তু সাথে ভ্রমিব কাননে,
জন্মভূমে শত্রু তবু কভু না সহিব।
ভুলে যাব সমাজ, সংসার।
ভুলে যাব সভ্যতার সকল সংস্কার।
না হয় থাকিব মোরা জন্মভূমে উলঙ্গ বর্ব্বর,
পরাধীন অন্ন তবু মুখে না তুলিব।
দেবতার এই বেদীমূলে এই পণ করেছি সকলে,
যদি কোন নাগরিক
কভু চাহে ফিরাইয়া দিতে সিংহাসন সম্রাটেরে,
খণ্ড খণ্ড করি দেহ তার
নগর বাহিরে নদী-জলে করিব নিক্ষেপ।
পুত্র কিংবা পুত্রাধিক প্রিয় যদি হয়,
দেশদ্রোহী কুসন্তান মরিবে নিশ্চয়।
ক্ষমা নাহি করিব তাহারে।

য়্যারানস্। কিন্তু মহাশয়,
প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন স্বাভাবিক মানুষের।

ভ্যালেরিয়াস্। রাজদূত!
রোম নাগরিক নহে নীতিহীন অনুচর রাজার সভার।
সত্যনিষ্ঠ নাগরিক মিথ্যা নাহি জানে।

য়্যারানস্। তাই যদি হয়, নাগরিক!

বল তবে কোন্ ধর্ম্ম মতে
অস্ত্র নিলে বিরুদ্ধে তাহার
এই বেদীমূলে প্রতিজ্ঞা করিয়া যারে করিলে
সম্রাট ?
ভূলেছ কি এই বেদীমূলে করি মন্ত্রপাঠ
করেছিলে দাসত্ব স্বীকার ?

সকলে। কভু নয়।

য়্যারান্স্। অবশ্য করিয়াছিলে সম্রাট্ তাহারে।
হ'য়ে নতজানু লভেছিলে আশীর্ব্বাদ
এই বেদীমূলে।
অস্ত্রধরি করেছিলে পণ
আজীবন করিবে স্বীকার রাজদণ্ড।
রাজদ্রোহী নাগরিক! কোথায় সে পণ ?
কোথা সত্য ? কোথা ধর্ম্ম ?
মিথ্যাচারী রাজদ্রোহী তোমরা সকলে।

সকলে। সাবধান রাজ দূত!

ব্রুটাস্। বন্ধুগণ, স্থির হও।
অনুচিত বাক্য কহে রাজার কিঙ্কর।
তবু তার ক্ষম অপরাধ।
রণক্ষেত্রে দিও তারে শাস্তি সমুচিত।
কিন্তু আজ নয়,
আজ এই রাজ অনুচর এসেছে নগরে দূতরূপে।

অবধ্য এ দূত।
নিজগুণে ক্ষমা কর তারে।
রাজদূত! সত্য বটে করেছিনু পণ
অনুগত হইব রাজার।
কিন্তু দাস কেহ কারো নয়।
রাজাপ্রজা উভয়েই দাস নগরের।
সমাজবিধান মতে বৃত্তির প্রভেদ মাত্র।
বেদীমূলে করেছিনু পণ সেবিব রাজারে।
কিন্তু তুমি ভুলে যাও দূত,
নির্ব্বাসিত সম্রাট্ও করেছিল পণ
সেবিতে আমারে।
আমাদের সকলের সেবা ধর্ম্ম তার।
রাজ সিংহাসনে বসিবে যে জন,
করি প্রাণপণ সেবিবে প্রজারে,
এইরূপ রোমের বিধান।
পদগর্ব্বে হয় গর্ব্বিত যে জন
রোম সিংহাসনে নহে সে শোভন।
রোম কারো ভৃত্য নয়।
গণমতে লভেছিল সিংহাসন,
গণমত নির্ব্বাসিত করেছে তাহারে।
রোম হ'তে রোম সিংহাসন শ্রেষ্ঠ কভু নয়।
ভৃত্য মোরা নগরের, রাজার কিঙ্কর নহি।

যেই সিংহাসনে বসি মদগর্ব্বে গর্ব্বিত সম্রাট্
করেছিল অপমান নগরের
সেই সিংহাসন নাগরিকগণ করেছে নির্ম্মূল।
সত্যভঙ্গ করে নাই রোম নাগরিক,
সত্যভঙ্গ করেছিল রোমের সম্রাট্।
তাই মোরা মিথ্যারে করিয়া দূর
সত্যধর্ম্ম করিয়াছি প্রতিষ্ঠা নগরে।

য়্যারান্স্। মহাশয়, মানিলাম সত্যভ্রষ্ট হয়েছিল রাজা।
সব মানি,
তবু অনুরোধ, পুনর্ব্বার বসাও আসনে।
ভুল ত্রুটি স্বাভাবিক মানুষের।
অতীতের অপরাধ ক্ষম নিজগুণে।
অনুতপ্ত রোমের সম্রাট্,
আলিঙ্গন কর তারে।
বৃথা যুদ্ধে কিবা প্রয়োজন?
জানিও নিশ্চয়,
এই যুদ্ধে পরাজয় অবশ্য ঘটিবে।

ব্রুটাস্। রণক্ষেত্রে দিব তার যোগ্য সদুত্তর।
এই বেদী স্পর্শ করি পুনর্ব্বার করি অঙ্গীকার,
যতদিন লবে শ্বাস একটি সন্তান
ততদিন রাজদণ্ড রহিবে বাহিরে নগরের।
ততদিন নগর তোরণ

নাহি হবে কলুষিত শত্রুপদাঘাতে।
ভস্মস্তূপে পরিণত হবে জন্মভূমি,
রাজপথে বিচরিবে শৃগাল কুকুর
তবু ততদিন রোম কভু নাহি হবে পরাধীন।

সকলে। সাধু! সাধু!

ভ্যালেরিয়াস্ রাজদূত! আশাকরি মিলেছে উত্তর।
চল ভ্রাতৃগণ, যোগদান করি মোরা বিজয় উৎসবে।

সকলে যাইতে উদ্যত।

য়্যারান্স্ নাগরিকগণ! ক্ষণেক অপেক্ষা কর।
ব্রুটাস্! জানি তুমি শ্রেষ্ঠ নাগরিক।
সত্যবাদী তুমি।
সর্ব্বজন কহে তুমি ন্যায়পরায়ণ!
বল তবে নাগরিক!
কোন নীতিবলে
বন্দিনী করেছ তুমি কন্যা সম্রাটের?

ভ্যালেরিয়াস্ সম্রাটের কন্যা তার একক সন্তান,
রাজত্বের অধিকারী।
যদি ভবিষ্যতে রাজ্য চাহে পুনর্ব্বার এই আশঙ্কায়
বন্দিনী করেছি তারে।

য়্যারানস্ ধন্য তুমি রোম নাগরিক!
অসীম সাহস তব।

রমণীর ভ্রূকুটিতে প্রাণভয় হয়েছে তোমার ?
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

ভ্যালেরিয়াস্। সাবধান রাজদূত !

য়্যারান্স্। বল তবে মহাশয়, কোন্ শাস্ত্রমতে
রমণীরে কর নির্য্যাতন ?
ব্রুটাস্ ! নিজ মুখে দাও সদুত্তর।
কোন্ নীতি, কোন্ ধর্ম্মবলে
কারাগারে রমনীরে করেছ বন্দিনী ?

ব্রুটাস্। রাজদূত ! তুমি কভু দেখ নাই ভদ্র আচরণ।
বন্দিনী করিনি তারে কারাগারে।
আপনার ঘরে নন্দিনী করিয়া তারে
রেখেছি আদরে।
অবারিত গতি তার।
যদি তিনি যেতে চান পিতার সকাশে
নিয়ে যাও তুমি।

ভ্যালেরিয়াস্। ব্রুটাস্ ! মুক্তি যদি দাও তারে
সর্ব্বনাশ হবে তবে রোম নগরের।

ব্রুটাস্। ভ্যালেরিয়াস্ ! ঊর্দ্ধে আছে ভগবান্,
নিম্নে আছে সহস্রের যুক্ত বাহুবল।
আর কিছু নাহি চাই।
রাজনীতি কভু শিখি নাই।
যদি চলে যেতে চায়,

চলে যাক্ রাজার কুমারী।
রাজদূত ! নিয়ে যাও তারে।
যথাযোগ্য আয়োজন করিব তাহার।
যতদিন আয়োজন সম্পূর্ণ না হয়,
তুমি ততদিন
আমার অতিথি হ'য়ে রহিবে নগরে।
ততদিন আমার আলয়ে, আমার আশ্রয়ে
নিরাপদে লভিবে বিশ্রাম।

চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া হাতীর দাঁতের হাতপাখা দিয়া দৌবারিককে তাড়াইতে তাড়াইতে সম্রাট্ কন্যা টুলিয়ার প্রবেশ। দৌবারিক দুই হাতে শস্ত্র সম্মুখে ধরিয়া ভয়ে ভয়ে পশ্চাতে হটিয়া প্রবেশ করিল।

টুলিয়া। ছাড় পথ। ছাড় পথ।

দৌবারিক। রাজকুমারি ! রাজকুমারি !

ব্রুটাস্। দৌবারিক ! ছাড় পথ।

দৌবারিক পথ ছাড়িল।

টুলিয়া ! একি আচরণ ?

টুলিয়া। মহাশয়, ছিল প্রয়োজন তোমার নিকটে।
কিন্তু এই দুর্ব্বিনীত দৌবারিক
রুদ্ধ করি পথ অপমান করিল আমারে।
সমুদয় পৃথিবীর সম্রাট্ টার্কুইন্ যার পিতা,
রোমের ব্রুটাস্ যার পালক,
সামান্য এক দৌবারিক করে তার প্রবেশ নিষেধ !

ব্রুটাস্ ভুল তুমি করিয়াছ মাতা।
পিতা তব পৃথিবীর রাজা,
কিন্তু রাজা নয় এই নগরের।
দ্বারদেশে যেই দৌবারিক রহে দণ্ড ধরি
সেও তুল্য মোর।
সামান্য সে নয়।
রাষ্ট্রকার্য্যে সেও মোর তুল্য অধিকারী।
করি বাধাদান কর্ত্তব্য করেছে শুধু।

টুলিয়া। ব্রুটাসের আচরণ সকলি অদ্ভুত।

ব্রুটাস্ (সহাস্যে)
ভর্ৎসনা করিও জননী নিভৃতে গৃহের।
এই পরিষদে রাষ্ট্রকার্য্যে ব্যস্ত মোরা সবে।
প্রয়োজন যদি সবিশেষ,
চল গৃহে।
পুত্র আমি তব।
যাহা কিছু আজ্ঞা কর পালিব যতনে।

টুলিয়া। জানি আমি তুমি মহাপ্রাণ।
পিতা মোর মহাশত্রু তব,
তবু মোর সব অভিমান
করেছ মোচন নিজহাতে।
শত্রু আমি,
তবু মোরে আলিঙ্গন দিয়েছ যতনে।

আপনার ঘরে মোরে সম্রাজ্ঞী করেছ।
কিন্তু আমি ভুলি নাই
শত্রু আমি তোমার নগরে।
আজ রোম তোমার নগর।
যেই রোম মোর রাজধানী,
যেই রোমে পিতা পিতামহ মোর
দেবদত্ত অধিকারে করিত শাসন,
সেই রোম হ'তে আজ মোর পিতা চির
নির্ব্বাসিত।
শুধু তুমি,
শুধু একা তুমি যদি পিতারে আমার
আশ্রয় করিতে দান,
কার সাধ্য ছিল নির্ব্বাসিত করিতে তাহারে?
তাই বলি,
ব্রুটাসের আচরণ সকলি অদ্ভুত।
নিরাশ্রয় করিয়া পিতারে
কন্যারে তাহার স্নেহ দিলে অকাতরে।

ব্রুটাস্। রাজপুত্রি! ভুল তুমি বুঝো না আমারে।
কর্ম্মক্ষেত্রে ব্রুটাস্ কঠোর।
কিন্তু মোর শত্রু কেহ নয়।
যে আমারে শত্রু বলে জানে
তাহারেও দিতে পারি আলিঙ্গন।

ঘৃণা করি পাপ,
পাপী মোর ঘৃণ্য নয়।
শত্রু মোর রোমের সম্রাট্।
জনক তোমার নহে শত্রু মোর।

টুলিয়া। তবে কেন ঘৃণা কর পিতারে আমার?
নির্ব্বাসিত পিতা মোর অনুতপ্ত।
ক্ষমা কর তারে।

ব্রুটাস্। অবসর নাহি তার।
বহুবার বহু রাজ্যেশ্বর
সিংহাসনে বসি মদগর্ব্বে ভুলিয়া বিধান
শৃঙ্খলিত করেছে নগর।
আর নাহি অবসর।
দেবতারে স্পর্শ করি অঙ্গীকার করেছি সকলে
পাপ সিংহাসন রোম হতে চির নির্ব্বাসিত।
অনুচিত অনুরোধ ক'রোনা আমারে।

টুলিয়া। জুনিয়াস্ ব্রুটাস্!
দয়া কর মোরে।
নির্ব্বাসিত টার্কুইন্ পিতা মোর,
তুমিও পালক। পিতৃতুল্য তুমি।
কন্যাসম পেলেছ আমারে।
দুই পিতা মোর
রণক্ষেত্রে করিছে বিরোধ।

সহ্য নাহি হয়।
কত অনুনয় রেখেছ আমার।
এই মোর শেষ অনুরোধ,
আমি কন্যা তব, তুমি পিতা মোর,
শুধু এইবার ক্ষমা কর সম্রাটেরে।

ব্রুটাস্। অসম্ভব! অসম্ভব।
ক্ষমা কর মোরে।
গৃহে তুমি জননী আমার।
সেবিতে তোমারে প্রাণ দিতে পারি।
কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে মোর
নহি পুত্র, নহি পিতা, ভ্রাতা নহি, মিত্র নহি,
আমি শুধু রোম নাগরিক।

টুলিয়া। বৃথা তবে মোর অনুরোধ?

ব্রুটাস্। হাঁ, বৃথা সব অনুরোধ।

টুলিয়া। আজ আমি বুঝিলাম তবে
কেহ আমি নই এই নগরের।
পথপার্শ্বে পরিত্যক্ত দেখি
কৃপা ক'রে তুমি মোরে দিয়েছ আশ্রয়।

ব্রুটাস্। টুলিয়া!

টুলিয়া। ব্রুটাস্! জানি আমি,
জানি আমি কভু নই আপন তোমার।

সব শুধু অভিনয়।
আমি জানি, ব্রুটাসের আমি কেহ নই।

ব্রুটাস্। ওরে নিষ্ঠুর সন্তান, একি অবিচার!
সন্তানের মত তোরে ধরেছি হৃদয়ে।

টুলিয়া। জানি আমি আপন সন্তান নহি ব্রুটাসের।
বল ব্রুটাস্,
দেহে মোর বহে রক্ত শত্রুর তোমার।
শত্রু রক্ত নাহি হ'য়ে যদি দেহে মোর
প্রবাহিত হ'ত আজি তোমার শোণিত,
তবে?
তাহ'লে কি পারিতে ফেলিতে অনুরোধ?
একপিতা মোর মৃত্যু চাহে অপরের।
অসহ্য এ মৃত্যু বিভীষিকা
মুছে দিতে পার তুমি একটি ইঙ্গিতে।
শুধু একটি ইঙ্গিতে তব যুদ্ধ হবে অবসান,
দূর হবে হৃদয় বেদনা।
কিন্তু জানি আমি বৃথা এ ক্রন্দন।
সৃষ্টি কর্ত্তা ভগবান্
পাষাণে গড়িয়াছিল তোমার হৃদয়।

ব্রুটাস্। আমি নিরুপায়।

টুলিয়া। মিথ্যা কথা।

ব্রুটাস্। টুলিয়া! জননী আমার!

টুলিয়া। মিথ্যা, মিথ্যা তব স্নেহের ভাষণ।
আমি কেহ নই।
শুধু মিথ্যাভাষে ভুলায়ে আমারে
বন্দিনী করেছ।

ব্রুটাস্। অসহ্য এ অপবাদ।
আরে নিষ্ঠুর সন্তান!
দূর হয়ে যাও।
দূর হয়ে যাও।

টুলিয়া। (সক্রোধে) অবশ্য যাইব দূরে।

ব্রুটাস্। চলে যাবে ?

টুলিয়া। হাঁ, চলে যাব আমি সম্রাটের কাছে।
আমি তার আপন সন্তান,
পালিত সন্তান নহি।
ব্রুটাসের আমি কেহ নই।
অবিলম্বে যেতে দাও মোরে।
বাধাদান করিতে তোমার নাহি কোন অধিকার

ব্রুটাস্। অধিকার !
না, না, অধিকার নাহি কিছু ব্রুটাসের।
শত্রুরে রাখিতে বন্দী অধিকার আছে নগরের।
কিন্তু ব্রুটাসের নাহি কোন অধিকার।
সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্
পাষাণে গড়িয়াছিল হৃদয় আমার।

কিন্তু বন্ধুগণ, তোমাদের আছে অধিকার
শত্রুরে রাখিতে বন্দী কারাগারে।

ফ্যারান্‌স্। ব্রুটাস! প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে মুক্তি দিবে তারে।

ব্রুটাস্। স্তব্ধ হও বর্ব্বর টাস্কান্।
বন্ধুগণ, ব্রুটাসের অনুরোধ,
মুক্তি দাও কন্যারে রাজার।

সকলে নীরবে সম্মতি জানাইল।

মুক্ত তুমি মাতা।
টাস্কানীর রাজদূত এসেছে নগরে।
সঙ্গে তার চলে যেও তুমি।
শুধু ততদিন অপেক্ষা করিবে গৃহে মোর
যতদিন আয়োজন সম্পূর্ণ না হয়।
দেহরক্ষীগণ!
নিয়ে যাও রাজদূতে মোর গৃহে সমাদরে।
মনে রেখো, রাজদূত অতিথি আমার।
কেশাগ্র তাহার স্পর্শ যদি করে কেহ,
প্রাণদণ্ড শাস্তি তার, রোমের আদেশ।
রাজপুত্রি! মুক্ত তুমি।

ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া টুলিয়ার বেগে প্রস্থান। দেহরক্ষী বেষ্টিত হইয়া ফ্যারান্‌স্ এবং ফ্যাল্‌বিনাসের প্রস্থান। ভ্যালেরিয়াসের ইঙ্গিতে প্রতিভূগণ নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। অবসন্নভাবে ব্রুটাস্ আসনে উপবিষ্ট হইল। সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া ভ্যালেরিয়াসের প্রস্থান। ব্রুটাস্ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—ক্রুটাসের গৃহে টুলিয়ার কক্ষ। পশ্চাতে একটি জানালা বিশেষ দ্রষ্টব্য। এখন খোলা আছে। জানালা দিয়া যে কোনও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যাইতেছে। ঘরের আসবাবপত্র সময়োপযোগী। বিশ্রামের জন্য একটি পালঙ্ক। তার উপর কয়েকটি তাকিয়া।

সময়—সেইদিন রাত্রিবেলা।

টুলিয়ার সঙ্গিনী য়্যাল্‌গিনা কয়েকজন পরিচারিকা সহ টুলিয়ার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু টুলিয়া বিমর্ষ।

য়্যাল্‌গিনা। রাজকুমারি! কেন অবসাদ মনে?
বন্দিনী রয়েছ কতদিন ক্রুটাসের গৃহে।
আজি এসেছে সুদিন।
অচিরে মিলিব মোরা সম্রাটের সাথে।
ক্রুটাস্ নিষ্ঠুর।
সমগ্র পৃথিবী রাজ্য যার
তাহারে বন্দিনী করে ক্ষুদ্র নাগরিক!

টুলিয়া। য়্যাল্‌গিনা! কেন বৃথা কহ বাক্য অনুচিত?
বন্দিনী করেনি মোরে ক্রুটাস্।
কন্যা সম পালন করেছে মোরে এতদিন।

পিতৃতুল্য জ্ঞান করি তারে।
কিন্তু তবু, আজ মনে হয়,
বন্দিনী রয়েছি আমি এই কক্ষে মোর।
কত দীর্ঘদিন হাত ধরি তার
কক্ষে কক্ষে করিয়াছি বিচরণ।
কিন্তু আজ বাহিরে চলিতে নারি।
আজ মনে হয়, এই কক্ষ মোর কারাগার।
দুয়ার বাহিরে নাহি কোন অধিকার টুলিয়ার।

য়্যাল্গিনা। ক্ষতি কিবা তায়?
সম্রাট্ নন্দিনী তুমি।
এতটুকু ক্ষুদ্রগৃহে কিবা প্রয়োজন?
নগরে নগরে তব গৃহ আছে অগণিত।
এখানেও আছে তব মর্ম্মর প্রাসাদ।
জানি আমি, প্রাসাদ তোমার
অপবিত্র করিয়াছে রোম নাগরিক।
স্বর্গসম ছিল যাহা লীলাভূমি সম্রাটের
ভৃত্যেরা তাহার ক্রীড়াভূমি করেছে তাহারে।
অসহ্য এ অপমান।
কিন্তু নহে বেশীদিন।
দেখিবে অচিরে ব্রুটাসের দর্পচূর্ণ হবে।

টুলিয়া। য়্যাল্গিনা, কন্যাসম আদর করেছে যেই জন,
কেন তুমি ঘৃণা কর তারে?

য়্যাল্‌গিনা। অবশ্য করিব।
ব্রুটাসের কেন এত অভিমান ?
এমন কি অপরাধ করেছে সম্রাট্‌ ?
এত বড় সাম্রাজ্য যাহার,
ইচ্ছামত ব্যবহার অবশ্য করিবে।
ক্ষতি যদি হয়ে থাকে নগরের,
পূরণ করিবে তারে প্রজারা সকলে।
রাজা যদি ভৃত্যসম করিবে আচার
রাজা হ'য়ে কিবা লাভ তবে ?
ব্রুটাস্‌ দাম্ভিক।
তাই ভাবে মনে
ভৃত্য হবে প্রভুর সমান।

টুলিয়া। য়্যাল্‌গিনা। ক্ষুদ্র নহে রোমের ব্রুটাস্‌।
ক্ষুদ্র নহে পুত্র তার টাইটাস্‌।
বাহুবলে তাহাদের নত হয় শির সম্রাটের
ব্রুটাসেরে শ্রদ্ধা করি আমি,
পিতা ব'লে মানি তারে।
কিন্তু আমি ভাগ্যহীন,
শত্রু তিনি সম্রাটের,
সুতরাং শত্রু তিনি টুলিয়ার।
কিন্তু টাইটাস্‌ ?
সে তো নহে শত্রু মোর।

য়্যাল্‌গিনা। একি কথা রাজপুত্রি!
পিতা যার ঘৃণা করে সম্রাটেরে
অবশ্য সে শত্রু টুলিয়ার।

টুলিয়া। কভু নয়।
আমি জানি, টাইটাস্‌ ভালবাসে মোরে।

য়্যাল্‌গিনা! হুঁ! ভালবাসে!
কিবা তাতে আসে যায়?
হীন নাগরিক নহে যোগ্য টুলিয়ার।

টুলিয়া। য়্যাল্‌গিনা! অনুচিত বাক্য নাহি কহ।

য়্যাল্‌গিনা। মোর বাক্য অনুচিত?
মহারাজা লাইগুরিয়া পাত্র যার,
সেই টুলিয়ারে ভালবাসে টাইটাস্‌!
অসভ্য বর্ব্বর এক ক্ষুদ্র নাগরিক
ভালবাসে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী টুলিয়ারে?
অবাক্‌ করিলে মোরে রাজপুত্রি।
খর্ব্ব চাহে আকাশের চাঁদ!

টুলিয়া। খর্ব্ব নহে টাইটাস্‌।
ইতালীতে টাইটাস্‌ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর।
তাই তারে সমর্পণ করেছি হৃদয়।

য়্যাল্‌গিনা। ওঃ! এত দিনে বুঝিলাম,
ক্ষুদ্র গৃহ ক্রুটাসের কেন মনোহর।

টুলিয়া। য়্যাল্‌গিনা! পরিহাস ক'রোনা আমারে
আমি জানি সম্রাট নন্দিনী আমি,
উত্তরাধিকারী আমি সাম্রাজ্যের,
ইঙ্গিতে আমার নিয়ন্ত্রিত হয়
সহস্রের জীবন মরণ;
ভ্রূকুটিতে মোর কাঁপে কত সিংহাসন।
কিন্তু তবু আমিও মানুষ।
দেহে মোর রক্ত আছে।
আমারও মন আছে, প্রাণ আছে।
মনে মোর আছে অনুরাগ।
চোখে স্বপ্ন আছে।
অন্তরে রয়েছে অভিমান,
হৃদয়ে আমারো আছে প্রণয় স্পন্দন।
আমি জানি, ইঙ্গিতে আমার
কত রাজ রাজেশ্বর চরণে লুটায় মোর।
তবু আমি নিজে
লুটিয়া পড়িতে চাই চরণে তাহার।

য়্যাল্‌গিনা। ছি, ছি, ছি!
একি দুর্ব্বলতা সম্রাট্‌কুমারী?
নিকৃষ্ট যে জন,
সার্থক জনম তার সেবিয়া চরণ টুলিয়ার।
সিংহাসনে বসিবে যখন,

ইঙ্গিতে তোমার
কত মহাজন হবে ক্রীতদাস।

টুলিয়া। তুচ্ছ মনে করি সিংহাসন।
তুচ্ছ রাজ্য, তুচ্ছ ধন, তুচ্ছ রত্ন।
হৃদয় তাহার শ্রেষ্ঠ সিংহাসন মোর।
দিতে পারি বিসর্জ্জন রোম সিংহাসন।
কিন্তু হায়!
বিরহে তাহার, হৃদয় ফাটিয়া যায়।

য়্যাগ্লিনা। রাজপুত্রি! এ যে অসম্ভব।
তুচ্ছ এক নাগরিক
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হ'লেও সে ভৃত্য সম্রাটের।

টুলিয়া। তুচ্ছ কেন বল তারে?
জান না কি রোমবাসীগণ
চেয়েছিল দিতে সিংহাসন ব্রুটাসেরে?
ব্রুটাস্ মহৎ।
প্রত্যাখ্যান করি সিংহাসন
করেছে প্রমাণ,
সিংহাসন হ'তে অতি উর্দ্ধে স্থান তার।
পুত্র তার নহে হীন।
তবু পিতা মোর মিথ্যা অহঙ্কারে
ধূলাতে মিশায়ে দিল আমার জীবন।
কিন্তু আজ কোথা তার অভিজাত্য?

কোথা গর্ব্ব ? কোথা অহঙ্কার ?
খর্ব্ব তারে করেছে টাইটাস রণভূমে।

য়্যাল্‌গিনা। টুলিয়া! জানে কি সম্রাট্‌ ?

টুলিয়া। হাঁ, জানে পিতা মোর।
গোপন করেছি মোরা সকলের কাছে।
কিন্তু বহুদিন আগে,
যবে পিতা মোর
ছিলেন সম্রাট্‌ রোম সিংহাসনে,
বলেছি তাহারে।
কিন্তু আভিজাত্য তার
করেছিল অস্বীকার
গ্রহণ করিতে প্রিয়ে মোর
পুত্ররূপে।
পিতৃত্বের অধিকার বলে
বাধ্য ক'রে মোরে
বিবাহ করাতে চান লাইগুরিয়াকে।
যেহেতু তাহার আছে পিতৃদত্ত সিংহাসন।
কিন্তু সেই সিংহাসন
সাগরে ডুবাতে পারে টাইটাস্‌
শুধু মাত্র অঙ্গুলি চালনে।

য়্যাল্‌গিনা। কিন্তু সম্রাট্‌ কুমারি! এযে অসম্ভব।
ব্রুটাস্‌ ও টাইটাস্‌ পিতাপুত্রে শত্রু সম্রাটের

টুলিয়া। শত্রু নহে টাইটাস্।
য্যাল্‌গিনা! টাইটাস্ ভালবাসে মোরে।
যেই ভালবাসা বলে কত শত জন,
লঙ্ঘন করিয়া যায় দুর্গম পর্ব্বত,
ক্ষুদ্র তরী লয়ে পার হয় দুস্তর সাগর,
জীবন সঙ্কট তুচ্ছ মনে করে,
প্রয়োজন হ'লে প্রাণ দেয় বিসর্জ্জন অকাতরে,
সেই ভালবাসা অক্লেশে লঙ্ঘিতে পারে
রোমের সংস্কার।
হাতে ধরি তারে
নিয়ে যেতে পারি আমি সম্রাট্ শিবিরে।
পশ্চাতে রহিয়া তার
ধ্বংস করি ধূলায় মিশাতে পারি রোমের প্রাচীর।
কিন্তু আমি ভাগ্য হীন,
গর্ব্বিত সম্রাট্ তুচ্ছ করে প্রণয় আমার।

কতিপয় পরিচারিকা অভিবাদন করিতে করিতে কয়েকটি
পেটিকা লইয়া প্রবেশ করিল।

এ কি? কিসের পেটিকা?
কি আছে ইহাতে?
জনৈক পরিচারিকা। সম্রাট্ কুমারি! প্রভু মোর বলিলেন

"ধনরত্ন যাহা আছে গৃহে,
সমুদয় তার টুলিয়ার।"
তাই মোরা পেয়েছি আদেশ
আনিতে পেটিকাগুলি আপনার কাছে।

টুলিয়া। পিতা কি এসেছে গৃহে ?

পরিচারিকা। হাঁ, রাজ কুমারী।

টুলিয়া। পিতা! পিতা!

(ত্রস্তপদে টুলিয়া ক্রুটাসের কাছে যাইতে উদ্যত।)

য়্যাল্‌গিনা। রাজকুমারী! (টুলিয়া নিরস্ত হইল।)

টুলিয়া। য়্যাল্‌গিনা! অসহ্য এ মরম বেদনা।

য়্যাল্‌গিনা। টুলিয়া, দুর্ব্বলতা নাহি সাজে সিংহাসনে।
রোমের সম্রাজ্ঞী নহে সাধারণ নারী।
সাম্রাজ্যের রক্ষা তব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।
সেই ধর্ম্ম রক্ষা হেতু,
যদি হয় প্রয়োজন,
দিতে হবে বিসর্জ্জন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ হৃদয়ের।
দয়া, মায়া, প্রণয়, মমতা,
এইসব বৃত্তি হৃদয়ের
শ্রেষ্ঠ হতে পারে জনতার।
কিন্তু সিংহাসনে তাহারা সকলে দুর্ব্বলতা শুধু।

রোমের ব্রুটাস্ ঘৃণাকরে সিংহাসন।
সুতরাং রোমসিংহাসন ঘৃণা করে ব্রুটাসেরে।
রোমের ব্রুটাস্ ধ্বংস চাহে সম্রাটের!
সুতরাং উত্তরাধিকারী তার মৃত্যু চাহে ব্রুটাসের।

টুলিয়া। য়্যাল্‌গিনা! একি তব মর্ম্ম ভেদী বাক্যবাণ?

য়্যাল্‌গিনা। সত্য যাহা অবশ্য বলিব।
ক্রীতদাসী! নিয়ে যাও পেটিকা তাহার।
বলিও তাহারে, ব্রুটাসের তুচ্ছ উপহারে
লোভ নাহি রোম সম্রাটের,
টুলিয়ারও নাহি।

টুলিয়া। না, না। অবশ্য লইব উপহার।
য়্যাল্‌গিনা! যদি কভু বসি আমি রোম সিংহাসনে,
ভুলিওনা কেহ,
রোমের ব্রুটাস্ ঘৃণাকরে সিংহাসন,
কিন্তু তার অধিকারী টুলিয়ারে
স্নেহ দেয় অকাতরে।
ক্রীতদাসী! নিয়ে এস উপহার।

(পালঙ্কে বসিয়া দুই একটি উপহার দেখিতে দেখিতে টুলিয়া দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িল। য়্যাল্‌গিনার ইঙ্গিতে জনৈক পরিচারিকা গান ধরিল। অন্যান্য সকলে টুলিয়ার সেবা করিতে লাগিল।)

গান।

রাজকুমারী সোণার পরী,
স্বপনদেশের ফুলকুমারী।
একদিন মাধবী রাতে
শুক ও সারি দুজনাতে
বাতায়ন পথে এল রাজার বাড়ি।

রাজকুমারী সোণার পরী
স্বপন দেশের ফুলকুমারী।

বল্‌লে তাদের রাজকুমারী,
তোরা কে গো? কে গো?
এই নিশুতি রাতে কেন জাগো?
তোরা কে গো?
শুকসারি তখন কি বল্‌লে জানো?

অপর গায়িকা। উঁহু! উঁহু! উঁহু!
আমরা দুজন
কুহু! কুহু! কুহু!
এই জ্যোছনার সাথে সাথে
বাঁধাবাঁধি রই দুজনাতে
ঘরের কোণেতে মোরা রহিতে নারি।

রাজকুমারী সোণার পরী,
স্বপন দেশের ফুলকুমারী।

বল্‌লে তাদের রাজকুমারী,
তোরা কে গো? কে গো?
সোণার খাঁচায় এসে থাকো।
তোরা কে গো?
শুক সারি তখন কি বল্‌লে জানো?

অপর গায়িকা। উহু! উহু! উহু!
আমরা দুজন
কুহু! কুহু! কুহু!
এই জ্যোছনার পথে পথে
আমরা চলেছি আজি চাঁদে।
বেদনা বুকেতে আজি সহিতে নারি।

রাজকুমারী সোণার পরী,
স্বপন দেশের ফুলকুমারী।

কাঁদ্‌লো তখন রাজকুমারী।
তোরা কে গো? কে গো?
আমায় সাথে নিয়ে যাগো।
তোরা কে গো?
শিকল রয়েছে দুটি পায়,
তবু কেন হায়! কেন হায়!

হৃদয় গগনে ছুটে যায়।
হায়! হায়! হায়!
ঘুম আয়, ঘুম আয়, ঘুম আয়।

টুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। সকলে নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। কিয়ৎকাল পরে বাহিরে দুর্য্যোগ আরম্ভ হইল। জানালা দিয়া বিদ্যুতের চমকানী দেখা গেল। মূষলধারায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ত্রস্তপদে ব্রুটাসের প্রবেশ। তাহার গায়ে তখনও উত্তরীয় আছে। জানালা বন্ধ করিয়া নিজের উত্তরীয় দ্বারা টুলিয়াকে সে সস্নেহে আবৃত করিল। পরে দরজার কাছে আসিয়া মৃদু হাততালি দিল। অভিবাদন করিয়া জনৈক দেহরক্ষীর প্রবেশ।

ব্রুটাস্। সাবধান দেহরক্ষি
আমি জানি, বন্ধু নাগরিক
মুক্তি দিতে চাহে না ইহারে।
কিন্তু যদি কেশাগ্র ইহার
স্পর্শ করে কোন নাগরিক,
বলিও সবারে আমার আদেশ,
মৃত্যুদণ্ড তার হবে সুনিশ্চয়।
সাবধান!

অভিবাদন করিয়া দেহরক্ষীর প্রস্থান। নিদ্রিত টুলিয়াকে সস্নেহে নিরীক্ষণ করিয়া ব্রুটাসের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রোমের রাজপথ।

সময়—পরদিন অপরাহ্ণ।

নেপথ্যে বিজয়-উৎসবের কোলাহল এবং টাইটাসের জয়ধ্বনি।

ক্রুদ্ধভাবে টাইবেরিয়াসের প্রবেশ।

টাইবেরিয়াস্। অসহ্য এ কোলাহল জনতার।

নেপথ্যে টাইটাসের জয়ধ্বনি।

চতুর্দ্দিকে শুধু জয়ধ্বনি শুনি টাইটাস্! টাইটাস!
কেন? নগরে কি আর কোন যোদ্ধা নাই?
রণক্ষেত্রে আমিও করেছি হত শত্রু অগণিত।
তবে কেন একাকী টাইটাস্ পাবে জয়ধ্বনি?

নেপথ্যে পুনরায় টাইটাসের জয়ধ্বনি।

উঃ অসহ্য এ জয়ধ্বনি।
অসহ্য এ অবিচার।
রণক্ষেত্রে প্রাণপণ করেছি সকলে।
তবু জয়ধ্বনি পায় শুধু ভ্রাতা মোর টাইটাস।

মাতাল অবস্থায় ক্যাটালিনাসের প্রবেশ। তাহার হাতে এক বোতল সুরা।

ক্যাটালিনাস্। জয়! মহাবীর টাইটাসের জয়!

টাইবেরিয়াস্। স্তব্ধ হও নাগরিক!

ক্যাটালিনাস্। ওঃ হো! কেন স্তব্ধ হব?
টাইটাস্ মহাবীর বিদিত নগরে।
নিজ চোখে দেখিলাম,
লণ্ডভণ্ড করিল সে রাজসৈন্য।
দেখিয়া তাহারে
ছুটে পঙ্গপাল চতুর্দ্দিকে প্রাণ ভয়ে,
ব্যাঘ্র দেখি শৃগাল যেমন।
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!
ব্যাঘ্র দেখি শৃগাল যেমন।
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

টাইবেরিয়াস্। স্তব্ধ হও নাগরিক!
এ নগরে আরো যোদ্ধা আছে।

ক্যাটালিনাস। আছে বৈ কি।
আমিও তো আছি।
এক হাতে ঢাল আর অন্য হাতে তলোয়ার।
সে যদি দেখ্‌তে।
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! (যুদ্ধ করিবার ভাণ করিল।)
ডাইনে একটা কাটি,
বাঁয়ে দুটো।
আবার ডাইনে ছ'টা,
বাঁয়ে গণ্ডা দুই।
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

সে যদি দেখ্‌তে।
কিন্তু টাইটাস্‌ আমার চেয়েও ভাল যুদ্ধ করে।

টাইবেরিয়াস। বাতুল!

ক্যাটালিনাস্‌। কি বল্‌লে? আমি বাতুল?
থাক্‌তো যদি ঢাল……
থাক্‌গে।
আজ আর যুদ্ধ নয়।
আজ রোমে বিজয় উৎসব।
জয়! মহাবীর টাইটাসের জয়!

টাইবেরিয়াস্‌। নাগরিক! শমন ডাকিছে তোরে।
জয়ধ্বনি যদি কর পুনর্ব্বার……

ক্যাটালিনাস। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।
এখনো শোননি সব।
সৈন্যদল করেছে প্রস্তাব,
কাল প্রাতে সম্রাট্‌ করিবে তারে।

টাইবেরিয়াস্‌। সম্রাট্‌!
সম্রাট্‌ করিবে তারে?

ক্যাটালিনাস্‌। কেন নয়?
বলি কেন নয় তা বল্‌তে পার?
বাহুবলে পরাজয় করেছে রাজারে।
রাজার মুকুটে তার পূর্ণ অধিকার।
আরো কথা আছে।

টাইটাস্ প্রিয় সকলের।
পিতারে তাহার চাহে না নগর।

টাইবেরিয়াস। মিথ্যা কথা।

ক্যাটালিনাস্। আহা! চট কেন?
ব্রুটাসের সব ভাল।
কিন্তু সে যে নিরামিষ ভোজী।
মদ্য পান করেছে নিষেধ।
শুধু তাই নয়।
ঘোষনা করেছে চারিদিকে,
যেথা আছে যতেক নগর
পরাধীন কেহ নাহি রবে।

টাইবেরিয়াস্। সত্য বলিয়াছে।
কেহ নহে কাহারো অধীন।
নগরেও নয়।
কেহ বড় নয় এ নগরে।
আমা হতে শ্রেষ্ঠ কেহ নয়।

ক্যাটালিনাস্। কি বল্লে?
শ্রেষ্ঠ কেহ নয়?
থাকৃতো যদি ঢাল

টাইবেরিয়াস্। স্তব্ধ হও।

ক্যাটালিনাস্। থাকৃগে।
আজ আর যুদ্ধ করিব না।

আজ শুধু বিজয় উৎসব।

মদ্য পান করিয়া

কি না বল্‌লে তুমি ?
তুমি বল শ্রেষ্ঠ কেহ নয় ?
তুমি বল্‌তে চাও শ্রেষ্ঠ নয় রোম ?
রোম আর গ্যালিয়া সমান ?
রোম আর টাস্কানী সমান ?
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !
তবে কেন বৃথা যুদ্ধ জয়, বৃথা লোকক্ষয় ?
তুমি নাবালক, শেখ নাই রাজনীতি।
কেহ কারো ছোট নয় এই সাম্যবাদ
শুধু আমাদের তরে,
নগর ভিতরে।
নগর বাহিরে
রোম নাগরিক পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি।
এবে মোরা স্বাধীন হয়েছি,
সুতরাং ব্রুটাসের আর নাহি প্রয়োজন।
তাই কাল প্রাতে টাইটাস্ মোদের সম্রাট্।
দিকে দিকে রোম সৈন্যদল করি অভিযান
বাঁধিয়া আনিবে ঘরে লক্ষ ক্রীতদাস।
মূর্খ তুমি।
দাসদাসী না থাকিলে কেমনে চলিবে ?

বাণিজ্য কেমনে হবে
যদি কেহ নাহি থাকে অধীন রোমের ?
এতদিন ছিনু ক্রীতদাস,
আজ মোরা স্বাধীন হয়েছি।
লুণ্ঠন করিব কত রাজ্যের ভাণ্ডার,
বাঁধিয়া আনিব ঘরে ক্রীতদাসী
সুন্দরী যুবতী।
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !
ব্রুটাসের আর নাহি প্রয়োজন।

টাইবেরিয়াস্। নাগরিক ! দেশদ্রোহী তুমি।
এই অপরাধে মৃত্যুদণ্ড হবে।

ক্যাটালিনাস্। আমি দেশদ্রোহী ?
দেশদ্রোহী তুমি। দেশদ্রোহী ব্রুটাস্।
সাম্রাজ্য গড়িবে রোম,
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভূমি হবে,
শত শত নগরেরে করি পদানত
পৃথিবীর ধন রত্ন আনি
জননীরে সম্রাজ্ঞী করিব,
শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ জনপদ করি অধিকার
লুণ্ঠন করিয়া লব খাদ্যের ভাণ্ডার,
এই যার অভিলাষ,
দেশদ্রোহী সেই জন ?

আরে অল্প বুদ্ধি ক্লীব !

তোর মৃত্যু শ্রেয়ঃ।

(বোতল উঠাইয়া মারিতে উদ্যত।)

টাইবেরিয়াস্। (একহাতে ক্যাটালিনাসের ঘাড় ধরিয়া অপর হাতে ছোরা তুলিয়া)

সাবধান নাগরিক !

ক্যাটালিনাস্। কে ? কে তুমি ?

টাইবেরিয়াস্ ?

টাইবেরিয়াস্। হাঁ।

ব্রুটাসের পুত্র আমি, টাইটাসের ভ্রাতা।

ব্রুটাসের পুত্র কেহ সম্রাট্ যদি বা হয়,

সে নহে টাইটাস্।

টাইবেরিয়াস্ ছোট কারো নয়।

ক্যাটালিনাস্। ক্ষমা কর মহাশয়।

আমারও ঠিক তাই মত।

ক্ষমা কর দেব,

যতদিন থাকে শ্বাস ততদিন রব ক্রীতদাস।

টাইবেরিয়াস্। (সজোরে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়া)

ক্রীতদাস।

একদিনে দাসত্বের গ্লানি কভু মুছে নাহি যায়

এই রোম পুনঃ হবে ক্রীতদাস।

পুনঃ পুনঃ সিংহাসনে বসাবে রাজারে।

স্বাধীনতা চাহে না নগর,
রাজ্য শুধু চাহে।
রাজা বিনা রাজ্য নাহি হয়।
তাই সিংহাসনে বসাইয়া রাজা হীনবল
সিংহনাদে ত্রাসিয়া দুর্ব্বলে
লুণ্ঠন করিতে চাহে পৃথিবীরে।
রাজা তার চাই।
ব্রুটাসের পুত্র ছাড়া যোগ্য কেবা আছে এনগরে?
কিন্তু ব্রুটাসের এক পুত্র নয়।
যুদ্ধক্ষেত্রে আমি নহি হীন।
(নেপথ্যে টাইটাসের জয় ধ্বনি)
উঃ! অসহ্য এ জয়ধ্বনি।

(দেহরক্ষীসহ ব্রুটাস্ ভ্যালেরিয়াস্ প্রভৃতি প্রবীণগণের প্রবেশ। ক্যাটালিনাস্ একপ্রান্তে আত্মগোপন করিল)

ব্রুটাস্। (সন্দেহের সহিত)
পুত্র! কেন এ বিষাদ?
ম্লান কেন মুখ?
(টাইবেরিয়াস্ নিরুত্তর)
পুত্র! আজ রোম করিছে উৎসব।
বিজয় উৎসব আমাদের সকলের
সম্রাট্ আর টাস্কানীর
সম্মিলিত শক্তি মোরা করেছি বিনাশ।

গৃহে গৃহে জয়ধ্বনি করেছি আদেশ।
তুমি কেন ম্লান ?
জয়ের গৌরব আমাদের সকলের।

টাইবেরিয়াস্। ক্ষমা কর পিতা।
জয়ধ্বনি শুনি মনে হয়,
জয়ী শুধু ভ্রাতা মোর।

(নেপথ্যে টাইটাসের জয়ধ্বনি।)

ব্রুটাস্। সত্য বটে ভ্যালেরিয়াস্।
টাইটাসের জয়ধ্বনি অতি অশোভন।
পুনঃ পুনঃ করেছি নিষেধ,
তবু সৈন্যদল জয়ধ্বনি করে তার।
এ নহে শোভন।
জয়ের গৌরব আমাদের সকলের।
জয়ের গৌরব রোম নগরের।
এই পুত্র মোর নহে হীন, নহে কাপুরুষ।
কাপুরুষ নহে কোন রোম নাগরিক।
তবে কেন জয়ধ্বনি করে
শুধু টাইটাসের ?
দেহরক্ষীগণ !
অবিলম্বে করিবে প্রচার,
যত শ্রেষ্ঠ হোক্ নাগরিক
তবু তার জয়ধ্বনি নিষিদ্ধ নগরে।

ভ্যালেরিয়াস্। ক্ষান্ত হও দেহরক্ষীগণ।
ব্রুটাস্! শুধু একদিন নাগরিকগণ
যথা ইচ্ছা করুক উল্লাস।
অচিরেই দেখা হবে পরিষদে।
আমি নিজে বুঝায়ে বলিব তাহাদের তোমার নির্দ্দেশ।
পুত্র তব এখনো বালক।
জয়োল্লাস স্বাভাবিক যৌবনের।
রূঢ়বাক্যে মর্ম্মে ব্যাথা পাবে।
কিবা প্রয়োজন?
আমরা সকলে জানি
পুত্র তব দেশভক্ত বীর।
জানি মোরা জয়োল্লাসে হবে না দাম্ভিক।
চল পরিষদে।
টাইবেরিয়াস্! চল পরিষদে,
জয়ধ্বনি করিব সকলে জননীর।

টাইবেরিয়াস্। পরিষদে কিবা প্রয়োজন অসময়ে?
সন্ধ্যা সমাগত।
অসময়ে পরিষদে কিবা প্রয়োজন?

ব্রুটাস্। প্রয়োজন নাহি কিছু আমাদের।
ভ্রাতা তব পত্রযোগে দিয়েছে সংবাদ,
দর্শন কামনা করে মণ্ডলের।

টাইবেরিয়াস্। দর্শন কামনা করে অসময়ে?

ব্রুটাস্। টাইবেরিয়াস্! অশোভন আছে কি ইহাতে?
বীর পুত্র মোর শত্রু করি নাশ
এসেছে নগরে।
জানে সে নিশ্চয়,
বৃদ্ধ পিতা তার আছে প্রতীক্ষায়।
জানে সে নিশ্চয়,
মুহুর্মুহু কাঁপিছে হৃদয় ব্রুটাসের
আলিঙ্গন করিতে তাহারে।
(টাইবেরিয়াস্‌কে আলিঙ্গন করিয়া)
পুত্র! তোমারেও তুল্য স্নেহ করি।
কিন্তু টাইটাস্!
দেবতার মত পুত্র মোর
রণক্ষেত্রে দুর্জ্জয় শার্দ্দুল।
সেই পুত্র মোর এসেছে নগরে।
দর্শন চেয়েছে মোর সন্তান সভায়।
মোর মনে হয়,
করিয়া প্রণাম নগর সভায়,
সহস্রের মাঝে,
গর্ব্বিত করিতে চাহে পিতারে তাহার।
(টাইটাসের উদ্দেশে)
পুত্র! তুমি ধন্য।
ধন্য আমি হেন পুত্র মোর।

৫

বৃদ্ধ আমি। মৃত্যু সন্নিকট।
কিন্তু জানি,
যতদিন পুত্র মোর রহিবে জীবিত
জন্মভূমি রোম কভু না হবে কিঙ্কর।
ভ্যালেরিয়াস্! চল পরিষদে,
বিলম্ব সহেনা আর।

(সকলে ষ্টেজের প্রান্তে গেলে কাছে আসিয়া)

টাইবেরিয়াস্! তুমিও সামান্য নও।
বীরপুত্র তোমরা উভয়ে।
পিতা আমি। উভয়েরে তুল্য স্নেহ করি।
হিংসা তুমি ক'রোনা তাহারে।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃ তুল্য।
তার কাছে পুত্রবৎ সমাদর অবশ্য লভিবে।
চল পরিষদে।

টাইবেরিয়াস্। যথা আজ্ঞা পিতা। আসিব অচিরে।

(টাইবেরিয়াসের পিঠে হাত চাপড়াইয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া অন্যান্য সকলের সহ ব্রুটাসের প্রস্থান। কিন্তু ক্যাটালিনাস্ একপ্রান্তে এখনও দাঁড়াইয়া আছে)

ক্যাটালিনাস্। মহাশয়!
সত্য কি অসত্য তাহা শুনিলে আপনি।
পিতৃভক্ত ভ্রাতা তব

অসময়ে পরিষদে মাগিছে দর্শন সকলের।
হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।
কাল প্রাতে নয়।
আজ রাতে।
আজ রাতে সবে তারে করিবে সম্রাট্।
মদ্যপানে মত্ত সৈন্যগণ
আজ রাতে
কারাগারে করিবে নিক্ষেপ সন্তান মণ্ডলে।

টাইবেরিয়াস্। কিন্তু আমি নিরপায়।
ভ্রাতা মোর সেনাপতি।
তার হাতে অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্যদল।
একা আমি কি করিতে পারি?

ক্যাটালিনাস্। যদি আজ্ঞা হয়,
সঙ্গে থাকে এই ক্রীতদাস।

টাইবেরিয়াস্। কি করিতে পার তুমি?

ক্যাটালিনাস্। কার্য্যক্ষেত্রে দিব তার পরিচয়।
কর অঙ্গীকার পুরস্কার করিবে আমারে।

টাইবেরিয়াস্। পুরস্কার!

ক্যাটালিনাস্। হাঁ। পুরস্কার।
কর অঙ্গীকার,
সিংহাসনে বসিবে যখন
সেনাপতি করিবে আমারে।

টাইবেরিয়াস্। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !
সেনাপতি হ'তে চায় বনের শৃগাল।
ক্যাটালিনাস্। মহাশয় ! উপহাস ক'রোনা আমারে।
শৃগাল চতুর।
সম্মুখ সমরে যাহা সাধ্য নাহি হয়,
চতুর শৃগাল
গোপন কৌশলে তাহা করিবে উদ্ধার।
যুদ্ধক্ষেত্রে নহি বিশারদ।
কিন্তু আমি শিখিয়াছি রাজনীতি।
ভেদনীতি করিয়া আশ্রয়
শক্তিহীন করিব শত্রুরে।
তারপর নাগপাশে বাঁধিয়া সকলে,
একটি একটি করি করিব উচ্ছেদ।
টাইবেরিয়াস্। (গলাটিপিয়া ধরিয়া)
সত্য কহ, কি তব মন্ত্রণা।
যদি মিথ্যা কহ, এইক্ষণে বধিব তোমারে
ক্যাটালিনাস্। বধিলে আমারে
রাজসিংহাসনে কভুনা বসিবে।
টাইবেরিয়াস্। দুষ্টবুদ্ধি নাগরিক ! বল ত্বরা করি।
(মারিতে উদ্যত)
ক্যাটালিনাস্। ক্ষান্ত হও। আগে কর অঙ্গীকার।
টাইবেরিয়াস ! করিলাম অঙ্গীকার ! বল ত্বরা করি।

ক্যাটালিনাস্। রাজদূত এসেছে নগরে।
ষড়যন্ত্র করি তার সনে
নগরতোরণ সমর্পণ কর তারে।

টাইবেরিয়াস্। (ছোরা উঠাইয়া)
দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক! লহ শাস্তি তবে।

কিন্তু টাইবেরিয়াসের হস্ত শিথিল হইয়া গেল।
ক্যাটালিনাসকে ছাড়িয়া দিয়া সে কাঁপিতে লাগিল।
ক্যাটালিনাস্ ক্রূরভাবে নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

টাইবেরিয়াস্। নগরতোরণ! ষড়যন্ত্র!
কিন্তু সম্রাট্ টার্কুইন্ আপনি বসিবে সিংহাসনে।

ক্যাটালিনাস্। একমাত্র কন্যা তার বন্দিনী নগরে।
সাম্রাজ্যের সেই অধিকারী।
রাজদূত চুক্তিপত্রে করিবে স্বাক্ষর
তোমাকেই সমর্পিবে টুলিয়ারে
বিবাহ বন্ধনে।
মরিলে টার্কুইন্
সম্রাট হইবে তুমি।

উৎসবকারী কতিপয় লোকের প্রবেশ।

টাইবেরিয়াস্। দ্বিপ্রহর রজনীতে এস গৃহে মোর।

ক্যাটালিনাস্। মনে রেখো প্রতিজ্ঞা তোমার।

বিপরীত দিকে উভয়ের প্রস্থান।

জনৈক নাগরিক। বন্ধুগণ! আর চিন্তা নাই।
পরাজিত করিয়া রাজারে করেছি প্রমাণ
রোমনাগরিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি।

অপর নাগরিক। সুতরাং পৃথিবীর প্রধান সম্পদে আছে
অধিকার আমাদের

সকলে। অবশ্য তা আছে।

প্রথম নাগরিক। কিন্তু ব্রুটাস্ অনুচিত কথা কহে।
দিকে দিকে করেছে প্রচার,
আপনার রক্ত করি দান
রোম নাগরিক স্বাধীন করিবে সকলেরে।
আপনার রক্ত করি দান
স্বাধীন করিব মোরা পৃথিবীরে?

সকলে। বাতুল!

অপর নাগরিক। মতিছন্ন হয়েছে ব্রুটাস্।
সত্য বটে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ মোরা।
তার বুদ্ধি বলে স্বাধীন হয়েছে রোম।
কিন্তু জরাগ্রস্ত ব্রুটাসের দূরদৃষ্টি নাই।
যেই স্বাধীনতা মোরা করিয়াছি লাভ
তাহারে রাখিতে হ'লে সম্পদের প্রয়োজন।
সুতরাং পৃথিবীর চারিপ্রান্ত হ'তে
সম্পদ্ আনিতে হবে জন্মভূমে।
পৃথিবীর চারিপ্রান্ত হ'তে

সংগ্রহ করিতে হবে জনবল, অর্থবল, অস্ত্রবল,
নতুবা অচিরে স্বাধীনতা হবে অবসান।

জনৈক নাগরিক। বন্ধুগণ! ব্রুটাসের আর নাহি প্রয়োজন।
বয়স হয়েছে তার।
মোর মনে হয় তার প্রয়োজন বিশ্রামের।
পুত্রেরে তাহার করিব সম্রাট্।
তারপর দলে দলে ছুটিয়া চৌদিকে
রোমের অধীন মোরা করিব পৃথিবী।
নগরে নগরে,
আমরা প্রত্যেকে হ'ব রাজপ্রতিনিধি।

জনৈক মাতাল নাগরিক। হুর্‌রে! হুর্‌রে!
কেহবা নবাব, কেহ দিক্‌পাল।
কেহ মন্ত্রী হব, কেহ কোতোয়াল।
নিরস্ত্র করিয়া নগরবাসীরে
আস্ফালন করিব আমরা তরোয়াল।
গট্ গট্ করি চলি রাজপথে
ফট্ ফট্ করি চাঁটি মারি মাথে
করিব প্রমাণ,
মোরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি।
ডাইনে ও বাঁয়ে,
রবে ক্রীতদাস ক্রীতদাসী গণ্ডাচার।
পিঠে চড়ি তার,

টানিয়া লাগাম মুখে,
হেট্‌ হেট্‌ বলি চালাব সুমুখে।
বুঝিবে সকলে,
রোম নগরের ছোট যে চামাড়,
সেও তাহাদের সমান রাজার।

সকলের উচ্চহাস্য।

হুর্‌রে! হুর্‌রে!
মোরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি।

ব্যঙ্গ করিয়া পায়রার মত বুক ফুলাইয়া ঘুরিতে লাগিল। সকলের উচ্চহাস্য।

জনৈক নাগরিক। বন্ধুগণ! আর দেরী নাই।
চল পরিষদে।

সকলে। চল।

সকলের প্রস্থান। অন্যদিক্‌ হইতে টাইটাস্‌ এবং মেসালার প্রবেশ। উভয়েরই সামরিক পোষাক। টাইটাস্‌ চিন্তিত। উভয়েরই বীরত্ব ব্যঞ্জক চেহারা কিন্তু মেসালার মুখে স্বার্থ-পরতা সুস্পষ্ট।

মেসালা। টাইটাস্‌!
এতদিনে এসেছে সুদিন জন্মভূমে।
পেয়েছি আমরা তোমা সম বীর।
রণক্ষেত্রে তুমি প্রতিদ্বন্দ্বীহীন, দুর্দ্ধর্ষ, দুর্জ্জয়।

প্রতিরোধ করিবে তোমারে,
হেন শক্তি নাই কোন মাতৃগর্ভজাত মানবের।
আজ পদানত হয়েছে সম্রাট্।
কাল হবে পদানত সমগ্র পৃথিবী।
রণধ্বনি শুনিয়া তোমার টলমল টলিবে মেদিনী।
ইঙ্গিতে তোমার
ছুটিয়া চলিব মোরা দিকে দিকে।
কত জনপদ, কতবা নগর,
কত রাজ্য, কত সাম্রাজ্যকে দলিয়া চরণে
করিব তাহারে ক্রীতদাস আমাদের।
শুধু রোম,
আর কেহ নয়,
শুধু রোম হবে একমাত্র রাজধানী পৃথিবীর।
যেখানে যাহারা আছে,
সকলেরে নিতে হবে রোমের নির্দ্দেশ,
তোমার নির্দ্দেশ।
প্রিয় বন্ধু মোর, সৌভাগ্য আমার,
নিজ হাতে সিংহাসনে বসাব তোমায়।

টাইটাস্। না, না, মেসালা!
সিংহাসন চাহেনা টাইটাস্।

মেসালা। কেন নয়?
নিজ ভুজ বলে গ্রহণ করিবে পৃথিবীরে।

কার শক্তি আছে বাধা দান করিতে তোমারে ?
যদি শক্তি থাকে,
যুদ্ধক্ষেত্রে হবে তার সমাধান।
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।
তোমা হেন বীর কে আছে ভূতলে ?

টাইটাস্। না, না, মেসালা।
ব্রুটাসের পুত্র আমি।
রাজদণ্ড ঘৃণা করি।
ঘৃণা করি সিংহাসন।
রাজপদে ঘৃণা ধর্ম্ম মোর,
আজন্ম সংস্কার।
জন্মাবধি আমি তাই ঘৃণা করি অত্যাচার দুর্ব্বলের।

মেসালা। একথা কহিছ কেন বন্ধুবর ?
অত্যাচার কেন বা করিবে ?
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন রাজধর্ম্ম।
রাজা যদি হয় অধার্ম্মিক,
দুর্ব্বলের অত্যাচার হয় রাজ্যে তার।
তুমি নহ অধার্ম্মিক।
তুমি বীর।
যেথা আছে যত অত্যাচারী,
তাহাদের করিয়া নিধন,
ধর্ম্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে তুমি।

টাইটাস্। ক্ষান্ত হও। আর আমি চাহিনা শুনিতে।
মেসালা! সত্য যদি হও বন্ধু মোর,
প্রলোভন দেখায়োনা মোরে।
শুন পুনর্ব্বার,
জনক আমার ন্যায়-অবতার ব্রুটাস্।
পিতা মোর রোম হ'তে
নির্ব্বাসিত করেছেন সিংহাসন চিরতরে।
স্পর্শ করি শ্রীচরণ তাঁর করেছি এ অঙ্গীকার,
যতদিন রহিবে জীবন
এনগরে সিংহাসন প্রতিষ্ঠা না হবে।
শুন পুনর্ব্বার।
ব্রুটাসের পুত্র আমি।
সিংহাসন ঘৃণা করি, ঘৃণা করি।

মেসালা। যোগ্য কথা কহিয়াছ।
ব্রুটাসের যোগ্য পুত্র তুমি।
ব্রুটাস্ মহৎ, ব্রুটাস্ উদার।
কিন্তু সত্য কহ টাইটাস্,
পিতা তব বসে নাই সিংহাসনে,
কিন্তু তবু, সত্য কহ,
নহে কি সে সম্রাট্ রোমের?

টাইটাস্। মেসালা।

মেসালা। জানি আমি বাক্য মোর অপ্রিয় কঠোর।

কিন্তু তবু বলি পুনর্ব্বার,
পিতা তব দণ্ডহীন সম্রাট্ রোমের।
পিতা তব হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা রোমের।
পিতা তব এত শক্তি ধরে,
রোমে কারো সাধ্য নাই
বাধা দান করে তারে ক্ষণেকের তরে।
টাইটাস্! তুমি বীর।
রণক্ষেত্রে তুমি ধনঞ্জয়।
কিন্তু পিতা তব অদ্বিতীয়।
ব্রুটাস্ স্থবির।
কিন্তু তবু জানি,
কার্য্যক্ষেত্রে
রণে ভঙ্গ দিবে তার অঙ্গুলি তাড়নে।
শূন্যে উড়ে যাবে সব বীরত্ব তোমার।

টাইটাস্। মেসালা! আমি নহি কাপুরুষ।

মেসালা। প্রমাণ মিলিবে তার পরিষদে।

টাইটাস্। (অস্ত্রে হাত দিয়া শাসাইয়া) মেসালা!

মেসালা। আমিও প্রস্তুত। কর বধ।
বহুবার জীবন করেছ দান রণক্ষেত্রে।
জানি আমি, জীবন লভেছি বহুবার তবগুণে।
তাই আমি জীবন করিব দান তোমার সেবায়।
তোমার সেবায় সেবা হবে নগরের।

যদি দিয়ে প্রাণ মোর
জাগ্রত করিতে পারি তোমার হৃদয়,
সার্থক জীবন তবে।

টাইটাস্ । মেসালা, তোমারে বন্ধু বলে জানি।
কিন্তু মনে হয়, ছদ্মবেশে শত্রু তুমি মোর।

মেসালা । আমি শত্রু তব ?
নিজ হাতে দিতে চাই সিংহাসন শত্রুরে আমার ?
টাইটাস্! আমি শত্রু নহি তব।
আমি শত্রু তব অন্তরের জড়তার।
যুদ্ধক্ষেত্রে টাইটাসের বিক্রমেরে পূজা করি,
পূজা করি বীরত্ব তাহার।
কিন্তু ঘৃণা করি তার
জড়তা, ক্লীবতা, অক্ষমতা অন্তরের।

টাইটাস্। মেসালা!

মেসালা । যদি সত্য নাহি হবে অভিযোগ মোর,
বল তবে টাইটাস্!
রণক্ষেত্রে পরাক্রমে যার আতঙ্কিত ত্রিভুবন,
সে কেন কম্পিত পদে চলে পরিষদে ?
করিওনা অস্বীকার।
আশঙ্কা মনের
ফুটিয়া উঠেছে তব বদন মণ্ডলে।

টাইটাস্ । না, না, আশঙ্কা করিনা আমি।

পিতা মোর ন্যায় পরায়ণ।
বাহুবলে নিষ্কণ্টক করেছি নগর।
সন্তানমণ্ডল অবশ্যই দিবে তার যোগ্য পুরস্কার।

মেসালা। টাইটাস্!
ভুলিয়া গিয়াছ তুমি পিতা তব জুনিয়াস্ ব্রুটাস্।

টাইটাস্। মেসালা। পুনঃ পুনঃ পিতৃনিন্দা সহ্য নাহি হয়।

মেসালা। নিন্দা আমি করিনা তাহার।
ভুলিয়া গিয়াছ তুমি,
ব্রুটাস্ মানুষ নহে, ব্রুটাস্ দেবতা।
অনুযোগ অভিযোগ মানুষের
মিথ্যা মনে করে দেবতা সকল।
পিতা তব নহে এই পৃথিবীর।
বোধ নাহি হয় কেন ভগবান্
রক্তমাংসে সৃজিলেন পাষাণ দেবতা।
রোমের ব্রুটাস্ কর্ত্তব্যে কঠোর,
কিন্তু পুরস্কার কভু নাহি চাহে।

টাইটাস্। নাহি হবে পুরস্কার!
কত শস্ত্রাঘাত লভেছি শরীরে,
কত রক্ত নিজ দেহ হতে ঢালিয়াছি রণাঙ্গনে,
কত কত বার
মৃত্যু মুখে বিসর্জ্জন করেছি নিজেরে।
পুরস্কার নাহি কিছু তার?

মেসালা। না, না, না।
তুমি দেখিবে অচিরে
ব্রুটাসের অভিধানে কোন শব্দ নাই
পুরস্কার নামে।
টাইটাস্। কিন্তু সন্তানমণ্ডল?
মেসালা। নিগ্রহ দেখিয়া তব করিবে উল্লাস।
টাইটাস্। তাই যদি হয়,
অকৃতজ্ঞ রোম তবে মিশিবে ধূলায়।
শৃঙ্খল নিগ্রহ হ'তে উদ্ধার করেছি তারে বাহুবলে।
পুনঃ তারে নিগৃহীত করিব নিগড়ে।
কৃতজ্ঞতা জানে না যে জন,
বাহুবলে যেই জয় করিয়াছি লাভ,
সেই জয়ে নাহি তার কোনো অধিকার।
ঘৃণিত সে,
শাস্তি তারে দিতে সমুচিত
যদি হয় প্রয়োজন,
আপনি বসিব আমি সিংহাসনে।
মেসালা। সাধু! সাধু!
টাইটাস্। না, না, একি অনুচিত বাক্য মোর।
মেসালা। কভু নহে অনুচিত।
যোগ্যপাত্রে পুরস্কার দিতে করি অস্বীকার
অনুচিত কার্য্য যদি করে সন্তানমণ্ডল,

সমুচিত শাস্তি তবে অবশ্য লভিবে।
যোদ্ধা মোরা,
শস্ত্র ধরি ন্যায় রক্ষা হেতু।
ন্যায়ের লঙ্ঘন যদি কেহ করে
শস্ত্রাঘাত করা তারে ধর্ম্ম আমাদের,
অনুচিত কভু নয়।

টাইটাস্। না, না, মেসালা!
মিথ্যা ভয় করিতেছ তুমি।
সন্তানমণ্ডল কভু নাহি হবে অনুদার।
নগরের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গুণবান্ রয়েছে মণ্ডলে
প্রাণ দিয়ে রক্ষা মোরা করেছি নগর।
যথাযোগ্য পুরস্কার অবশ্য লভিব।
অনুচিত যাচ্ঞা নহে মোর।
নাহি চাহি সিংহাসন,
নাহি চাহি ধনরত্ন নগরের।
শুধু চাহি নগরের সৈন্যবল
সাহায্য করিবে মোরে দিগ্বিজয়ে।
যোদ্ধা আমি।
আকাঙ্ক্ষা আমার,
পরীক্ষা করিব বাহুবল পৃথিবীর সাথে,
রণাঙ্গনে ডাকিব সকলে।
একদিকে পৃথিবীর যত শস্ত্রধারী

সম্মিলিত হ'য়ে তারা করিবে সংগ্রাম,
অন্যদিকে একাকী রহিব আমি।
আকাঙ্ক্ষা আমার,
ভ্রমিব একাকী শত্রু ব্যূহ মাঝে।
আসিবে ঘিরিয়া মোরে শত্রুসৈন্য অন্ধকার,
দিকে দিকে অস্ত্র চমকিবে,
দিকে দিকে আর্ত্তনাদে কাঁপিবে হৃদয়,
মুহুর্মুহু হবে রণধ্বনি,
তারপর চুর্ণ করি অন্ধকার
ছুটিব একাকী আমি বজ্রসম কঠিন, কঠোর।
সিংহাসন চাহে না টাইটাস্।
টাইটাস্ চাহে রণ, চাহে যুদ্ধ,
চাহে নিত্য অক্লান্ত সংগ্রাম,
চাহে শুধু দিগ্বিজয় বাহুবলে।

মেসালা। জানি আমি কি চাহে টাইটাস্।
তাই তুমি গুরু মোর।
আমি শিষ্য তব।
কিন্তু বীরবর!
দিগ্বিজয়ী বীর চাহেনা নগর।
সন্তানমণ্ডলে আছে প্রতিনিধি একশত।
কেহ নহে তুল্য ব্রুটাসের।
কেহ নহে তুল্য তব,

কেহ নহে তুল্য এই মেসালার।
তবু তাহাদের স্পর্দ্ধা এতদূর,
ভ্রূকুটিতে শাসন করিতে চাহে আমাদের।
সত্য বটে, পিতা তব নির্ব্বাসিত করেছে সম্রাট্
কিন্তু তার শূন্য সিংহাসনে
বসায়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত পিপীলিকা।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দংশনে তাদের
জ্বলিছে নগর অহর্নিশি।
এই শত নাগরিক যোগ্যতাবিহীন,
কিন্তু তবু উৎপীড়ক রাজার সমান্।
জনমতে করে লভি গুরুপদ
জনমত করে অবহেলা,
এত স্পর্দ্ধা তাহাদের।
সুতরাং চাহে না নগর দিগ্বিজয়ী বীর।
ভয় করে নাগরিক,
গৃহে ফিরি দিগ্বিজয়ী বীর
কর্ণে করি আকর্ষণ বুঝাবে তাহারে
শ্রেষ্ঠপদ লভিবার যোগ্য কেবা হয়।

টাইটাস্। তাহ'লে উপায় ?

মেসালা। বাহুবল।
বাহুবলে কেড়ে লও ন্যায্য অধিকার।

টাইটাস্। না, না, পিতাসহ চাহি না বিরোধ।

মেসালা। বেশ! আছে এক পথ আর।
মণ্ডলের অধিপতি হ'লে
ক্রমে ক্রমে করাব সকলে বশ্যতা স্বীকার।
কর তুমি আবেদন সন্তানমণ্ডলে,
মণ্ডলের অধিপতি করিবে তোমারে।

টাইটাস্। অসম্ভব তাহা। পিতা মোর অধিপতি নিজে।

মেসালা। দুইজন আছে অধিপতি।
বিধি অনুসারে উভয়ের তুল্য অধিকার।
ভ্যালেরিয়াস্ বৃদ্ধ।
বিশ্রাম করুক্ লাভ।
তার পদে তোমারে বসাক্।
তোমা হতে যোগ্যতর কে আছে নগরে?

টাইটাস্। সত্য কহিয়াছ।
অসঙ্গত নহে এই নিবেদন।
বাহুবলে যাহাদের রেখেছি জীবন
তাহাদের অধিপতি পদে যোগ্য আমি সুনিশ্চয়।
চল পরিষদে।

মেসালা। প্রস্তুত রয়েছি আমি।
কিন্তু শুন মোর নিবেদন,
সঙ্গে লব ক্ষুদ্র সৈন্যদল।
এই সব প্রতিনিধিগণ তর্কচূড়ামণি
বিনা শস্ত্রবল আর কোন যুক্তি নাহি মানে।

টাইটাস্। তুমি বন্ধু মোর।
যথা ইচ্ছা কর।

মেসালা। চল তবে।

উভয়ের প্রস্থান এবং য্যারান্‌স্ ও য্যাল্‌বিনাসের প্রবেশ।

য্যারান্‌স্। য্যাল্‌বিনাস্!
ঘটনাপ্রবাহ তবে প্রতিকূল নহে মোর।
ব্রুটাস্ মহৎ।
কিন্তু ব্রুটাস্ সকলে নহে।
রোম নগরেও হিংসা আছে, দ্বেষ আছে,
আছে ভয়।
উচ্চাকাঙ্ক্ষা কাহারও আছে সুনিশ্চয়।
সংবাদ তাহার কৌশলে আনিতে হবে।
ছদ্মবেশে মিশে যাও নাগরিক সাথে।
মোর মনে হয় পরিষদে মিলিবে সন্ধান।
যাও ত্বরা করি।
অমূল্য সুযোগ যেন নষ্ট নাহি হয়।

য্যাল্‌বিনাস্। বন্ধু, বৃথা কেন সর্ব্বনাশ চাহিছ রোমের?
বহুদিন পর স্বাধীন হয়েছে রোম,
নির্ব্বাসিত করেছে তাহারে
এখনও করি মোরা যার দাসত্ব স্বীকার।
টাস্কানী স্বাধীন নয়।
নৃপতি মোদের সম্রাটের ক্রীতদাস।

একমাত্র রোম হয়েছে স্বাধীন।
বীর্য্য দেখি তার গর্ব্ব হয় মনে।

য়্যারান্‌স্। য়্যাল্‌বিনাস্! সেই বীর্য্য দেখি
গর্ব্ব নাহি হয়,
শুধু ভয় হয় মনে মোর।
এ মহানগর এতদিন ছিল অচেতন।
চতুর সম্রাট্ ভুলায়ে রাখিল তারে মায়া জালে।
কিন্তু আজ দেখ জাগ্রত নগর।
যোগ্যতম জন কর্ণধার তার।
পুত্র তার সিংহসম বীর।
মোর ভয় হয়,
অচিরেই রোম নাগরিক
চলিবে বাহিরে দিগ্বিজয়ে,
তোমারে আমারে বাঁধিয়া আনিবে রোমে
ক্রীতদাস বেশে।
জানি মোরা এখনও পরাধীন।
কিন্তু বন্ধু মোর, এখন মোদের প্রভু শুধু একজন।
যদি রোম কভু হয় প্রভু টাস্কানীর,
প্রতি রোম নাগরিক
দুর্ব্বহ করিবে নিত্যদিন মোদের জীবন।
হীনতম নাগরিক এই নগরের,
পথে, ঘাটে, সর্ব্বদিকে, সর্ব্ব কাজে,

জর্জ্জরিত করিবে মোদের বৃশ্চিক দংশনে।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থান্ধের হীন অত্যাচারে
হীনবৃত্তি করিব আশ্রয় আমরা সকলে।
তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।
আরো ভাল শত্রুর নিপাত।
স্বাধীনতা আমি ভালবাসি।
কিন্তু যেই স্বাধীনতা আমারে করিবে গ্রাস
ভাল আমি বাসিনা তাহারে।
এখনো সময় আছে।
যেই বৃক্ষ ধারণ করিবে বিষফল
অঙ্কুরে তাহারে আমি করিব উচ্ছেদ।
যাও ত্বরা করি।
কিন্তু সাবধান!
সঙ্গোপনে লইবে সংবাদ।
সুপ্ত রজনীতে আসিও আলয়ে।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—প্রতিভুমণ্ডলের সভাগৃহ। দৃশ্যাদি পূর্ব্ববৎ।

সময়—অব্যবহিত পরে।

(প্রতিভুগণ এবং অধিপতিদ্বয় আসনে উপবিষ্ট। এক পার্শ্বে বিষণ্ণ বদনে টাইবেরিয়াস্ দণ্ডায়মান।)

ব্রুটাস্। ভ্যালেরিয়াস্!
নির্দ্দিষ্ট সময় হয়েছে কি গত?

ভ্যালেরিয়াস্। ধৈর্য্য ধর, বন্ধুবর।
এখনি আসিবে পুত্র তব।
বীরপুত্র তব এসেছে নগরে।
জয়োল্লাসে নাগরিকগণ
নিশ্চয় রুধিছে পথ টাইটাসের।

ব্রুটাস্। আমি জানি,
জয়োল্লাসে তারা করিতেছে আলিঙ্গন
পুত্রে মোর। ধন্য আমি।
বন্ধুগণ, আশীর্ব্বাদ করি
যেন গৃহে গৃহে রোমের জননী
জন্ম দেন মোর পুত্র সম বীর।

তোমরাও আশীর্ব্বাদ কর মোরে
যেন হেন পুত্রে দিতে পারি কার্য্যভার
অন্তিম শয়নে।
দেহরক্ষীগণ !
দেখ পুত্র মোর আর কত দূরে।

কতিপয় দেহরক্ষীর প্রস্থান।

জনৈক প্রতিভু। (হাতে পুষ্পমাল্য লইয়া)
ব্রুটাস্ !
পুত্র তব পুত্র আমাদের সকলের।
পুত্র সে রোমের।

ব্রুটাস্। বন্ধুগণ ! ব্রুটাস্‌ও রোমের।
যাহা কিছু আছে ব্রুটাসের, সকলই রোমের।
ব্রুটাস্ দেহের অনুপরমাণু,
প্রতি রক্তবিন্দু,
মিশে যেতে চায় পথের ধূলায় এই নগরের।

সকলে। সাধু ! সাধু !

প্রতিভু। বন্ধুবর !
ব্রুটাসের পুত্র,
রোম জননীর শ্রেষ্ঠ বীরপুত্র,
শত্রু জিনি এসেছে নগরে।
তাই অভিলাষ আমাদের সকলের
নগরের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করি তারে।

ব্রুটাস্। পুরস্কার! কি সে পুরস্কার?

প্রতিভু। ব্রুটাস্! ধৈর্য্য ধর ক্ষণকাল।
নহে ধন, নহে রত্ন, নহে সিংহাসন।
জানি মোরা,
পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের পুত্র,
রোমনগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর যে সন্তান,
পুরস্কার উপযুক্ত তার নাহি এ ভূতলে।
তাই আজ সন্তানমণ্ডল করেছে বিধান,
আজ হ'তে, এমহানগরে,
জননীর বরমাল্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার সন্তানের।

ব্রুটাস্। জননীর বরমাল্য!
ধন্য পুত্র মোর।
প্রিয় বন্ধু মোর, বরমাল্য দাও মোরে।
নিজ হাতে বরমাল্য দান করি তারে
দিব আলিঙ্গন।
ধন্য আমি, হেন পুত্র মোর।

ব্রুটাস্ বরমাল্য হাতে লইল। এমন সময়
দ্বারদেশে কোলাহল।

একি কোলাহল?
দেহরক্ষীগণ! কেন কোলাহল?

দেহরক্ষীগণের প্রস্থান। দ্বারদেশে অধিকতর কোলাহল। দেহরক্ষীগণের
কণ্ঠে "শান্ত হও টাইটাস্। মেসালা সাবধান!" ইত্যাদি এবং
সৈন্যগণের কণ্ঠে "জয় টাইটাসের জয়!" মুক্ত অসি হস্তে
মেসালা এবং কতিপয় সৈন্যর প্রবেশ। পশ্চাতে
ধীরপদক্ষেপে টাইটাসের প্রবেশ।

ব্রুটাস্। অবিশ্বাস করিছে নয়ন।
একি পুত্র মোর?
পুত্র! টাইটাস্!

টাইটাস্। পিতা!

ব্রুটাস্। না, না, তুমি মোর পুত্র নহ।

টাইটাস্। পিতা!

ব্রুটাস্। স্তব্ধ হোক্ জিহ্বা তব, উদ্ধত সৈনিক।
তুমি নহ পুত্র মোর।

টাইটাস্। পিতা! আমি পুত্র তব।
আমি টাইটাস্।

ব্রুটাস্। মিথ্যাকথা। পুত্র মম বীর।
কাপুরুষ নহে পুত্র মোর।
নহে হীন।
অপবিত্র করে না সে মন্দির প্রাঙ্গন
তরবারি আস্ফালনে।
ব্রুটাসের পুত্র কভু পারে না করিতে অপমান
নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পীঠস্থান এই বেদীমূল।

আমি জানি, তুমি নহ পুত্র মোর।
ভ্যালেরিয়াস্ !
ছদ্মবেশে এসেছে নগরে শত্রুচর।
শৃঙ্খলিত কর এরে কারাগারে।
রোমবাসীগণ ! পুত্র ব'লে করি না স্বীকার।
ছদ্মবেশী শত্রু অনুচর
অবিলম্বে স্বীয়রূপ করিবে প্রকাশ
জননীরে করি পদাঘাত।
এখনো সময় আছে।
শৃঙ্খলিত করিয়া ইহারে
রুদ্ধকর কারাগারে।

টাইবেরিয়াস্। (তরবারি খুলিয়া)
দেহরক্ষীগণ !
পিতার আদেশ, রোমের আদেশ,
বন্দী কর সকলেরে।

মেসালা। সাবধান রোমবাসীগণ।
প্রাঙ্গনে রয়েছে মোর সহস্র সৈনিক।
যদি হয় প্রয়োজন,
রক্তপাতে নাহি হব পরাঙ্মুখ।

জনৈক প্রতিভু। মেসালা ! এত হীন তুমি ?
অবরোধ করিয়াছ মুক্তির মন্দির ?

মেসালা। সাবধান নাগরিক !

হীন কভু নয় রোমের সৈনিক।
হীন তুমি। হীন এই সন্তানমণ্ডল।

ব্রুটাস্। মেসালা। যদি থাকে প্রাণভয়
এখনো সংযত কর রসনা তোমার।
ভ্রূকুটিতে ভয় নাহি ব্রুটাসের।

মেসালা। মহাশয়, জানি আমি তুমি বীর।
একদিন ছিলে তুমি প্রধান সৈনিক।
কিন্তু তুমি দাও সদুত্তর,
আজ যারা রণক্ষেত্রে
অকাতরে ঢালিতেছে বক্ষের শোণিত,
তাহারা কি কেহ নয়?
আমরা সৈনিক।
আমাদের অধিকার শুধু মরিবার?
বৃহত্তর জীবনে মোদের নাহি কোন অধিকার?
যন্ত্র নহি মোরা, নহি মোরা নির্জীব প্রস্তর।
আমাদেরও আশা আছে, ইচ্ছা আছে,
আছে ক্ষুধা, আছে তৃষ্ণা,
ঊর্দ্ধ হ'তে ঊর্দ্ধে চলিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে।
জানি আমি যুদ্ধক্ষম নহে এই সন্তানমণ্ডল।
কিন্তু তারে রক্ষা করিবারে
প্রাণ যারা দেয় যুদ্ধক্ষেত্রে অকাতরে,
উপযুক্ত পুরস্কার তাহাদের কেন নাহি দিবে?

ব্রুটাস্ । হায় রোম !
জননীরে করি সেবা চাহে পুরস্কার
অভাগা সন্তান ।
জননীর বরমাল্য চাহেনা কিঙ্কর ।

(মাল্য ছিন্ন করিয়া)

পদসেবা যাঁর ধর্ম্মাচার,
শিরে ধরি তাঁর অর্থলোভী অনুচর
ভ্রূকুটিতে পুরস্কার চাহে ।
ওরে অপবিত্র নাগরিক !
তোমাদের উপযুক্ত পুরস্কার মৃত্যুদণ্ড, মৃত্যুদণ্ড ।

টাইটাস্ । পিতা ! বিনা অপরাধে যদি দণ্ড আজ্ঞা কর,
আত্মরক্ষা করিব নিশ্চয় ।

ব্রুটাস্ । হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !
শুন রোম, বীরপুত্র তব কত বীর্য্য ধরে ।
নিরস্ত্র ব্রুটাস্, নিরস্ত্র এ সন্তানমণ্ডল ।
বেষ্টিত করিয়া তারে সহস্র সৈনিকে
অসি হস্তে পুত্র মোর আত্মরক্ষা করে ।
আরে কাপুরুষ !
নিরস্ত্রকে অস্ত্রাঘাত বীরধর্ম্ম নহে ।

াইটাস্ । নাগরিকগণ ! সন্তানমণ্ডল !
বৃদ্ধপিতা মোর উত্তেজিত ।
ধৈর্য্য ধরি ক্ষণকাল শুন মোরে ।

সিংহাসন চাহেনা টাইটাস্,
চাহেনা সে ধনরত্ন নগরের।
কিন্তু টাইটাস্ প্রমাণ করিতে চাহে
পৃথিবীর কাছে,
প্রতি নাগরিক এই নগরের
পৃথিবীর ধনরত্নে শ্রেষ্ঠ অধিকারী।

কতিপয় প্রতিভূ। সাধু! সাধু!

ব্রুটাস্। স্তব্ধ হও সন্তানমণ্ডল।
বাহুবল নহে শ্রেষ্ঠবল মানবের।
পরধন করিতে লুণ্ঠন কাহারও নাহি অধিকার।

(অস্ফুট প্রতিবাদ।)

টাইটাস্। সন্তানমণ্ডল! জানি আমি,
শ্রেষ্ঠজ্ঞানী তোমরা সকলে।
প্রণম্য তোমরা আমাদের সকলের।
অবধান কর মহাশয়গণ,
ক্ষুদ্র এই রোম,
বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে নাহি হ'লে প্রতিষ্ঠা ইহার
কতদিন রহিবে স্বাধীন?
ক্ষুদ্র রোম কত শক্তি ধরে?
কোথা অর্থবল, জনবল, শস্ত্রবল?
তাই বলি বন্ধুগণ, দাও মোরে রোমের সৈনিক।
প্রতিজ্ঞা আমার,

বাহু বলে পরাজিত করিব মেদিনী।
লুণ্ঠন করিয়া টাস্কানীর বিপুল ভাণ্ডার
সমৃদ্ধ করিব আমি জননীরে।
সমুদয় ইতালীরে করি পদানত
শত্রুহীন করিব প্রদেশ চতুর্দিকে।
যদি কর অনুমতি,
অক্লেশে করিব জয় গ্যালিয়া, ব্রিটেন্।
অস্ত্রবলে বাঁধিয়া রাখিব গ্রীস্,
সমুদ্রের পরপারে অগণিত রাজ্য করি জয়
বাণিজ্যের করিব প্রসার।
মোর বাহুবলে
ঘরে ঘরে প্রতি রোম নাগরিক
ধনে মানে শ্রেষ্ঠ হবে পৃথিবীর।

অনেকে। সাধু! সাধু!
জয়! টাইটাসের জয়!

জনৈক প্রতিভু। ব্রুটাস্! পুত্র তব অশোভন কথা নাহি কহে।
নিজ স্বার্থ নয়,
অস্ত্রবলে সেবিতে চাহে সে জননীরে।
আজ মোরা বলীয়ান্ অস্ত্রবলে।
অস্ত্রবলে সবারে করিব পরাজয়।
কেন নয়?
দিতে পারে রোম পৃথিবীরে

শিক্ষা, দীক্ষা, ভাষা, নীতি।
মাতৃভাষা করিয়া প্রচার দিকে দিকে
উচ্চতর জীবনের দিতে পারি পরিচয়।
কেন নয়?
যথা আছে অসভ্য বর্ব্বর,
ধর্ম্মনীতি দিয়ে তারে মানুষ করিতে পারি।
রাজনীতি, অর্থনীতি করি শিক্ষাদান
উন্নত করিতে পারি তাহাদের,
পতিত যাহারা আছে।
সকলে সমান নহে।
মোর মনে হয়, যাহারা দুর্ব্বল,
রোমের অধীনে নিরাপদে তারা
উচ্চতর জীবনের লভিবে আস্বাদ।
বন্ধুগণ! অন্যায় দেখি না কিছু এ প্রস্তাবে।

অপর প্রতিভু। ব্রুটাস্! আমরাও দেখি না অন্যায়।

ব্রুটাস্। অন্ধ তুমি রোম।
দৃষ্টি তব সীমাবদ্ধ স্বার্থ অন্বেষণে।
একদিনে হায়!
শত বরষের গ্লানি কভু মুছে নাহি যায়।
শত বর্ষ ধরে,
পদানত রহিয়া রাজার,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ বিনিময়ে

উপেক্ষা করেছ তুমি বৃহতেরে।
লুণ্ঠিত হয়েছে দেশ,
কিন্তু তুমি দেশবাসী তুর্ব্বলেরে করিয়া লুণ্ঠন
আশ্রয় করেছ লাভ রাজদণ্ড ছায়াতলে।
শত বর্ষ ধরে তুর্নীতিরে করিয়া আশ্রয়
ভেবেছ লুণ্ঠন ধর্ম্ম প্রবলের।
তাই আজ অস্ত্রবলে হ'য়ে বলীয়ান্
চলেছ বাহিরে তস্করের বেশে।
শত বর্ষ ধরে
সহ্য করেছ যারে হীনতায় দাসত্বের,
আজ তাহা ফিরায়ে চাহিছ দিতে পৃথিবীরে।
শত বর্ষ ধরে
যেই পদাঘাত গ্রহণ করেছ শিরে,
শস্ত্র বলে হ'য়ে বলীয়ান্
সেই পদাঘাত ফিরায়ে চাহিছ দিতে সর্ব্ব মানবেরে।
অন্ধ তুমি রোম।
কাহারে করিবে তুমি জয়?
ভুলে কি গিয়েছ তুমি,
তাহারও দেহে রক্ত মাংস আছে,
আছে হিংসা, আছে দ্বেষ, আছে ক্রোধ,
আছে ঘৃণা!
তাহারো হৃদয়ে আছে অভিমান,

অন্তরে তাহারো জ্বলে হিংসা অগ্নি দুর্ণিবার,
যেমন জ্বলিয়াছিল ব্রুটাসের প্রাণে,
বহিয়া চরণে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দাসত্বের।
রোম! তুমি দৃষ্টিহীন।
এমন কি আছে কেহ দীনহীন,
স্বাধীনতা হীনতায়,
জীবন লভিতে চায়?
নাহি, নাহি।
লোকালয়ে নাহি নর,
অরণ্যেতে জন্তু নাহি এত হীন।
রোম নাগরিক!
দর্পিত সেনানী যবে মথিয়া চলিবে পথ,
প্রতি জনপদে রুধিবে তোমারে
ব্রুটাসের সম বীর।
আরে অন্ধ নাগরিক!
আমি সীমাহীন, মৃত্যুহীন।
নিশ্বাসে আমার লভিবে জনম শত শত বীর
যখনি যেখানে লাঞ্ছনা দেখিব দুর্ব্বলের
আবার আসিব ফিরে,
পুনঃ পুনঃ লভিব জীবন হিংসানলে।
দীর্ঘশ্বাসে মোর শুষ্ক হবে বনভূমি,
ধ্বংস হবে নগর প্রাচীর।

তারপর একদিন,
ভস্ম হ'য়ে গর্ব্ব তোর মিশিবে ধূলায়।
হানো অস্ত্র বক্ষে মোর,
কেবা আছ দিগ্বিজয়ী বীর।
আমি প্রতিনিধি দুর্ব্বলের।
পৃথিবীতে যত আছে অসভ্য বর্ব্বর
আমি তার প্রতিনিধি।
আমি প্রতিনিধি সর্ব্বমানবের।

ভ্যালেরিয়াস্। সন্তানমণ্ডল!
দিগ্বিজয়ে যদি থাকে অভিলাষ
হও অগ্রসর। ব্রুটাস্ প্রস্তুত।

সকলে নীরব।

মেসালা। মহাশয়, পরাজয় করিনু স্বীকার।
কিন্তু আছে নিবেদন এক।
টাইটাস্ মহাবীর।
বাহুবলে তার শত্রু পরাজিত।
উপযুক্ত পুরস্কার দান কর তারে।

ভ্যালেরিয়াস্। কি সে পুরস্কার?

মেসালা। মহাশয়! মণ্ডলের অধিপতি কর তারে

ভ্যালেরিয়াস্। অধিপতি? অধিপতি মাত্র দুইজন।

মেসালা। জানি আমি মহাশয়।
যোগ্যতম জনে দাও সেই পদ।

ভ্যালেরিয়াস্। সন্তান মণ্ডল !
বিধি মতে অধিপতি মাত্র তুইজন।
বৃদ্ধ আমি। বিশ্রামের আছে প্রয়োজন।
অনুমতি কর মহাশয়গণ !
ব্রুটাসের পুত্র মহাবীর।
যোগ্যতর জন কেবা আছে এনগরে ?
অনুমতি কর, বিশ্রাম করিব লাভ।
অধিপতি পদে অভিষেক কর তারে।

ব্রুটাস্ ক্ষান্ত হও নাগরিকগণ !
পদত্যাগ যদি করে বন্ধু মোর,
পদত্যাগ করিব আপনি।

জনৈক প্রতিভূ। ব্রুটাস্ ! নিজ বাহুবলে নির্ব্বাসিত করিয়া রাজারে।
স্বাধীন করেছ রোম।
পুত্রতব বাহুবলে রক্ষা করে নগর তোরণ।
তোমরা উভয়ে যোগ্যতম এনগরে।
পার্শ্বে ল'য়ে বীর পুত্রে তব
রক্ষা কর রোমের প্রাচীর।
সন্তানমণ্ডল, অনুমতি কর সবে।

ব্রুটাস্। কভু নহে। এই উচ্চাসন নহে সিংহাসন।
পিতাপুত্রে একসঙ্গে কভু না বসিবে।
রোমবাসীগণ, সাবধান করি পুনর্ব্বার !
ভৃত্যেরে দিও না জয় গান।

জানি আমি টাইটাস্ মহাবীর।
কিন্তু রণক্ষেত্রে জিনিয়া শত্রুরে
কর্ত্তব্য করেছে শুধু।
জননীর সেবা করিবার অধিকার
যোগ্য পুরস্কার সন্তানের।
যুদ্ধক্ষেত্রে তারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ করিয়া অর্পণ
পুরস্কৃত করেছে তাহারে।
শ্রেষ্ঠপদে নাহি তার জন্মগত অধিকার।
জনমতে পুত্র মোর রোম সেনাপতি,
জন্মগত অধিকারে নহে।
ভৃত্য সে রোমের,
রোম তার ভৃত্য নহে।
যোগ্যতা তাহার জনমত করিবে বিচার।
যদি জনমতে পুত্র মোর যোগ্যতম হয়,
রণক্ষেত্রে পুনর্ব্বার হবে সেনাপতি।
এই তার যোগ্য পুরস্কার।
যোগ্যতম যদি নাহি হয়, পদচ্যুত করিব তাহারে।

টাইটাস্। পিতা!

ব্রুটাস্। স্তব্ধ হও উদ্ধত সৈনিক।
নহি পিতা, নহি পুত্র আমি।
আমি শুধু রোম নাগরিক।

মেসালা। ব্রুটাস্! জনমত যদি চাহে পুত্রে তব

অধিপতি পদে,
অশোভন হবে না নিশ্চয়।

ব্রুটাস্। অবশ্য তা অশোভন।
ভবিষ্যতে অমঙ্গল হবে নগরের।
পিতা যদি হয় বলবান্
ভবিষ্যতে গুণহীন পুত্র তার ভাবিবে নিশ্চয়,
শ্রেষ্ঠপদে আছে তার জন্মগত অধিকার।
ভবিষ্যতে নাগরিক বলিবে নিশ্চয়
ব্রুটাসের বলে হ'য়ে বলীয়ান্
পুত্র তার বসেছিল উচ্চাসনে।

টাইটাস্। পিতা! সন্তানমণ্ডল স্বেচ্ছাতে তাহার
দিতে চাহে শ্রেষ্ঠপদ মোরে।
শুধু তুমি কর প্রতিরোধ।
অসম্ভব মনে হয় মোর,
পিতা হ'য়ে হিংসা কর প্রতিষ্ঠা পুত্রের?

ব্রুটাস্। আঃ রে নির্ম্মম ভগবান্!
ধ্বংস কর পৃথিবীরে।
স্বার্থ লোভে পাপ কাম্য যার
হেন নরাধম সন্তানের মৃত্যু ভাল।
আরে নীতিহীন কুলাঙ্গার!
লহ অভিশাপ ব্রুটাসের।

মেসালা। সাবধান মহাশয়!

এক পদ হ'লে অগ্রসর
বাহুবলে পরিষদ মিশাব ধূলায়।

ব্রুটাস্। আঃ রে নিষ্ঠুর সন্তান!
পরীক্ষা করিতে চাহ বাহুবল জনকের?
রোম! তুমি চক্ষু মেলি চাহ।
আরে মর্ম্মর দেবতা! তুমি জেগে ওঠ।
শক্তি দাও বৃদ্ধ ব্রুটাসেরে।
কে আছ কোথায়? অস্ত্র দাও।
অস্ত্র দাও মোরে।

টাইটাস্। পিতা! পিতা!
ক্ষম অপরাধ। অনুতপ্ত আমি। (নতজানু হইল)

ব্রুটাস্। অনুতপ্ত যদি, ক্ষমা চাহ নগরের।

টাইটাস্। নাগরিকগণ! ক্ষম অপরাধ টাইটাসের।

ভ্যালেরিয়াস্। বন্ধুবর, ক্ষমা কর পুত্রে তব।

ব্রুটাস্। দেহরক্ষীগণ! আজ্ঞা কর সৈন্যগণে,
অবিলম্বে করিবে প্রস্থান শিবিরে তাদের।
বলিও তাদের, রোমের আদেশ,
যদি কেহ পুনর্ব্বার জয়ধ্বনি করে টাইটাসের,
শাস্তি তার মৃত্যুদণ্ড।

মেসালা অস্ত্রে হাত দিল।

মেসালা!

মেসালা ভীত হইয়া অভিবাদন করিয়া সৈন্যগণসহ প্রস্থান করিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকলের প্রস্থান। ব্রুটাস্ টাইটাসের হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইল।

ব্রুটাস্। প্রিয় পুত্র মোর।
বীরত্বে তোমার গর্ব্বিত ব্রুটাস্।
প্রতিষ্ঠা তোমার হৃদয়ের কাম্য মোর।
কিন্তু আমি ঘৃণা করি স্বার্থ অন্বেষণ।

টাইটাস্। ক্ষমা কর মোরে।

ব্রুটাস্। গৃহে নিয়ে চল মোরে। বৃদ্ধ আমি।
উপযুক্ত পুত্র তুমি মোর।
অভিলাষ মনে,
বাঁচিয়া রহিব আমি সন্তানে আমার।

টাইটাস্। পিতা! ক্ষম অপরাধ।

ব্রুটাস্। হাত ধ'রে নিয়ে চল মোরে।
ব্রুটাস্ স্থবির।
বীরপুত্র তুমি তার, একান্ত সম্বল।
গৃহে নিয়ে চল মোরে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—ব্রুটাসের গৃহের অভ্যন্তরে একটি বড় হল্‌ঘর। একটি বাহিরে যাইবার
এবং একটি ভিতরে যাইবার দরজা। এক পার্শ্বে একটি ভারি
পাথরের টেবিল ও চেয়ার। ইহা ছাড়া অন্য কোন
আসবাবপত্র নাই। মধ্যস্থলে একটি রণ-
দেবতার বেদী। বেদীর মধ্যস্থলে
ধূপদানীতে ধূপ।

সময়—পরদিন সায়াহ্ন।

চিন্তিতভাবে য়্যারান্‌স্‌ ও য়্যাল্‌বিনাসের প্রবেশ।

য়্যারান্‌স্‌। য়্যাল্‌বিনাস্‌! ব্যর্থ হ'ল অভিযান।
বিশ্বাস করিতে নাহি পারি
নগরের অধিপতি এত শক্তি ধরে।
ধন রত্ন, দাস দাসী দিতে চাহি অকাতরে,
তথাপি না মিলিল সন্ধান,
সমগ্র নগরে,
হেন মানুষের,
ব্রুটাসেরে করিবে যে প্রতিরোধ;
অথবা গোপনে

সমর্পণ করিবে আমারে নগর তোরণ।
একদিনে দেবতা কি হয়েছে সকলে ?
কভু নয়।
অর্থলোভী, পদলোভী নাগরিক আছে সুনিশ্চয়
কিন্তু তারা ভয়ে মরে নিশিদিন।
য়্যাল্‌বিনাস্‌! এই ভয় নহে সাধারণ।
নগর বাহিরে জনগণ ভয় করে রাজদণ্ড।
জানি মোরা রাজদণ্ড ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত।
স্বার্থ যেথা বলবান্‌
ষড়যন্ত্র সম্ভবে সেথায়।
কিন্তু এই নগর ভিতরে
প্রতিষ্ঠিত করেছে ব্রুটাস্‌ গণরাষ্ট্র।
অপূর্ব্ব এ সৃষ্টি ব্রুটাসের।
স্বার্থ অন্বেষণ নহে শুধু অপরাধ এ নগরে,
চরিত্রের বলে ব্রুটাসের
পাপ ব'লে গণ্য তারে করিছে সকলে।
তাই রোমে পিতা করে ভয় পুত্ররে তাহার,
ভ্রাতা করে ভয় সহোদর ভ্রাতা,
বন্ধু ডরে বন্ধুরে তাহার।
দেবতার মত ভয় করে রোম ব্রুটাসেরে।
তাই প্রতি নাগরিক,
আপনার গৃহকোণে,

ভয় করে কামচর আত্মারে নিজের।
দেবতার ভয়ে নিগৃহীত করিছে আত্মারে নাগরিক
যেহেতু সম্মুখে তার,
অস্ত্র ধরি,
নিগৃহীত করিছে ব্রুটাস্ উচ্চাকাঙ্ক্ষা সন্তানের।
বিশ্বাস করিতে নারি চক্ষুরে আমার!
ব্যর্থ হ'ল। ব্যর্থ হ'ল সকল মন্ত্রণা।

সন্তর্পণে ক্যাটালিনাসের প্রবেশ।

কে? কে তুমি?

ক্যাটালিনাস্। (মুখে আঙ্গুল দিয়া সাবধান হইবার ইঙ্গিত করিয়া)
রাজদূত! আমি জানি কেন তুমি এসেছ নগরে।

য়্যারান্‌স্। আশ্চর্য্য আছে কি কিছু?
সকলেই জানে নগরে এসেছি আমি
সঙ্গে ল'য়ে সন্ধির প্রস্তাব।

ক্যাটালিনাস্। কিন্তু চক্ষু আছে যার জানে সেইজন,
নগর তোরণ চাহে টাস্কানীর দূত।

য়্যারান্‌স্। এ-এ—একি অসম্ভব কথা কহ নাগরিক?
আমি রাজদূত।
সসম্মানে রেখেছে আমারে নিজ গৃহে
অধিপতি নিজে।
বিশ্বাসঘাতক নহে রাজদূত।

ষড়যন্ত্র ধর্ম্ম নহে তার।
য়্যাল্‌বিনাস্‌! মোর মনে হয়,
সন্তানমণ্ডল সন্দেহ করিছে মোরে।
তাই তারা ভেজিয়াছে গুপ্তচর
কৌশলে লভিতে কোন গোপন সন্ধান।
দূরে যাও, দূরে যাও নাগরিক।
ষড়যন্ত্র ধর্ম্ম নহে মোর।

ক্যাটালিনাস্‌। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।
জানি আমি রাজ অনুচর চতুর প্রধান।
কিন্তু মহাশয়,
রোম নগরেও আছে কেহ কেহ সুচতুর।
রণক্ষেত্রে পেয়েছ সন্ধান অস্ত্রচালনার।
ভুলিওনা মহাশয়,
ক্ষীণ নয় রোমের সন্তান মস্তিষ্কচালনে।
হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।
কার্য্যক্ষেত্রে পাবে মোর পরিচয়।
এসেছিলে রোমে তুমি ছিদ্র অন্বেষণে।
ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে যাও প্রভুর সকাশে।
উপযুক্ত পুরস্কার অবশ্য লভিবে।
হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।
নমস্কার মহাশয়।
প্রভু মোর নগরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাগরিক।

ল'য়ে পত্র তার
আপনি যাইব আমি সম্রাটের কাছে।
নমস্কার রাজদূত।

যাইতে উদ্যত।

য়্যারান্‌স্‌। (য়্যাল্‌বিনাসের সহিত দৃষ্টিবিনিময় করিয়া।)
নাগরিক! ক্ষণেক অপেক্ষা কর।

ক্যাটালিনাস্‌। কিবা প্রয়োজন মহাশয়?
আমি ক্ষুদ্র গুপ্তচর।
তুমি রাজদূত।
ষড়যন্ত্র ধর্ম্ম নহে তব।
দুর্নীত রাজার শ্রেষ্ঠ অনুচর তুমি পরম ধার্ম্মিক।
নহ তুমি বিশ্বাস ঘাতক।
হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।

য়্যারান্‌স্‌। নাগরিক! বল তুমি কিঙ্কর কাহার।

ক্যাটালিনাস্‌। নহি আমি সামান্য কিঙ্কর।
নহি গুপ্তচর।
নহি আমি ক্ষুদ্র অনুচর।
সিংহাসনে বসিবে যখন প্রভু মোর,
আমি হব তার শ্রেষ্ঠ সেনাপতি।

য়্যারান্‌স্‌। সিংহাসন! এত শক্তিধর কে আছে নগরে,
রোম সিংহাসন কাম্য যার?
বল মোরে, প্রভু কে তোমার।

ক্যাটালিনাস্। প্রভু মোর টাইবেরিয়াস্।

য়্যারান্স্। টাইবেরিয়াস্!

ব্রুটাসের পুত্র!

ক্যাটালিনাস্। হাঁ, ব্রুটাসের পুত্র।

হীন নয় এই পুত্র তার।

তবু জানে সকলে নগরে,

স্নেহান্ধ ব্রুটাস্

প্রভুরে আমার যোগ্য বলে নাহি মানে

রণক্ষেত্রে নহে সে দুর্ব্বল।

তাহারও উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে।

যোগ্যপদ যদি নাহি দেয় রোম,

প্রভু মোর সম্রাটের হইবে সহায়।

কিন্তু আছে সর্ত্ত এক।

শুধু এক সর্ত্তে সমর্পণ করিব তোরণ।

য়্যারান্স্। কি সে সর্ত্ত?

ক্যাটালিনাস্। চুক্তিপত্রে করিবে স্বাক্ষর,

তার হাতে করিবে অর্পণ টুলিয়ারে।

য়্যারান্স্। টুলিয়া!

ক্যাটালিনাস্। হাঁ, টুলিয়া।

সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী টুলিয়ারে

দিতে হবে তার হাতে বিবাহ বন্ধনে।

য়্যারান্স্। চুক্তিপত্র! চুক্তিপত্র!

য়্যাল্‌বিনাস্‌। য়্যারান্‌স্‌! সামান্য এ নাগরিক।
বিশ্বাস করিয়া একে পড়িবে বিপদে।

য়্যারান্‌স্‌। সত্য বটে।
নাগরিক! কেবা তুমি,
কিবা তব পরিচয় নাহি জানি!
চুক্তিপত্র দিতে পারি প্রভুরে তোমার।

ক্যাটালিনাস্‌। তাও আমি জানিতাম মহাশয়।
প্রভুমোর আছে সন্নিকটে।
অচিরে আনিব তারে।
কিন্তু সাবধান!
ঘরে আছে শুধু দাসদাসী।
তবু সাবধান!
প্রস্তুত রাখিও তুমি চুক্তিপত্র।
প্রভু মোর আসিবেন পিতার সন্ধানে।
শুধু মুহূর্ত্তের তরে দেখা হবে,
যেন দৈবযোগে।

য়্যারান্‌স্‌। তাই হবে। নিয়ে এস তারে।

ক্যাটালিনাসের প্রস্থান।

য়্যাল্‌বিনাস্‌। একি অবিশ্বাস্য ষড়যন্ত্র তব?
চুক্তিপত্র কেমনে করিবে তুমি?
কিবা তব অধিকার?

য়্যারান্‌স্‌। য়্যাল্‌বিনাস্‌! রাজকার্য্যে করিওনা বাধাদান।

তুমি নহ রাজদূত।
রাজদূত আমি, তুমি মোর সহকারী।
আনো পত্র,
নিজ হাতে করিব স্বাক্ষর।
চুক্তিপত্র পত্র শুধু।
মিলে যদি নগর তোরণ
একদিনে এ-নগর মিশাব ধুলায়।
তারপর কেবা মোরে করিবে নিষেধ?
শতখণ্ডে ছিন্ন করি তারে
ধূলাসম ছড়াব আকাশে!

য়্যাল্‌বিনাস্‌। একি কথা কহ তুমি?
অঙ্গীকার করিয়া তাহারে
অস্বীকার করিবে অক্লেশে?

য়্যারানস্‌। য়্যাল্‌বিনাস্‌! তুমি রাজদ্রোহী।
ধর্ম্ম যাহা জনতার, তাহা নহে রাজধর্ম্ম!
রাজদ্রোহী এনগর।
ছলে, বলে, কৌশলে তাহার শাস্তির বিধান
ধর্ম্ম সম্রাটের।
রাজনীতি নহে নীতি জনতার।
যে কোন আচার
ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম তাহা করিবে বিচার রাজশক্তি।
রাজা নহে নীতির অধীন।

স্বৃষ্টিকর্ত্তা যিনি নিজে,
সকল বিধান হ'তে উর্দ্ধে স্থান তার।
বৃথা কালক্ষেপে নাহি প্রয়োজন।
আবশ্যক আছে এবে চুক্তিপত্র।
সুতরাং চুক্তিপত্র করিব স্বাক্ষর।
যুদ্ধশেষে যদি নাহি হয় প্রয়োজন
ছিঁড়িয়া ফেলিব তারে।
য়্যাল্‌বিনাস্‌! ইহারেই বলে রাজনীতি।
হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ।
যাও, নিয়ে এস চুক্তিপত্র।

য়্যাল্‌বিনাস্‌। যথা আজ্ঞা তব।

য়্যাল্‌বিনাসের প্রস্থান এবং কিয়ৎকাল পরে চুক্তিপত্র এবং কালি-কলম লইয়া পুনঃ প্রবেশ।

য়্যারান্‌স্‌ টেবিলে বসিয়া লিখিল। এমন সময় সন্তর্পণে ইতস্ততঃ তাকাইতে তাকাইতে ক্যাটালিনাস্‌ ও টাইবেরিয়াসের প্রবেশ।

টাইবেরিয়াস্‌। রাজদূত! চুক্তিপত্র করেছ স্বাক্ষর?

য়্যারান্‌স্‌। হাঁ। করেছি স্বাক্ষর।
প্রতিজ্ঞা আমার,
প্রাণ দিয়ে অঙ্গীকার করিব পালন।

টাইবেরিয়াস্‌ চুক্তিপত্র লইয়া জামার অভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিল।

টাইবেরিয়াস্‌। সম্রাটেরে পাঠাও সংবাদ।
কাল রজনীতে,

দ্বিপ্রহরে,

নগর তোরণ খুলে দিব নিজ হাতে।

য়্যারান্‌স্। সৈন্যসহ নগর তোরণে

প্রভু মোর রহিবে প্রস্তুত।

টাইবেরিয়াস্! লহ নমস্কার টাস্কানীর।

সন্দেহের নাহি কোন অবকাশ,

ভবিষ্যতে রোমের সম্রাট্ টাইবেরিয়াস্।

তাহাকে অভিবাদন করিল।

টাইবেরিয়াস্। না, না, না।

এখনও বিঘ্ন আছে কত।

নমস্কার!

মনে রেখো।

কাল রজনীতে,

দ্বিপ্রহরে।

সন্তর্পণে টাইবেরিয়াস্ ও ক্যাটালিনাসের প্রস্থান।

য়্যারান্‌স্। য়্যাল্‌বিনাস্! অবিলম্বে যাও তুমি নগর বাহিরে।

প্রাণ তব যায় কিংবা থাকে,

সম্রাটেরে পাঠাবে সংবাদ।

কাল রজনীতে,

দ্বিপ্রহরে,

লক্ষ সেনা ল'য়ে করে যেন আক্রমণ।

উন্মুক্ত করেছি আমি নগর তোরণ।

শুধু আছে এক ভয়।
টাইবেরিয়াস্ বীর বটে,
কিন্তু যোগ্যতা তাহার কতদূর
সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে মনে।
তবু—

সন্তর্পণে পত্রহস্তে জনৈক নাগরিকের প্রবেশ।

কে? কে তুমি?

নাগরিক। মেসালার ভৃত্য আমি।
পত্র দিতে পেয়েছি নির্দ্দেশ।

পত্র দিয়া দ্রুত প্রস্থান।

য়্যারান্স্। (পত্র পড়িয়া)
একি?
য়্যাল্বিনাস্! অবিশ্বাস করিছে নয়ন।
কিন্তু যদি সত্য হয়,
রোমের পতন অনিবার্য্য এইবার।

য়্যাল্বিনাস্। কি সংবাদ লিখেছে মেসালা?

য়্যারান্স্। মেসালা লিখেছে,
প্রিয় বন্ধু তার সৈনিক প্রধান নগরের।
তার পক্ষ হ'তে আছে কথা মোর সাথে।
য়্যাল্বিনাস্! কে না জানে
টাইটাস্ প্রিয় বন্ধু মেসালার?
টাইটাস্!

অসম্ভব মনে হয় মোর।
কিন্তু যদি সত্য হয়,
বিনা যুদ্ধে টার্কুইন্ হইবে সম্রাট্।
সার্থক মন্ত্রণা মোর।
এতদিনে পেয়েছি সন্ধান।
ভস্ম হবে রোম।
ব্রুটাসের দর্প চূর্ণ হবে।

য়্যাল্‌বিনাস্। কিন্তু বন্ধু, দেবতার মত পবিত্র যে জন,
গুপ্ত মন্ত্রণাতে নিধন তাহার
মনে হয়, অতি হীন অপরাধ।

য়্যারান্‌স্। বন্ধুবর! দেবতার মত শ্রেষ্ঠ যেই জন,
সম্মুখ সমরে অসম্ভব নিধন তাহার।
সুতরাং ছলে কিংবা কৌশলে তাহারে
বিনাশ করিতে হবে।
আমরা অসুর।
সুরাসুরে বিরোধিতা চিরকাল।
দেবতার স্থান নহে পৃথিবীতে।
উচ্চতর স্থান আছে তাহাদের তরে।
রক্তমাংসে সৃষ্ট মোরা নহি মৃত্যুহীন।
তাই চতুর্দ্দিকে আমাদের
নিশিদিন দণ্ড হাতে ঘুরিতেছে মৃত্যুচর।
কৃপা কি করেছে তারা পৃথিবীরে?

প্রকৃতির রুদ্রনৃত্যে ধ্বংস যবে হয় জনপদ,
প্লাবনে ডুবিয়া মরে নরনারী,
অনাহারে তৃণসম শুষ্ক হয়ে যায় দেহ মানবের,
ভূমিকম্পে ছারখার হয় দিগ্বিদিক্,
অগ্নিপাতে ছাই হ'য়ে যায় সমৃদ্ধ নগর,
দেবতা তখন স্বর্গে বসি অট্টহাসি হাসে।
মুমূর্ষু মানব উর্দ্ধে তুলি হাত
দয়া চাহি ভিক্ষা যদি মাগে,
শিরে করি বজ্রাঘাত করে পরিহাস।
বিধানের কঠিন নিয়মে বাঁধা দেবতা সকল
নির্ম্মম, কঠোব।
তাহাদের সাথে করি রণ
মানুষেরে বাঁচিয়া থাকিতে হবে।
যদি কেহ ভুলাতে মোদের আসে ধরণীতে,
ছলে কিংবা বলে তারে করিব নিধন।
দেহ নাহি যার,
বিধান তাহার নহে যোগ্য পৃথিবীতে।
দেহ নাহি যার, কামনা দহেনা তারে।
বিধান তাহার কেমনে মানিবে সেইজন
অহর্নিশি দংশে যারে কামনার বিষ ?
হিংসা—ধর্ম্ম জীবিতের।
তাই শত্রুরে করিয়া নত ছলে কিংবা বলে

অগ্রে চলা ধর্ম্ম মানবের।
দেবতার অবতার বলে সবে ব্রুটাসেরে।
জন্মমৃত্যু তুল্য তার কাছে।
পাষাণ হৃদয় দেবতারে
পাষাণে গড়িয়া মোরা রাখিব মন্দিরে।
অমর করিব তারে,
পুষ্পাঞ্জলি দিব তারে যুক্ত করে,
দূর হ'তে করিব প্রণাম।
কিন্তু যদি আসে সন্নিকটে,
ছলে কিংবা বলে তারে অবশ্য মারিব।
হেঁ—হেঁ—হেঁ—হেঁ।
চল কক্ষে। গুপ্তভাবে মন্ত্রণা করিব।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(ক্রোধান্বিত ভাবে টাইটাস্ এবং সঙ্গে সঙ্গে মেসালার প্রবেশ)

টাইটাস্। সত্য কহ তুমি।
বিশ্বাস করিনা আমি,
পিতা মোর এত দয়াহীন সন্তানে তাহার।
বাহুবলে করিয়াছি রক্ষা এ নগর।
চাহি পুরস্কার
লাঞ্ছিত হয়েছি আমি সন্তানমণ্ডলে।
কেবা আছে আমা হ'তে যোগ্যতর জন?
আকাঙ্ক্ষা আমার করেছে নির্ম্মূল পিতা নিজে।

দিগ্বিজয়ে শক্তি আছে যার,
হেন পুত্রে দিতে করে অস্বীকার তুচ্ছ পুরস্কার !
অসহ্য এ অপমান নতশিরে করেছি গ্রহণ।
কিন্তু আজ শুনি,
পিতা-মোর টুলিয়ারে পাঠাবেন সম্রাটের কাছে।
থাকিতে জীবন,
এই অবিচার সহ্য নাহি হবে।
টুলিয়া আমার।
বিহনে তাহার ব্যর্থ হবে আমার জীবন।
কামনা আমার ছিল,
অসি হস্তে দিগ্বিদিক্ করিব বিজয় ;
যেথা আছে যত সিংহাসন
অধিকারী তাহাদের হবে নতশির সম্মুখে আমার,
সৈন্যদল মোর জয়োল্লাসে মেরুপ্রান্তে ছুটিয়া চলিবে।
টাইটাস্ নহে সাধারণ।
সাধারণ নহে রোম।
সম্মুখ সমরে মোরা কৃতান্তকে নাহি ডরি।
কিন্তু পিতা মোর
ভ্রূকুটিতে তার নিষিদ্ধ করিয়া দিগ্বিজয়
নির্ব্বাসিত করেছে আমারে কর্ম্মক্ষেত্র হতে।
একমাত্র আশার আলোক ছিল টুলিয়ার স্নেহ।
বাহুপাশে তার,

কর্ম্মহীন আমার জীবন

ডুবিয়া থাকিত সুখে বিস্মৃতির জলে।

কিন্তু পিতা মোরে বঞ্চিত করিতে চাহে

এই মোর জন্মগত অধিকার হ'তে।

কিবা যুক্তি তার? কিবা হেতু? কিবা অধিকার?

তুচ্ছ এক রাজদূত অপবাদ করেছে রোমের।

বিজিত যে,

অপবাদে তার কিবা ক্ষতি, কিবা অপযশ?

দ্বন্দযুদ্ধে বধিয়া তাহারে দিতে পারি শাস্তি

সমুচিত!

সামান্য এ অপবাদ নগরের

সহ্য নাহি হয় ব্রুটাসের।

কিন্তু পিতা মোর ভেবেছে কি একবার

পুত্র তার কেমনে সহিবে এই বিরহ বেদনা?

মেসালা! সৈন্যবল রয়েছে আমার।

টুলিয়ারে মুক্তি দিক্ রোম।

বাহুবলে পুনর্ব্বার ছিনিয়া আনিব তারে।

পিতা যদি দেন নির্ব্বাসন,

প্রতিজ্ঞা আমার,

বাহুবলে জয় করি অন্য জনপদ,

প্রতিষ্ঠা করিব আমি নতুন নগর।

মেসালা! অচিরে প্রস্তুত কর সৈন্যদল।

মেসালা। স্থির হ'য়ে কথা শোন মোর।
জানি আমি,
উত্তেজনা স্বাভাবিক টাইটাসের মনে।
পুনঃ পুনঃ বলেছি তোমারে
পিতা তব নহে সাধারণ।
মনে রেখো, এই নগরের সেনাপতি তুমি
আদেশে তাহার।
যদি হয় প্রয়োজন,
কোন দ্বিধা নাহি করি
পদচ্যুত করিবে তোমারে।
জানি আমি, সৈন্যদল অনুগত আমাদের।
কিন্তু ভ্রূকুটিতে ব্রুটাসের
সাহস তাদের বাস্পসম উড়িবে আকাশে।

টাইটাস্। কহ তবে, কি করিব আমি?
এই অবিচার কেমনে সহিব?

মেসালা। বলিয়াছি বহুবার।
বলি পুনর্ব্বার।
সেনাপতি টাইটাস্ ভৃত্য নগরের।
কিন্তু সম্রাট্ টাইটাস্ নগরের ভৃত্য নহে।
বালবৃদ্ধ নগরের ভৃত্য সম্রাটের।

টাইটাস্। মেসালা!
যদি কহ পুনর্ব্বার,

নিজ হাতে বধিব তোমারে।
পিতা মোর পুত্রে করে অবিচার।
কিন্তু তবু গর্ব্বিত টাইটাস্,
ব্রুটাসের পুত্র আমি।
বলি পুনর্ব্বার,
রাজদণ্ড অস্পৃশ্য আমার।
মোর মনে হয়,
নহ তুমি বন্ধু মোর।
সন্দেহ আসিছে মনে,
বিশ্বাসঘাতক তুমি রাজ অনুচর।

মেসালা। হাঁ, আমি রাজ অনুচর।

টাইটাস্। বিশ্বাস ঘাতক!

মেসালা। কর বধ।
কিন্তু মনে রেখো,
ভৃত্য নাহি আমি বিদেশী রাজার।
অনুচর আমি চিরকাল,
যদি বন্ধু মোর টাইটাস্ বসে সিংহাসনে

টাইটাস্। আঃ। ছদ্মবেশে তুমি কোন যাদুকর।
পুনঃ পুনঃ দিয়েছি ফিরায়ে,
পুনঃ পুনঃ তবু সম্মুখে আনিছ পাত্র?
অমৃত কি?
অথবা গরল, বুদ্ধি নাহি হয়।

মুক্তি দাও মোরে।
সহ্য নাহি হয় সংশয় অন্তরের।
তুমি পাপ।
অপবিত্র নিশ্বাস তোমার।
ব্রুটাসের পুত্র আমি।
দিগ্বিজয়ে নহি অধিকারী,
সিংহাসনে নহি অধিকারী।
জন্মাবধি শিখায়েছে পিতা মোরে,
নগরেতে আছে যত দীনহীন
তাহারাও তুল্য মোর।
কিন্তু আজ ঘিরিয়া ধরেছে মোরে মায়াজাল।
মুক্তি দাও। তুমি মোরে মুক্তি দাও।

মেসালা। মুক্তি চাহ অন্তরের কাছে।
সিংহাসন ছাড়া ভিন্ন পথ অন্য কিছু নাহি।
টুলিয়ার স্নেহ কাম্য যদি
এখনো সময় আছে।
দাও অনুমতি,
গৃহে গৃহে করিব প্রচার
নগরের শ্রেষ্ঠ বীর রোমের সম্রাট্।
এখনো ভুলাতে পারি জনতারে।
বিদিত নগরে,
পরাজিত করিয়াছ তুমি টাস্কানীরে রণভূমে।

অনুমতি দাও মোরে,
করিব প্রচার,
টাস্কানীর রাজকোষ করিয়াছ দান সকলেরে
বালবৃদ্ধ হেন কেহ নাই,
করিবেনা জয়ধ্বনি টাইটাসের।
অর্থলোভে উন্মত্ত জনতা নগরের
আপনি করিবে দান সিংহাসন।
অনুরোধ রাখ মোর,
দাও অনুমতি।

টাইটাস্। না, না। দূর হ'য়ে যাও।
রাষ্ট্রদ্রোহী তুমি।
তুমি দেশদ্রোহী।

মেসালা। আমি নহি দেশদ্রোহী।
বিশ্বাস আমার,
রাজাহীন এই রোম
কর্ণধারহীন নৌকাসম ডুবিবে সলিলে।
ব্রুটাস্ সকলে নহে।
হ'লে মৃত্যু তার,
শত নাগরিক শতছিন্ন করিবে নগর।
জন্মভূমি পুনরায় হবে পরাধীন।
বিশ্বাস আমার,
সিংহাসন একমাত্র ভরসা তাহার।

পরাজিত করেছি আমরা সম্রাটেরে।
রাজ্য বিস্তারের অপূর্ব্ব সুযোগ করিছে ইঙ্গিত।
দাও অনুমতি,
এখনো সময় আছে।

টাইটাস্। না, না। ছদ্মবেশে তুমি শত্রু মোর।
সঙ্গ তব করি পরিহার
আত্মরক্ষা করিব আপনি।

প্রস্থান।

মেসালা। অন্য কোন পন্থা নাহি।
যে কোন উপায়ে
গণরাষ্ট্র করিব নির্ম্মূল।
নিরক্ষর জনতার কাছে
স্বাধীকার দিতে হবে বিসর্জ্জন ?
অসহ্য এ অবিচার।
দীনহীন নাগরিক তুল্য নহে মোর।
অযোগ্য তাহারা।
যোগ্যতার পুরস্কার দিতে হবে তাহাদের।
যদি নাহি মানে আবেদন
শাস্তি দিব তারে, কেড়ে লব নিজ অধিকার।
লুপ্ত হ'লে সিংহাসন
দুর্ব্বিনীত নাগরিক করিবে বিচার,
অধিকার তার তুল্য আমাদের।

সাম্যবাদ করিয়া প্রচার
সর্ব্বনাশ করেছে ব্রুটাস্।
সুতরাং নিধন তাহার কাম্য নগরের।
অন্য পন্থা নাহি থাকে যদি
লিপ্ত হব ষড়যন্ত্রে।
ষড়যন্ত্র!
বিষে করি বিষক্ষয়
রক্ষা আমি করিব নগর।
স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করিব।
জন্মভূমি রোম!
রাজেশ্বরী করিব তোমারে।
ব্রুটাস্ চাহিছে দিতে গৈরিক বসন।
সে কি সাজে জননীর দেহে?
রোমের সন্তান মোরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি
সাম্রাজ্য করিব জয়।
করিয়া লুণ্ঠন ধনরত্ন পৃথিবীর
আনিব নগরে।
সমৃদ্ধ করিব তারে।
রোম! বাহুবলে আমাদের
পৃথিবীর রাজধানী করিব তোমারে।
(ব্রুটাস্ ও ভ্যালেরিয়াসের প্রবেশ)

ব্রুটাস্। অসম্ভব, অসম্ভব।

কালক্ষেপে হবে সর্ব্বনাশ।
অবিলম্বে চ'লে যাবে সম্রাট্ নন্দিনী।
মেসালা!

মেসালা। আজ্ঞা কর অধিপতি।

ব্রুটাস্। ক্ষণেক অপেক্ষা কর। কোথা পুত্র মোর?

মেসালা। নাহি অনুমান মহাশয়।
আমি ও দর্শন চাহি টাইটাসের।

ব্রুটাস্। জানি আমি, অন্তরঙ্গ বন্ধু তুমি তার।
বৃদ্ধ পিতা আমি।
অভিমান হয়েছে তাহার,
করিয়াছি বাধাদান দিতে পুরস্কার।
টাইটাস্ মহাবীর।
গর্ব্বিত সকলে মোরা।
গর্ব্বিত জননী রোম,
জল মৃত্তিকাতে যার জন্ম তার।
সৈনিক প্রধান পুত্র মোর।
রণক্ষেত্রে কর্ম্মক্ষেত্র তার।

মেসালা। সেই ক্ষেত্র হ'তে দিলে তারে নির্ব্বাসন
নিষিদ্ধ করিয়া দিগ্বিজয়।

ব্রুটাস্। মেসালা! দুর্ব্বল পীড়ন হেতু
অস্ত্রধরা বীরধর্ম্ম নয়।
রাজ্যলোভে অস্ত্রাঘাত দস্যুবৃত্তি।

ধর্ম্মযুদ্ধ যদি কাম্য তার,
দুর্ব্বলের প্রতি যেথা অত্যাচার
সেথা তার কর্ম্মক্ষেত্র।
স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করে না কর্ম্মবীর।
বীর যেই জন,
অকাতরে প্রাণ করে দান
প্রতিষ্ঠা করিতে অধিকার দুর্ব্বলের।
বলিও তাহারে,
ধর্ম্মপথে অগ্রগতি তার
হৃদয়ের কাম্য মোর।
রণক্ষেত্রে কর্ম্ম ক্লান্ত হ'লে পুত্র মোর
যোগ্যপদ অবশ্য লভিবে সন্তানমণ্ডলে।

মেসালা। যথা আজ্ঞা মহাশয়। বলিব তাহারে।

প্রস্থান

ব্রুটাস্। ভ্যালেরিয়াস্! সংবাদ এনেছে গুপ্তচর,
এই রাজদূত প্রলোভন করিছে বিস্তার।
দুই পুত্র মোর।
রাজদূত শুনিয়াছে কাণে,
এক পুত্র মোর হিংসা করে অপরেরে।
কেহ নহে হীন।
উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক যৌবনের।
জানি আমি,

মোর রক্তে জন্ম যার
সে কভু করে না লোভ রাজসিংহাসন
নিজ হাতে যারে আমি করেছি নির্ম্মল।
তবু ভয় হয়।
ভ্যালেরিয়াস্! আশা ছিল মনে
শুধু দুটো দিন টুলিয়ারে ধরিতে হৃদয়ে।
কিন্তু আর নয়।
দুর্ব্বলতা সাজে না ব্রুটাসে।
কাল দ্বিপ্রহরে যেতে হবে তারে।
দূরে চলে যাক্ চিরতরে।
শূন্য হবে গৃহ মোর।
তবু তারে যেতে হবে।
কাল দ্বিপ্রহরে
নগরের স্বার্থে তারে করিব বিদায়।

ভ্যালেরিয়াস্। শুধু দুটো দিনে কিবা আসে যায়?
অরক্ষিত নহে এ নগর।
পুত্র তব দেশভক্ত বীর,
কেন বৃথা ভয় কর রাজদূতে?

ব্রুটাস্। না না, ভ্যালেরিয়াস্।
কালক্ষেপে হ'তে পারে সমূহ বিপদ।
কাল তাকে যেতে হবে।
সেনাপতিগণে করিও নির্দ্দেশ,

মোর দেহরক্ষী সৈন্যদল নিয়ে যাবে তারে।
কিন্তু যেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহস্র সৈনিক
হয় অনুগামী।
কোন ত্রুটি যেন নাহি হয়।
করিও নির্দ্দেশ,
যেন সম্রাটের নিজহাতে
টুলিয়ারে করে সমর্পণ।
চল সভাগৃহে।
না, না, ক্ষণেক অপেক্ষা কর।

ব্রুটাস্ হাততালি দিল। জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ।

ব্রুটাস। য়্যাণ্টনী! কন্যা মোর আছে তো কুশলে?
ভৃত্য। হাঁ প্রভু, রাজকন্যা আছেন কুশলে।
ব্রুটাস্। কোথা তিনি?
ভৃত্য। এই মাত্র দেখিয়াছি কক্ষে তারে।
ব্রুটাস্। মুহূর্ত্ত অপেক্ষা কর বন্ধুবর।
এখনি আসিব ফিরে।

অন্দরের দরজার কাছে যাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

না, না, বৃথা কেন অনুরাগ?
ব্রুটাস্! তোমার হৃদয় নাহি।
হৃদয় তোমার ভগবান্ গড়েছিল কঠিন পাষাণে
কাহারও স্নেহ মমতায় নাহি তব অধিকার।

একজনে দিয়ে প্রেম কোন্ অকিঞ্চনে বঞ্চিত
করিব ?
ভ্যালেরিয়াস্ ! পৃথিবীর দুঃখ দীনতায়
জমাট্ বাঁধিয়া গেছে হৃদয় শোণিত।
নিষ্পন্দ হৃদয় মোর।
কিন্তু তার অন্তস্তলে অবরুদ্ধ বেদনা চেতন
ফাটিয়া ছড়াতে চায় সমস্ত গগন।
ব্রুটাস্ নিষ্ঠুর।
কঠিন পাথরে গড়া হৃদয় তাহার।
স্নেহ মমতায় কোন অধিকার নাহি তার।
চল সভাগৃহে।

উভয়ের প্রস্থান এবং অল্প পরে মেসালা, য়্যারান্‌স্
এবং য়্যাল্‌বিনাসের প্রবেশ।

য়্যারান্‌স্। ব্যর্থ তবে সকল মন্ত্রণা ?

মেসালা। আপাততঃ তাই মনে হয়।
কিন্তু আছে পন্থা এক।
ব্রুটাসের পুত্র নহে হীন, নহে সে দুর্ব্বল।
কিন্তু কামজ্বরে জর্জ্জরিত যেই জন
মদনের শর তারে করিবে বিকল।

য়্যারান্‌স্। মদনের শর !
স্পষ্ট করি কহ বন্ধু,
সম্যক্ বুঝিতে নারি।

মেসালা। শুন তবে।
বন্ধু মোর ভালবাসে টুলিয়ারে।
আর কেহ নাহি জানে।
কিন্তু জানি আমি,
বন্ধু মোর দিতে পারে বিসর্জ্জন সিংহাসন।
কিন্তু টুলিয়ারে ত্যাগ করা সাধ্য নাহি তার।
রাজকন্যা যদি করে অনুরোধ,
না, না, শুধু অনুরোধ নয়,
আমি জানি রাজকন্যা ভালবাসে তারে।
বন্ধুরে আমার
বাহুপাশে বাঁধি যদি করেন আদেশ,
উচ্চশির টাইটাসের আপনি লুটাবে বুকে।

য়্যারান্‌স। কিন্তু এ যে অসম্ভব।
গর্ব্বিত সম্রাট্‌
টাইটাসেরে কভু না করিবে কন্যা দান।

মেসালা। যদি তাই হয়, বলিও তাহারে,
শৃঙ্খলিত করিয়া তাহারে পশুর সমান
অবিলম্বে আনিব নগরে।
গর্ব্বিত সম্রাট্‌
রাজপথে টাইটাসের পাদুকা বহিবে শিরে।
এই মোর শেষ নিবেদন।

প্রস্থান

য়্যারান্‌স্। অসম্ভব ঔদ্ধত্য রোমের।
য়্যালবিনাস্। এখনো কি আছে মনে
সন্দেহের অবকাশ ?
গণতন্ত্রে আস্থা নাহি নগরের।
সম্রাটেরে নির্ব্বাসিত করি
প্রতি ক্ষুদ্র নাগরিক হয়েছে সম্রাট্।
সমূলে বিনাশ যদি নাহি করি,
সমষ্টির অত্যাচারে কাঁদিবে মেদিনী।
যেমনেই হোক্, অধিকার করিব নগর।
হারি কিংবা জিতি,
ভবিষ্যতে দেখিবে সকলে।
কিন্তু আমি নিরুপায়,
কেমনে বুঝাব আমি টুলিয়ারে ?

প্রোকিওলাসের প্রবেশ। তাহার দুই পার্শ্বে দুইজন দেহরক্ষী।

প্রোকিওলাস্। রাজদূত! আমি প্রোকিওলাস্।
নগরপালক আমি এই নগরের।
সংবাদ পেয়েছি আমি,
নীতির বিধান করিয়া লঙ্ঘন
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছ তুমি।
য়্যারান্‌স্। প্রোকিওলাস্! মিথ্যা এই অপবাদ।
প্রোকিওলাস্। কভু মিথ্যা নয়।
প্রমাণ পেয়েছি আমি।

সসম্মানে রেখেছে তোমারে অধিপতি নিজে,
কিন্তু তুমি বিশ্বাসঘাতক।
জান তুমি কি শাস্তি ইহার?

য়্যারান্‌স্। শাস্তি!

প্রোকিওলাস্। হাঁ শাস্তি।
এই অপরাধে এ নগরে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

য়্যারান্‌স্। মৃত্যুদণ্ড!
কিন্তু আমি রাজদূত।
রাজদূত কভু বধ্য নাহি হয়।

প্রোকিওলাস্। বিশ্বাসঘাতক রাজদূত বধ্য সকলের।
কিন্তু রাজদূত, জানি মোরা,
বর্ব্বর টাস্কান্‌ ভদ্ররীতি নাহি জানে।
সুতরাং মৃত্যুদণ্ড নাহি দিব।
শুন তুমি রোমের আদেশ।
কাল দ্বিপ্রহরে,
সঙ্গে ল'য়ে রাজকন্যা টুলিয়ারে
নগর বাহিরে তুমি করিবে প্রস্থান।

য়্যারান্‌স্। কাল যেতে হবে?

প্রোকিওলাস্। হাঁ কাল। বেলা দ্বিপ্রহরে।
একদণ্ড বিলম্ব করিলে মৃত্যুদণ্ড লভিবে নিশ্চয়।
আমার আদেশ। রোমের আদেশ।

রক্ষীসহ প্রস্থান।

য়্যারান্‌স্। য়্যাল্‌বিনাস্! ব্যর্থ হ'ল সকল মন্ত্রণা।

য়্যাল্‌বিনাস্। কেন বন্ধু?
কাল রজনীতে মুক্ত হবে নগর তোরণ।
ব্রুটাসের অন্য পুত্রে টুলিয়ারে করেছ অর্পণ
চুক্তিপত্রে নিজ হাতে করিয়া স্বাক্ষর।
যদি হয় প্রয়োজন,
পুনরায় কর সমর্পণ টাইটাসের হাতে।
চুক্তিপত্র পত্র শুধু।
ছিঁড়িয়া ফেলিও তারে যুদ্ধশেষে।

য়্যারান্‌স্। কিন্তু এ যে অসম্ভব।
টাইটাস্ শুনিবে না মন্ত্রণা আমার।
রাজকন্যা যদি করে প্রেম নিবেদন
তখনি সম্ভব হবে,
নতুবা বিফল ষড়যন্ত্র মোর।
টার্কুইন্ একবার টুলিয়ারে করেছে নিষেধ
অনুমতি যদি নাহি দেয় সম্রাট্ স্বয়ং
টুলিয়া কেমনে করে প্রেম নিবেদন?
সময় সংক্ষেপ অতি।
কাল দ্বিপ্রহরে নগর ছাড়িতে হবে।
এত অল্প অবসরে
সম্রাটের পত্র আমি কেমনে আনিব?

য়্যাল্‌বিনাস্‌। কেন বন্ধু ? রাজনীতি নহে অমুদার।
শাস্ত্রমতে জালপত্র অবশ্য নিষেধ নহে।

য়্যারান্‌স্‌। জালপত্র !
ঠিক বলিয়াছ বন্ধু মোর।
জালপত্র করিব রচনা।
আনো পত্র। বিলম্ব সহেনা মোর।

য়্যাল্‌বিনাসের প্রস্থান এবং কালিকলম ও পত্র লইয়া
পুনঃ প্রবেশ। য়্যারান্‌স্‌ তাড়াতাড়ি
জালপত্র লিখিল।

য়্যারান্‌স্‌। আজ রাতে নয়।
সন্দেহ করিবে কেহ।
কালপ্রাতে এই পত্র দিবে টুলিয়ারে।
এখনও হইনি নিরাশ।
কালপ্রাতে টাইটাসের পাব পরিচয়।
সাবধান !
হইলে প্রকাশ,
এই পত্র মৃত্যুদণ্ড আনিবে নিশ্চয়।
সাবধান !

প্রস্থান।

য়্যাল্‌বিনাস্‌। হায় রাজনীতি !
নীতিহীন নীতি তুমি দুষ্টা সরস্বতী।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—টুলিয়ার কক্ষ

সময়—পরদিন প্রাতে

টুলিয়া । য়্যাল্‌গিনা !
আজ দ্বিপ্রহরে যেতে হবে নগর বাহিরে।
বোধ নাহি হয়,
কেন পিতা রুষ্ট এত টুলিয়ার প্রতি।
চিরতরে হইবে বিচ্ছেদ।
শুধু দুটোদিন সহিলনা মোরে ?

য়্যাল্‌গিনা । কেন বৃথা কর শোক ?
দূর কভু হয় না আপন।
দুদিনের পরিচয়।
বুদ্‌বুদের মত মিশিয়া যাইবে জলে।

টুলিয়া । কিন্তু টাইটাস্‌ ?

য়্যাল্‌গিনা । বিধির বিধান হবে মেনে নিতে।
সম্রাটের অনুমতি ছাড়া অসম্ভব বিবাহ বন্ধন।

টুলিয়া । ছেড়ে যাব তারে চিরতরে ?

য়্যাল্‌গিনা। কেন বৃথা কর শোক ?
ভুলে কেন যাও,
তুমি সম্রাজ্ঞী রোমের ?
সিংহাসন নহে সাধারণ।
দেবতা দিয়েছে অধিকার।
পৃথিবীতে তুমি দেবতার প্রতিনিধি।
পিতা ব'লে সম্ভাষণ কর যারে
সে যে রাজদ্রোহী।
রাজদ্রোহী পুত্র তার।
রাজদ্রোহী এ নগর
দেবদত্ত অধিকার নাহি মানে।
সুতরাং তারা ধর্ম্মদ্রোহী, দেবদ্রোহী।
তাহাদের শাস্তির বিধান শ্রেষ্ঠধর্ম্ম তব।
উপেক্ষা করিলে তারে
শুধু পিতৃদ্রোহী নহে,
ধর্ম্মদ্রোহী বলিবে সকলে।

টুলিয়া। য়্যাল্‌গিনা ! পিতৃদ্রোহী নহি আমি।
মঙ্গল চাহিয়া তাঁর প্রাণ দিতে পারি।
কিন্তু হৃদয় আমার চাহে টাইটাসেরে।
বিরহে তাহার তুচ্ছ মনে হয় সিংহাসন।

য়্যাল্‌গিনা। বেশ ! তবে তাই কর।
হ'য়ে নাগরিক এই নগরের

গৃহকোণে থাকো বধূ হ'য়ে।
রাজধর্ম্ম যাক্ রসাতলে।

টুলিয়া। পরিহাস ক'রোনা আমারে।
সম্রাটের কন্যা আমি,
ভুলি নাই কর্ত্তব্য আমার।
কিন্তু ছিল সাধ অন্তরের
টাইটাস্ বসিবে পাশে সিংহাসনে।

পত্র হস্তে জনৈক পরিচারিকার প্রবেশ।

কে লিখেছে, কার পত্র?

পরিচারিকা। রাজদূত দিল পত্র মোরে।
বলিল, ইহাতে আছে গোপন্ সংবাদ।

প্রস্থান।

টুলিয়া। গোপন সংবাদ! দেখি, দেখি।

(পত্র পড়িল)

য়্যাল্গিনা! অসম্ভব মনে হয় মোর।
এত দিনে পিতা মোরে করেছে স্মরণ।
হাঁ হাঁ। হস্ত লেখা তার।
কিন্তু এযে অবিশ্বাস করিছে নয়ন।
লিখেছেন মোরে
টাইটাসেরে পুত্ররূপে করিয়া স্বীকার।

য়্যাল্গিনা। অসম্ভব মনে হয় মোর।
ষড়যন্ত্র আছে সুনিশ্চয়।

টুলিয়া। না, না, কে করিবে ষড়যন্ত্র ?
হস্ত লেখা সম্রাটের।
লিখেছেন মোরে,
যেই হস্ত নির্ব্বাসিত করেছে তাহারে,
সেই হস্ত ফিরায়ে আনিতে পারে।
লিখেছেন, তার গোপন মনের সাধ
ছিল বহুদিন,
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর টাইটাসেরে
পুত্ররূপে করিয়া গ্রহণ
পার্শ্বে ল'য়ে সিংহাসনে বসিবে দুজনে।
য়্যাল্গিনা! এতদিনে সুপ্রসন্ন দেবতা সকল।
নিজহাতে পরাব মুকুট টাইটাসের শিরে।
দেখি, দেখি, আরো কি সংবাদ আছে।
লিখেছেন মোরে,
রোমের সম্রাট্ করে নিবেদন সন্তানের কাছে,
টাইটাসেরে করিয়া গ্রহণ
নিষ্কণ্টক করে যেন সিংহাসন।
পিতা! পিতা! ক্ষমা তুমি করেছ আমারে।
আজ্ঞা তব অবশ্য পালিব।
য়্যাল্গিনা! কোথায় টাইটাস্?
নিয়ে এস তারে!
অবিলম্বে দিব তারে সুসংবাদ।

অকাতরে দিব তারে হৃদয় আমার।
তারপর, প্রেমডোরে বাঁধিয়া তাহারে
নিয়ে যাব সম্রাটের কাছে।

য়্যাল্‌গিনা। রাজপুত্রি! ধৈর্য্য ধর ক্ষণকাল।
মোর মনে হয় এই পত্র সত্য নহে।

টুলিয়া। অসম্ভব! অসম্ভব।
আমি কি চিনিনা হস্তলেখা সম্রাটের?
সম্রাটের হস্তলেখা সুনিশ্চয়।
নিম্নে আছে স্বাক্ষর তাহার।

য়্যাল্‌গিনা। তবু তুমি ধৈর্য্য ধর ক্ষণকাল।

হাততালি দিল। পরিচারিকার প্রবেশ।

রাজদূতে কর সম্ভাষণ।
করি নমস্কার বল তারে,
সম্রাট্‌ নন্দিনী আছে প্রতীক্ষায় তার।

পরিচারিকার প্রস্থান এবং একটু পরেই য়্যারান্‌সের প্রবেশ।

য়্যারান্‌স্‌। সুপ্রভাত সম্রাট্‌কুমারি!

টুলিয়া। সুপ্রভাত দূত। কহ সত্য করি,
এই পত্র পিতা কি লিখেছে নিজে?

য়্যারান্‌স্‌। সম্রাট্‌কুমারি! পিতা তব পত্র দিয়ে মোরে
বলিলেন,
আশীর্ব্বাদ জানায়ে কন্যারে

পত্র দিও হাতে।
সম্রাট্‌কুমারি! সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে
এসেছি নগরে।
পিতা তব নিজে বলেছেন মোরে
মর্ম্ম এই লিপিকার।

টুলিয়া। জান তুমি?

য়্যারান্‌স্‌। সম্রাট্‌কুমারি! সম্রাটের প্রতিনিধি আমি।

টুলিয়া। য়্যাল্‌গিনা! আর কোন নাহি দ্বিধা মোর।
রাজদূত! শুন তবে।
আজ দ্বিপ্রহরে
টুলিয়া যখন যাবে নগর বাহিরে,
মহাবীর টাইটাস্‌ সঙ্গে যাবে তার।

য়্যারান্‌স্‌! না, না, না, রাজকুমারি।
সন্দেহ করিলে পৌরজন
ব্যর্থ হবে সব আয়োজন।
টাইটাস্‌ রহিবে নগরে।
আজ রজনীতে,
দ্বিপ্রহরে,
আক্রমণ করিব আমরা নগর তোরণ
টাইটাস্‌ বন্ধু যদি হয় সম্রাটের
বিনাযুদ্ধে, সঙ্গোপনে,
মুক্ত যেন করে নিজে নগর দুয়ার।

সঙ্গোপনে করিয়া প্রবেশ
অতর্কিতে মোরা নগর করিব অধিকার।

টুলিয়া। বেশ। তাই হবে।
নিজ কার্য্যে যাও তুমি।
য়্যাল্‌গিনা! নিয়ে এস তারে।

অভিবাদন করিয়া য়্যারান্‌সের প্রস্থান। য়্যাল্‌গিনাও প্রস্থান করিল।
কিয়ৎকাল পরে বিমর্ষভাবে টাইটাসের প্রবেশ।

টাইটাস্‌। টুলিয়া! আজ দ্বিপ্রহরে
চিরতরে চাহিব বিদায়।
কহ কি আদেশ?
দিয়ে প্রাণ করিব পালন।

টুলিয়া। টাইটাস্‌! আর নাহি চাহিব বিদায়।
আজ রজনীতে চিরতরে মিলিব দুজনে।
দেখ পত্র।
যত বিঘ্ন ছিল,
সব আজি হয়েছে নিঃশেষ।

টাইটাস্‌। চিরতরে মিলিব দুজনে?
টুলিয়া! একি স্বপ্ন?
সত্য কহ পুনর্ব্বার,
কি উপায়ে মিলিব দুজনে?
কোথা পত্র? কার পত্র?

টুলিয়া। সম্রাটের পত্র।

টাইটাস্। (সঙ্কুচিত হইয়া) সম্রাট্!
না, না, টুলিয়া!
এই পত্র নহে কাম্য মোর।

টুলিয়া। কেন বৃথা করিছ সঙ্কোচ?
পিতা মোর এতদিনে হয়েছে সদয়,
অনুমতি দিয়েছে আমারে
বিবাহ করিতে টাইটাসেরে।

টাইটাস্। দিয়েছেন অনুমতি?
কই দেখি। পত্র দাও মোরে। (পত্র পড়িল)
টুলিয়া! একি অভিশাপ!
অমৃত চেয়েছি আমি।
গরল দিয়েছ মোরে।
ব্রুটাসের পুত্র আমি।
হস্ত মোর খসিয়া পড়িবে
তবু আমি সিংহাসন স্পর্শ না করিব।

টুলিয়া। টাইটাস্! সেই সিংহাসনে বসে যদি টুলিয়া তোমার,
তবুও কি স্পর্শ নাহি করিবে তাহারে?
যেই সিংহাসন বিষময় করেছিল রোম,
নির্ব্বাসিত করিয়া তাহারে
বীরধর্ম্ম করেছ পালন।
গর্ব্বিত টুলিয়া বীরত্বে তোমার।
কিন্তু ভেবে দেখ,

সেই সিংহাসনে যবে বসিব আপনি
স্নেহের অমৃত ধারা বহিবে নগরে।
আমি নহি প্রাণ হীন।
অকাতরে প্রেম দিতে জানি।
টাইটাস্! সঙ্গে চল মোর।
হাতধরি দুজনাতে,
পুত্রসম পালিব সকলে।

টাইটাস্। টুলিয়া! ক্ষমা কর মোরে।
সম্রাটেরে ধন্যবাদ জানায়ো আমার।
বলিও তাহারে,
ক্রুটাসের পুত্র তারে অবশ্য ভেটিবে।
কিন্তু সম্রাট্ শিবিরে নহে।
টাইটাস্ ভেটিবে তাহারে যুদ্ধক্ষেত্রে।
বলিও তাহারে,
যদি কভু দেখা হয় তার সাথে,
বন্দীরূপে বাঁধিয়া আনিব তারে নিজহাতে।

টুলিয়া। টাইটাস্! অকৃতজ্ঞ তুমি।
পিতা-মোর পুত্ররূপে আহ্বান করিছে যবে,
প্রতিদানে তুমি তারে দিতে চাহ অপমান।
অমৃত ভরিয়া যবে পান পাত্র ধরিয়াছি মুখে,
তুমি মোরে দাও হলাহল।
কেন এত অভিমান?

স্বেচ্ছাতে তোমারে করিয়াছে আত্মদান
কন্যা সম্রাটের,
ইঙ্গিতে যাহার কতশত রাজন্য প্রধান
এখনও নতশিরে ভিক্ষা চাহি কাঁদে।
ব্রুটাসের পুত্র ব'লে এত অভিমান টাইটাসের ?
কে সে ব্রুটাস্ ?
ভুলিয়া গিয়াছ তুমি,
রাজদ্রোহী প্রজা তিনি আমার পিতার।

টাইটাস্। টুলিয়া !

টুলিয়া। না, না, ক্ষমা কর মোরে।
ব্রুটাস্ মহান্।
পিতা বলে জানি তারে।
প্রেমধর্ম্ম শিখিয়াছি চরণে তাঁহার।
কিন্তু তুমি ভুলে কেন যাও ?
পিতা মোর টার্কুইন্ নহে হীন।
দেবতা দিয়েছে তারে অধিকার সিংহাসনে।
রাজা নাহি থাকে যদি সিংহাসনে
কে করিবে রক্ষা পৌরজনে ?
রাজা নাহি এ নগরে,
কিন্তু পরিবর্ত্তে তার উচ্চাসনে অধিপতি আছে।
কহ সত্য করি,
একি শুধু নহে নামান্তর সিংহাসনের ?

তোমার পিতা কি নহে
দণ্ডহীন সম্রাট্ রোমের ?

টাইটাস্। কিন্তু পিতা মোর জন্মগত অধিকার নাহি মানে।
জনমতে যোগ্যতম যেই জন,
এ নগরে,
শুধু তাহারই আছে শ্রেষ্ঠপদে অধিকার।

টুলিয়া। টাইটাস্! টুলিয়া কি যোগ্য নহে সিংহাসনে ?

টাইটাস্। টুলিয়া! পৃথিবীতে আসে যদি দেবতা সকল,
রণক্ষেত্রে করিব প্রমাণ,
তোমা হতে যোগ্যতর কেহ নাহি স্বর্গসিংহাসনে।

টুলিয়া। তবে কেন রোম সিংহাসনে
নাহি হবে স্থান মোর ?

টাইটাস্। টুলিয়া! পিতা মোর নিজ হাতে
নির্ব্বাসিত করেছেন রোম সিংহাসন।
ধরি শ্রীচরণ তাঁর করিয়াছি অঙ্গীকার,
থাকিতে জীবন,
সিংহাসন আর নাহি ফিরিবে নগরে।

টুলিয়া। ভুল তুমি বুঝিয়াছ ব্রুটাসেরে।
পিতা মোর যদি
বিধিমতে করিতেন সাম্রাজ্য পালন,
অস্ত্র নাহি ধরিত ব্রুটাস্ বিরুদ্ধে তাহার।
যোগ্যতম জনে সিংহাসন দান কাম্য তাঁর।

আমি জানি প্রাণপ্রিয় আমি তাঁর কাছে।
যদি আমি বসি সিংহাসনে
হস্ত হতে অস্ত্র তাঁর আপনি খসিবে।
স্নেহ অধিকারে ব্রুটাস্ আমার।
তুমি পুত্র তাঁর।
তোমা হতে যোগ্যতর কে আছে নগরে?
পার্শ্বে মোর যদি বসে টাইটাস্ সিংহাসনে
পিতা তব করিবে না প্রতিরোধ।
যদি তিনি রুষ্ট হন,
স্নেহ আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ভুলাব তাঁরে।
চল মোর সাথে।

টাইটাস্। ক্ষমা কর মোরে।
ছাড়িয়া পিতারে যেতে নাহি পারি।
দেবতার মত পিতা মোর,
স্নেহরসে ভরপূর।
কিন্তু তবু কর্ত্তব্যে কঠোর, নির্ম্মম, নির্দ্দয়।
ক্ষমা কভু করিবে না মোরে।

টুলিয়া। যদি তাই হয়,
তবু বলি চল সাথে মোর।
প্রাণ মন দিয়েছি তোমারে।
আজ তুমি দাও প্রতিদান।

টাইটাস্। টুলিয়া!

টুলিয়া। টাইটাস্! টুলিয়া তোমার
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি মানে,
নীতি নাহি মানে,
ধর্ম্ম নাহি মানে,
নাহি মানে লোকাচার।
আমি শুধু জানি,
সর্ব্বপ্রাণ মন দিয়েছি তোমারে।
প্রতিদানে তুমি করেছিলে অঙ্গীকার
চিরদিন রবে মোর সাথে।
আজ সেই অঙ্গীকার পালন করিতে হবে।
টাইটাস্! বনচর জন্তুও কখনো
নাহি করে পরিত্যাগ সঙ্গিনী তাহার।
এত হীন তুমি?
প্রকৃতির ধর্ম্ম তুমি করিবে লঙ্ঘন?
গর্ব্ব কর রণক্ষেত্রে তুমি শ্রেষ্ঠ বীর।
কিন্তু আজ আমি বুঝিলাম
জীবনের রণক্ষেত্রে তুমি কাপুরুষ।

টাইটাস্। টুলিয়া! পরিত্যাগ যদি কর রোম সিংহাসন,
স্বর্গ কি নরকে নাহি হেন স্থান
যেখানে টাইটাস্ ডরিবে চলিতে টুলিয়ার সাথে।
তুচ্ছ সব সিংহাসন।
পার্শ্বে থাকি মোর

পদাঘাতে চূর্ণ তুমি করিও সকলে।
পরিত্যাগ কর সম্রাটেরে।
হ'য়ে রোম নাগরিক
পার্শ্বে চল মোর।

টুলিয়া। ছি ছি টাইটাস্!
আমি চাহি তুলিতে তোমারে উচ্চাসনে।
প্রতিদানে তুমি
চাহিছ নামাতে মোরে সকলের নীচে।
না, না টাইটাস্!
রোম সিংহাসনে আছে মোর অধিকার।
দেবতা দিয়েছে অধিকার।
সেই অধিকার রক্ষা করা ধর্ম্ম মোর।
পিতৃ অধিকার রক্ষা করা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।
বাগ্‌দত্তা রমণীরে করি পরিত্যাগ
পিতৃধর্ম্ম করিছে পালন টাইটাস্।
তুচ্ছ এক নাগরিক ধর্ম্ম যদি জানে,
ধর্ম্ম জানে প্রভু কন্যা তার।
ভুলিয়া গিয়াছ তুমি,
নহে বহুদিন,
তোমরা সকলে ছিলে ভৃত্য টুলিয়ার।
দূর হ'য়ে যাও তুমি অকৃতজ্ঞ নাগরিক।
টুলিয়াও পিতৃধর্ম্ম করিবে পালন।

টাইটাস্। টুলিয়া!

টুলিয়া। দুর্ব্বিনীত নাগরিক!

সম্রাট্ কুমারী বলি কর সম্ভাষণ।

জেনো তুমি,

অচিরে আসিব ফিরে।

অস্ত্র ধরি নিজে

ধ্বংস আমি করিব নগর।

যেই সিংহাসন আজি ঠেলিলে চরণে

শিরে ধরি বহন করিবে তারে ভৃত্যবেশে।

দূর হ'য়ে যাও।

তুমি দূর হ'য়ে যাও।

টাইটাস্। টুলিয়া! ক্ষমা কর মোরে।

কতশত রাজন্য প্রধান

প্রেম নিবেদন করিবে চরণে তব।

করি আশীর্ব্বাদ,

পার্শ্বে ল'য়ে যোগ্যজনে,

পৃথিবীর প্রান্ত হ'তে প্রান্ত তুমি কর অধিকার।

দিগ্বিজয়ী মন মোর রহুক্ চেতনাহীন।

বক্ষে ল'য়ে বিরহ বেদনা

অস্ত্র ধরি রহিব দুয়ারে নগরের।

ব্রুটাসের পুত্র আমি।

রক্ষা করা নগর দুয়ার ধর্ম্ম মোর।

করি অঙ্গীকার,
প্রাণ থাকে দেহে যতদিন
এ নগরে প্রিয়া মোর কভু না পশিবে।

টুলিয়া। চক্ষুহীন হয়েছ টাইটাস্?
আশীর্ব্বাদ করিলে আমারে
পার্শ্বে আমি নিব অন্ত্যজন?
তুমি এত ধর্ম্মহীন, নীতিহীন?
স্বৈরাচার শিক্ষা দিলে মোরে?
শুন মোর অঙ্গীকার তবে,
আজ রাতে আক্রমণ করিব নগর।
অগণিত সৈন্যদল রবে সাথে মোর।
কিন্তু সর্ব্বাগ্রে তাহার
আসিব আপনি অস্ত্রহাতে।

টাইটাস। টুলিয়া! একি অসম্ভব অঙ্গীকার!

টুলিয়া। অসম্ভব বল তারে?
টুলিয়া কি এত হীন?
সর্ব্ব দেহ মন যাহারে করেছি অঙ্গীকার
বিনাযুদ্ধে তাহারে করিব সমর্পণ?
ভুল তুমি বুঝেছ টাইটাস্।
সম্রাজ্ঞীর মনোবৃত্তি বুঝে না বর্ব্বর।
শুন তবে,
অশ্রুজলে টুলিয়া যাহারে পারেনি ধরিতে এতদিন,

অস্ত্রাঘাত করিয়া তাহারে
জন্তুসম শৃঙ্খলে বাঁধিবে।

টাইটাস্। টুলিয়া! যুদ্ধক্ষেত্রে রোমের সৈনিক ভীষণ নিষ্ঠুর।
অস্ত্র যদি থাকে হাতে
অস্ত্রাঘাত করি তারে অবশ্য মারিবে।

টুলিয়া। মৃত্যুরে ডরিনা আমি।
করিলাম অঙ্গীকার,
যুদ্ধক্ষেত্রে টাইটাসেরে বাঁধিব শৃঙ্খলে,
অথবা সম্মুখ রণে অবশ্য মরিব।

টাইটাস্। না, না।
মৃত্যু চিন্তা টুলিয়ার সহ্য নাহি হয়।
টুলিয়া! অঙ্গীকার কর প্রত্যাহার।

টুলিয়া। করিব না প্রত্যাহার।
আজ রাতে অঙ্গীকার করিব পালন।

টাইটাস্। টুলিয়া! অসহ্য এ মরম বেদনা।
অঙ্গীকার কর প্রত্যাহার।

টুলিয়া। কভু নয়।
ব্যর্থ তুমি করেছ জীবন মোর।
আজ রাতে শৃঙ্খলে বাঁধিব,
অথবা মরিব নিজে অস্ত্রাঘাতে যুদ্ধক্ষেত্রে।

টাইটাস্। অসহ্য এ মৃত্যুচিন্তা।
রোমের দেবতা! ক্ষমা কর মোরে।

জুনিয়াস্ ব্রুটাস্ ! ক্ষমা কর মোরে।
চক্ষু মেলি নরকে পশিতে পারি।
কিন্তু মৃত্যু চিন্তা টুলিয়ার সহ্য নাহি হয়।
ক্ষমা কর রোম !
আমি টুলিয়ার ক্রীতদাস।
টুলিয়া ! নিয়ে চল মোরে,
যথা তব অভিলাষ।

টুলিয়া। তুমি যাবে সাথে মোর ?

টাইটাস্। হাঁ, টুলিয়া ! অন্য কোন পন্থা নাহি।
হাতে ধরে নিয়ে চল মোরে।
করিলাম অঙ্গীকার,
আজ হ'তে আমি তব ক্রীতদাস।

টুলিয়া। নহ ক্রীতদাস।
আজ হতে সিংহাসনে তুমি অধিকারী।
আজ রজনীতে,
নিজ হাতে তব শিরে পরাব মুকুট।

টাইটাস্। নাহি কোন অভিলাষ মোর।
জানি আমি, স্থান মোর টুলিয়ার পাশে।

টুলিয়া। শুন তবে।
আজ দ্বিপ্রহরে
একাকী যাইব আমি নগর বাহিরে।
সঙ্গে যদি চল তুমি

সন্দেহ করিবে কেহ।
তুমি রবে নগর ভিতরে।
দ্বিপ্রহর রজনীতে
মোর সৈন্যদল আক্রমণ করিবে তোরণ।
যথাকালে,
অপেক্ষা করিবে তুমি নগর দুয়ারে।
সঙ্গোপনে যদি তুমি মুক্ত কর দ্বার
বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে,
রোম হবে আমার অধীন।

টাইটাস্। করিবে আমারে বিশ্বাসঘাতক ? টুলিয়া! টুলিয়া!

টুলিয়া। টাইটাস্! মনে রাখো অঙ্গীকার।

টাইটাস্। হাঁ, হাঁ। মনে আছে অঙ্গীকার।
আমি ক্রীতদাস।

য়্যাল্‌গিনার প্রবেশ।

য়্যাল্‌গিনা। রাজপুত্রি! বৃথা কেন কর কালক্ষেপ ?
শুনেছ আদেশ ব্রুটাসের ?
একদণ্ড বিলম্ব যদি বা হয়
মৃত্যুদণ্ড দিবে সকলেরে।
হুঁঃ! এই শত্রুপুরী হ'তে
যত শীঘ্র যেতে পার ততই মঙ্গল।
চলে এস।

প্রস্থান।

টুলিয়া। টাইটাস্! মনে রেখো অঙ্গীকার

টাইটাস্। বলিয়াছি আমি তব ক্রীতদাস।

টুলিয়া। ক'রোনা আক্ষেপ প্রিয়তম মোর।
আজ রজনীতে করিব প্রমাণ
ক্রীতদাস নহ তুমি।
করিব প্রমাণ,
রাজপুত্রী ক্রীতদাসী চরণে তোমার

প্রস্থান।

টাইটাস্। বিশ্বাসঘাতক আমি।
দিবালোকে নাহি স্থান মোর।
টাইটাস্! বীরদর্পে যার কাঁপে কত সিংহাসন,
আজ তার নাহি অধিকার দিবালোকে।
তস্করের মত তুমি অন্ধকারে হও লুক্কায়িত।
টাইটাস্! ব্রুটাসের পুত্র তুমি।
কিন্তু আজ রজনীতে,
দ্বিপ্রহরে,
আত্মারে তোমার করিবে বিক্রয় শয়তানের হাটে।
বিশ্বাসঘাতক! তুমি ক্রীতদাস শয়তানের।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—ব্রুটাসের গৃহে হলঘর।

সময়—অপরাহ্ন।

অবসন্নভাবে টাইটাস্ এবং প্রফুল্লভাবে মেসালার প্রবেশ।

মেসালা। টাইটাস্! অবসাদ কর দূর।
সম্মুখে তোমার কর্ম্মক্ষেত্র করিছে আহ্বান।
আহ্বান করিছে রোম।
ইষ্টদেব নগরের করিছে ইঙ্গিত।
দ্বিপ্রহর রজনীতে আজ হবে সূত্রপাত।
অচিরেই সুপ্রভাত আসিবে নগরে,
ভাগ্যসূর্য্য টাইটাসের হইবে উদয়।
জাগরিত হবে রোম।
জননীরে করিয়া প্রণাম
ছুটিয়া চলিব মোরা দলে দলে,
বিজয় পতাকা নগরের
দূর হ'তে দূরান্তরে আকাশে উড়িবে।

টাইটাস্। মেসালা! মার্জ্জনীয় নহে মোর অপরাধ।
বিশ্বাস ঘাতক আমি,
জন্মভূমি জননীরে করেছি বিক্রয়।

মেসালা। কেন বৃথা কর অনুতাপ?

নগরের কাছে তুমি নহ অপরাধী।
বিক্রমে তোমার নগরের হইবে বিস্তার।
বাহুবলে করিবে স্থাপন সাম্রাজ্য বিরাট্।
রোম হবে তার রাজধানী।
ব্রুটাস্ রেখেছে জননীরে সন্ন্যাসিনীবেশে।
কিন্তু আমি জানি,
গৈরিক বসন নহে কাম্য নগরের।
প্রতি নাগরিক করে অভিলাষ
অন্ন, বস্ত্র, ধন, মান, সহায়, সম্পদ।
সাম্রাজ্য হইলে বিস্তার
অভিলাষ নগরের হইবে পূরণ।
দুহাত তুলিয়া নাগরিক সেইদিন
টাইটাসেরে দিবে আশীর্ব্বাদ।
অবসাদ কর দূর।
অনুচরগণ মোর ঘরে ঘরে করিছে প্রচার,
দিগ্বিজয় কল্পনা তোমার স্বার্থে নগরের।
দেখিবে অচিরে,
রাজ্যলোভে প্রতি নাগরিক
নিজহাতে চূর্ণ করি সন্তানমণ্ডল,
টাইবরের জলে তারে করিবে নিক্ষেপ।
আর দেরী নাহি।
দ্বিপ্রহর রজনীতে থাকিও প্রস্তুত।

আয়োজন সম্পূর্ণ আমার।
শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সৈন্যদল তব আজ্ঞাধীন।
সম্রাটের সেনাগণ অধিকার করিবে নগর।
কিন্তু নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রগুলি
করি অধিকার,
মুষ্টিগত করিব আমরা সম্রাটেরে।

টাইটাস্‌কে ডাকিতে ডাকিতে ব্যস্তভাবে ব্রুটাসের প্রবেশ। তাহার পশ্চাতে ভ্যালেরিয়াস্ এবং প্রোকিওলাসের প্রবেশ।

ব্রুটাস্। টাইটাস্! টাইটাস্!

টাইটাস্। পিতা!

ব্রুটাস্। পুত্র! রণক্ষেত্রে পুনঃ যেতে হবে।
পেয়েছি সংবাদ,
ষড়যন্ত্র করেছে নগরে রাজদূত।
সবিশেষ নাহি জানি এখনও।
কিন্তু জানি,
পুনর্ব্বার আক্রমণ করিবে নগর রাজসৈন্য।
পরাজিত রাজসৈন্য হীনবল হয়েছে নিশ্চয়।
তবু তারা কেন করে আক্রমণ?
অসম্ভব মনে হয় মোর,
কিন্তু তবু রয়েছে সংশয়,

কোন হীন দুর্ভাগ্য সন্তান নগরের
ষড়যন্ত্র করিয়াছে শত্রু সাথে।

টাইটাস্ । অসম্ভব মনে হয় পিতা।
হেন পুত্র কে আছে নগরে ?

ব্রুটাস্ । যোগ্য কথা কহিয়াছ।
এত হীন কে আছে নগরে
জন্মভূমি জননীরে করিবে বিক্রয় ?
কিন্তু যদি সত্য হয়,
দেশদ্রোহী সেই নাগরিক
মৃত্যুদণ্ড লভিবে নিশ্চয়।
শুধু তাই নয়,
পুত্র, পরিবার, পিতামাতা তার
চিরতরে অভিশাপ বহন করিবে শিরে নগরের
পুত্র ! কেন তব মলিন বদন ?

টাইটাস্। না, না, পিতা। কোন অবসাদ নাহি মনে।

ব্রুটাস্ । ওঃ বুঝিয়াছি।
এখনো ভাবিছ মনে,
অপরাধ করেছে ব্রুটাস্
মণ্ডলের অধিপতিপদ না দিয়ে তোমারে।

মেসালা। মহাশয় ! আমি জানি,
কষ্ট নহে বন্ধু মোর সেই হেতু।
এতদিন ছিল গৃহে সম্রাট্‌কুমারী।

আজ তারে দিয়েছে বিদায়।
তাই কিছু অবসাদ স্বাভাবিক মহাশয়'
ব্রুটাস্। স্বাভাবিক!
ভ্যালেরিয়াস্! ভুল কি করেছি আমি?
না. না, থাকিতে যে নাহি চায়
তাহারে ব্রুটাস্ কেমনে রাখিবে?
বন্দিনী তো ছিলনা সে নগরের।
স্নেহ ক্রোড়ে রেখেছিল ব্রুটাস্ তাহারে।
সম্ভাষণে তার নাচিত হৃদয়,
কলকণ্ঠে নিশিদিন মুখরিত হ'ত গৃহ মোর।
না, না, দুর্ব্বলতা সাজেনা ব্রুটাসে।
ওরে মন! ভুলে কেন যাও?
দুহাত বাড়ায়ে যারে বক্ষে টেনেছিলে,
কুরঙ্গিণী নহে সে বনের।
ধমনীতে তার বহে রক্ত শার্দ্দুলের।
বাহুপাশ ছিন্ন করি তাই গিয়েছে চলিয়া।
কিন্তু আমি জানি,
কন্যা মোর অচিরে আসিবে পুনঃ নগর দুয়ারে।
কিন্তু এইবার অশ্রুজলে নহে,
এইবার আসিবে সে রণচণ্ডী বেশে,
এইবার ডাকিবে আমারে ব্যাঘ্রসম গর্জ্জি ভয়ঙ্কর।
আরে অবোধ সন্তান!

পাষাণ ও কোমল তুলনায় ব্রুটাসের।
অশ্রুজলে যে হৃদয় সিক্ত নাহি হয়,
দন্তাঘাতে তুমি তারে কেমনে ভিজাবে ?
রোমের ব্রুটাস্ বিধানের দণ্ডধারী যন্ত্র প্রাণহীন।
পুত্র ! একজনে দিয়ে প্রেম বঞ্চিত করিবে কারে ?
প্রতি জনপদে ভাষাহীন জনতা দুর্ব্বল
কণ্ঠরোধে মরে।
তারে দিতে হবে ভাষা।
পশ্চাতে পড়িয়া রয়েছে যে দীনহীন,
তাহারে আনিতে হবে সকলের আগে।
তার হাতে অস্ত্র দিতে হবে।
তাহারে শুনাতে হবে,
অমৃতের পুত্র সেও তুচ্ছ কারো নয়।
সেও প্রিয় মোর।
ভুলিয়া তাহারে ঘরে আমি কেমনে রহিব ?
বীরপুত্র তুমি।
তাহাদের সকলেরে দিতে হবে অধিকার।
মৃত্যু হতে করিয়া উদ্ধার
বাঁচিবার আশা দিতে হবে।
ভাষা দিয়ে কণ্ঠে তার
মুখর করিতে হবে নগর প্রান্তর।
পুত্র ! প্রতি জনপদে জননী আমার হাহাকার করে।

যেই জননীর বিগলিত স্নেহধারা বক্ষ বাহি বহে,
অনাহারে সেই জননীর
স্তন্যধারা অশ্রুধারা হ'য়ে বহে অবিরাম।
কল্পনাতে পুনর্ব্বার
ক্রুটাসের শুষ্ক কণ্ঠ ডাকে জননীরে।
কোথায় জননী মোর ?
নগরে নগরে, প্রান্তরে প্রান্তরে,
তারা আজি অন্নহীন, বস্ত্রহীন।
কোথায় জননী মোর ?
জাগো, জাগো সবে।
পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠে মরিছে ক্রুটাস্।
দুহাতে কাড়িয়া ল'য়ে নিজ অধিকার
স্তন্যধারা দাও ক্রুটাসেরে।
পুত্র ! স্বার্থ যেথা এত প্রাণহীন,
সেখানে কঠিন আঘাত করিতে হবে।
পাষাণে বাঁধিতে হবে বুক,
ইন্দ্রিয় সকলে করিয়া নিরোধ
একাকী চলিতে হবে রণাঙ্গনে,
নিঃসঙ্গ, নির্দ্দয়, নির্ম্মম, কঠোর।
আজি তার এসেছে সময়।
স্বাধিকার প্রমত্ত সম্রাট্
পুনরায় আক্রমণ করিবে নগর।

সন্তান মঙ্গল করেছে তোমারে নগরের শ্রেষ্ঠ
দৌবারিক।

ধন্য আমি।

ধন্য তুমি বীর পুত্র মোর।

যথাযথ কর আয়োজন।

আজ হ'তে রক্ষা তুমি করিবে তোরণ নিজ
ইচ্ছা মতে।

টাইটাস্। না, না, পিতা।

অনুরোধ রাখ মোর।

এই গুরুভার দাও অন্যজনে।

ব্রুটাস্। একি অসম্ভব কথা কহিছ টাইটাস্?

নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামরিক পদ

দিয়েছে তোমারে রোম।

রক্ষাভার দিয়া তোরণের

জীবন মরণ তব হাতে করেছে অর্পণ।

তবুও কি অভিমান হয়নি ভঞ্জন?

টাইটাস্। পিতা! ক্ষমা কর মোরে।

আমা হ'তে যোগ্যতর জনে দাও

রক্ষাভার তোরণের

ব্রুটাস্। টাইটাস্! অসম্ভব মনে হয় মোর।

ভয় কি পেয়েছে মনে পুত্র ব্রুটাসের?

টাইটাস্। পিতা! পুত্র তব ভয় নাহি জানে।

অনুমতি যদি দাও,
একাকী যাইব রণে রাজসৈন্য সাথে।
কিন্তু নগর তোরণ দাও অন্য জনে।

মেসালা। একি চঞ্চলতা টাইটাস্!
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামরিক পদ দিয়েছে নগর।
গর্ব্বিত সকলে মোরা।
তুমি ভাগ্যবান্।
অদৃষ্টের যাহা দান,
অবহেলা ক'রোনা তাহারে।

ব্রুটাস্। মেসালা! বন্ধুরে তোমার দাও উপদেশ।
নিয়ে যাও তারে নগর তোরণে।
ভ্যালেরিয়াস্! আজ্ঞা পত্র দাও টাইটাসেরে।

ভ্যালেরিয়াস্ আজ্ঞাপত্র দিতে হাত বাড়াইল। টাইটাস্ গ্রহণ করিল না। কিন্তু মেসালা আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিল।

মেসালা। মহাশয়! আজ্ঞা তব করিব পালন।
রক্ষাভার তোরণের যোগ্যতম জনে দিয়েছে নগর।
টাইটাস্! চল মোরা করি আয়োজন।

জোর করিয়া টাইটাস্‌কে লইয়া প্রস্থান।

ব্রুটাস্। ভ্যালেরিয়াস্! শিশু পুত্র মোর।
এখনও অভিমান রয়েছে অন্তরে।
ক্ষমা কর তারে।

ব্যস্তভাবে জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের প্রবেশ।

সৈন্যাধ্যক্ষ। অধিপতি ব্রুটাস্!
পেরেছি জানিতে
ষড়যন্ত্র মিথ্যা নহে।
রাজদূত যদি পারে দিতে সম্রাটেরে
সকল সংবাদ নগরের,
মোর মনে হয়,
বিপদ কঠিন হবে।

ব্রুটাস্। সত্য কহিয়াছ।
প্রোকিওলাস্! বিশ্বাস ঘাতক রাজদূত
এখনও নহে বহুদূরে।
অবিলম্বে পাঠাও পশ্চাতে
অশ্বারোহী সহস্র সৈনিক।
যে উপায়ে হোক্,
জীবিত কি মৃত তারে আনিবে নগরে।

প্রোকিওলাস্। সম্রাট্ কুমারী?

ব্রুটাস্। হাঁ, তাহারেও আনিবে নগরে বন্দীরূপে।
ষড়যন্ত্র যদি সত্য হয়,
আপনার হৃদয়েরে দয়া নাহি করিবে ব্রুটাস্।

অন্দরে প্রস্থান।

প্রোকিওলাস্। সৈন্যগণ টুলিয়ারে আনিবে কি বন্দীরূপে?

ভ্যালেরিয়াস্। অবশ্য আনিবে।
ভুলিওনা,
রোমের ব্রুটাস্ অদ্বিতীয়।

সকলের প্রস্থান। ষ্টেজ আস্তে আস্তে অন্ধকার হইয়া গেল। ভৃত্যগণ তেলবাতি জ্বালাইয়া এবং ধূপদানীতে ধুনা দিয়া প্রস্থান করিল। জনৈক দেহরক্ষী ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া গেল। দূরে ঘণ্টায় বারোটা বাজিবার শব্দ হইল। প্রায় ক্ষিপ্তভাবে পিনারো নামে জনৈক নিগ্রো ক্রীতদাসের প্রবেশ। প্রবেশ করিয়াই সে চীৎকার করিয়া ব্রুটাস্‌কে ডাকিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে দেহরক্ষীর প্রবেশ।

পিনারো। প্রভু ব্রুটাস্! প্রভু ব্রুটাস্!

নিদ্রালস নয়নে ব্রুটাসের প্রবেশ।

ব্রুটাস্। কেরে ডাকে নিশি দ্বিপ্রহরে?
পিনারো। প্রভু! আমি পিনারো, ক্রীতদাস নগরের।
ব্রুটাস্। ক্রীতদাস!
হাঁ, হাঁ, আমি জানি,
এখনো নগরে আছে ক্রীতদাস।
বল ত্বরা করি কিবা তব অভিযোগ।
করেছে কি অত্যাচার কোন নাগরিক?
পিনারো। প্রভু! নগরের সমূহ বিপদ।

শুনিলাম কাণে, আজ রাতে,
নগরের রক্ষাকারী সৈন্যদল
বিনাযুদ্ধে সমর্পণ করিবে তোরণ।

ব্রুটাস্। ক্রীতদাস! মিথ্যা কথ্যা কহিতেছ তুমি।
নগর তোরণ রক্ষা করে
পুত্র মোর টাইটাস্।

পিনারো। প্রভু! ক্ষমা কর মোরে।
আমি জ্ঞানহীন।
নিজ কাণে শুনিয়াছি যাহা
করিয়াছি নিবেদন।
চক্ষু দিয়ে দেখি নাই কাহারেও।
কাণে শুনি আসিয়াছি তোমার নিকটে।
পশ্চাতে আসিয়াছিল সৈন্যগণ,
কোনরূপে প্রাণে বাঁচিয়াছি।
যাহা খুশি শাস্তি দাও মোরে।

ব্রুটাস্। শাস্তি!
অসম্ভব মনে হয়, ক্রীতদাস।
কিন্তু যদি সত্য হয়,
প্রাণ দিয়ে রক্ষা তুমি করেছ নগর।
ক্রীতদাস! যদি সত্য হয়,
শাস্তি নাহি দিয়ে
প্রণাম করিবে তবে ব্রুটাস্ তোমারে।

কহ সত্য করি,
শুনেছ কি কখন করিবে আক্রমণ রাজসৈন্য ?

পিনারো। নিশি দ্বিপ্রহরে।

ব্রুটাস্। দ্বিপ্রহরে !
দ্বিপ্রহর হয়েছে যে গত।
দেহরক্ষী ! ভ্যালেরিয়াস্ ও প্রোকিওলাসে
ডাক ত্বরা করি।

দেহরক্ষী। যথা আজ্ঞা অধিপতি।

প্রস্থান।

ব্রুটাস্। সত্য কহ।
পিনারো ! পুত্র মোর আছে কি সেখানে ?

পিনারো। কাহারেও চোখে আমি দেখি নাই প্রভু।

ব্রুটাস্। শুনেছ কি কোলাহল তোরণ বাহিরে ?

পিনারো। মনে হয় এখনও রাজসৈন্য আছে বহুদূরে।

ব্রুটাস। এখনও দূরে আছে।
এখনও আশা আছে জীবনের।
জন্মভূমি রোম ! এখনও আশা আছে।

বাহিরে জনতার মুখে সম্রাট্ টার্কুইনের জয়ধ্বনি।

একি ? কার জয়ধ্বনি করে নাগরিক ?

পুনরায় জয়ধ্বনি।

টার্কুইন ? নাগরিক করে জয়ধ্বনি সম্রাটের ?

ভ্যালেরিয়াস্ ও প্রোকিওলাসের দ্রুত প্রবেশ।

প্রোকিওলাস্! বিলম্ব সহেনা আর।
বিশ্বাসঘাতক এক সৈন্যদল
বিনাযুদ্ধে সমর্পণ কবিবে তোরণ সম্রাটেরে।
এই ক্রীতদাস না করি ভ্রূক্ষেপ জীবন মরণ
এনেছে সংবাদ।

পুনরায় জয়ধ্বনি।

প্রমাণ তাহার শোন অই।
কল্পনাও মানে পরাজয়,
রোম রাজপথে জয়ধ্বনি সম্রাটের!
অবিলম্বে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সৈন্য ল'য়ে
যাও তুমি নগর তোরণে।
যেখানে যাহারা আছে,
না করি বিচার,
বন্দী-কর সকলেরে।

প্রোকিওলাস্। যথা আজ্ঞা তব।

প্রস্থান

ব্রুটাস্। ভ্যালেরিয়াস্! একি স্বপ্ন?
আপনার হৃদয়েরে করি নিষ্পেষণ
অমৃত ধরেছি মুখে নগরের।
একি তার প্রতিদান?
রাজপথে জয়ধ্বনি করে নাগরিক সম্রাটের!

রোম নাগরিক এত হীন ?
নিজ হাতে পরিছে চরণে দাসত্ব শৃঙ্খল পুনর্ব্বার !
অবিশ্বাস্য মনে হয় মোর।

ভ্যালেরিয়াস্। ব্রুটাস্! ভুলিয়া গিয়াছ তুমি,
এ নগরে সকলে ব্রুটাস্ নহে।
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নাহি চাহে রোম।
ব্যক্তিগত স্বার্থ ধর্ম্ম তার।
নাগরিক চাহে রাজ্য।
চাহে সে লুণ্ঠন।
ধনরত্ন অপরের কাড়িয়া আনিতে চাহে।
পৃথিবীরে করি ক্রীতদাস
সমৃদ্ধ করিতে চাহে গৃহ আপনার।
দাসত্ব শৃঙ্খল কাম্য তার,
যদি প্রভু তার শ্বাসরোধ করি পৃথিবীর
তাহারে আনিয়া দেয় প্রচুর সম্পদ।
প্রভু যদি করে পদাঘাত,
করি শতগুণ তারে,
নাগরিক পদাঘাত করিবে তাহারে,
যে আছে দুর্ব্বল।
দাসত্বের ধর্ম্ম এই।
সুতরাং এ নগর চাহে না তোমারে।
সিংহাসন করি অধিকার

অনুমতি যদি দাও নগরেরে
করিতে লুণ্ঠন টাস্কানীর রাজকোষ,
অনুমতি যদি কর উৎপীড়ন দুর্ব্বলের,
অথবা ধর্ষণ শত্রু রমনীর,
দেখিবে অচিরে,
জয়ধ্বনি করে রোম ব্রুটাসের।
জনতার ধর্ম্ম এই।
এই ক্রীতদাস প্রমাণ তাহার।
যে নগরে ব্রুটাস্ পালক
সেখানেও নাগরিক রাখে ক্রীতদাস।

(পিনারো ব্রুটাসের পা জড়াইয়া ধরিল।)

ব্রুটাস্। পিনারো ! ওঠো প্রিয় বন্ধু মোর।
আজ হ'তে নহ তুমি ক্রীতদাস।
বলিও সবারে ভ্রাতা তব জুনিয়াস্ ব্রুটাস্।
আজ হ'তে সমকক্ষ তুমি সকলের।
সমকক্ষ তুমি ব্রুটাসেব !

পিনারো। না, না, প্রভু।

ব্রুটাস্। আজ হ'তে কেহ প্রভু নয় পিনারোর।
বলিও সবারে ব্রুটাসের ভ্রাতা তুমি।
করি উচ্চ শির রাজপথে চলিও গৌরবে।
যদি কেহ করে অপমান

নিজ হাতে ব্রুটাস্ করিবে তার শাস্তির বিধান।
ওঠো ভ্রাতা মোর। তুমি বীর।

(পিনারো দাঁড়াইল।)

ব্রুটাসের লহ নমস্কার।

(ব্রুটাস্ তাহাকে সসম্মানে অভিবাদন করিল। কম্পিত হস্তে পিনারো তাহাকে স্বাধীন নাগরিক ভাবে অভিবাদন করিল।)

পিনারো। (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে)
শুন রোম! ব্রুটাসের ভ্রাতা আমি।
নহি ক্রীতদাস।
ব্রুটাস্ দেবতা।
আমি নহি হীন।
আমি ভ্রাতা ব্রুটাসের।

প্রস্থান।

ব্রুটাস্। ভ্যালেরিয়াস্! একি হীন?
অশিক্ষিত এই ক্রীতদাস
শুধু অবিচার পেয়েছে নগরে।
প্রাণপণ করি পরিশ্রম
সেবা করিয়াছে নগরের।
বিনিময়ে তার লভিয়াছে ব্যবহার পশুর সমান।
শুধু মাত্র দুই মুঠো অন্ন দিতে তারে
কুণ্ঠিত সকলে।

কিন্তু দেখ ধর্ম্মবুদ্ধি তার।
ছিল প্রাণ ভয়,
তবুও বিশ্বাসঘাতকতা করে নাই এই ক্রীতদাস।
বল কোন্ অধিকারে
পদতলে রাখিবে তাহারে রোম নাগরিক,
স্বার্থ অন্বেষণ শ্রেষ্ঠ বৃত্তি যার,
স্বার্থে আপনার
নগরের স্বাধীনতা করিয়াছে বিক্রয় যেই নরাধম?

বাহিরে সম্রাটের জয়ধ্বনি।

অই শুন জয়ধ্বনি দানবের।
করি আত্মদান দেবতারে এনেছি নগরে।
পদাঘাতে চূর্ণ তারে করিছে সকলে।

ভ্যালেরিয়াস্। ব্রুটাস্! এখনো সময় আছে।
কর অনুমতি।
বন্দী করি দলপতিগণে নগরের
মৃত্যুদণ্ড দেই সকলেরে।

ব্রুটাস্। না, না, ভ্যালেরিয়াস্।
গণতন্ত্রে ধর্ম্ম তাহা নয়।
রোমের বিধান মতে করিব বিচার।
চল রাজপথে।
বুঝাব সকলে পুনর্ব্বার,
দেবতার ধর্ম্মে গড়া রোমের বিধান,

দানবের ধর্ম্মে নহে।
চল রাজপথে।

উভয়ের প্রস্থান। একজন ভৃত্য ধূপদানীতে ধূনা দিয়া গেল।
একজন দেহরক্ষী পুনরায় ঘুরিয়া দেখিয়া গেল। দূরে ঘণ্টায়
একটা বাজিবার শব্দ হইল। একটু পরেই দাঁত চাপিয়া
কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া প্রোকিওলাসের
প্রবেশ। তাহার হাতে
একটি তালিকা।

প্রোকিওলাস্। ব্রুটাস্! ভ্যালেরিয়াস্!

ব্রুটাস্ এবং ভ্যালেরিয়াসের পুনঃ প্রবেশ।

ব্রুটাস্। প্রোকিওলাস্! কহ ত্বরা করি।
নিরাপদ করেছ তোরণ?

প্রোকিওলাস্। ব্রুটাস্! নিরাপদ নগর তোরণ।

ব্রুটাস্। ষড়যন্ত্রকারীগণে বন্দী তুমি করেছ নিশ্চয়?

প্রোকিওলাস্। হাঁ! ব্রুটাস্! শৃঙ্খলিত করেছি সকলে।

ব্রুটাস্। ধন্য তুমি। আনিয়াছ আনন্দ সংবাদ।
তবে কেন বিষণ্ণ বদন?

প্রোকিওলাস্। ব্রুটাস্! এনেছি সংবাদ অতি ভয়ঙ্কর।

ব্রুটাস্। বুঝিয়াছি। ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে
কোন কোন শ্রেষ্ঠ নাগরিক।
কেন কর ক্ষোভ?

দেশ ভক্ত তুমি,
তাই দেশদ্রোহী নাগরিক দেখি
আঘাত পেয়েছ মনে।
দেশদ্রোহী যেই নরাধম,
অনুকম্পা ক'রো না তাহারে।
স্বার্থলোভে যেইজন চেয়েছিল করিতে বিক্রয়
নগরের স্বাধীনতা,
পুত্র কলত্রকে যারা করিতে চাহিয়াছিল ক্রীতদাস,
নরকেও স্থান নাহি তাহাদের,
নগরেও নাহি,
না, না, এই পৃথিবীতে স্থান নাহি তাহাদের।

প্রোকিওলাস্ ব্রুটাস্!

ব্রুটাস্। কহ ত্বরা করি,
কে বা কাহারা ছিল দলপতি তাহাদের?

প্রোকিওলাস্। মেসালা ছিল দলপতি।

ব্রুটাস্। মেসালা! টাইটাসের বন্ধু!
পুত্র মম এত বুদ্ধিহীন?
অন্ধ হ'য়ে ছিল কি টাইটাস্?
জানি আমি, পুত্র মোর
প্রাণ দিয়ে করিত বিশ্বাস বন্ধুরে তাহার।
ভ্যালেরিয়াস্! মানুষ হইতে পারে এত হীন,
প্রাণ সম ভালবাসে যেই জন

তাহারে তুলিয়া দেয় শত্রুহাতে ষড়যন্ত্র করি ?
শিশুপুত্র মোর এখনো বুঝেনা
দুষ্ট কিংবা সাধু কোন্ জন।
এইবার বুঝিবে সে,
তোমরাও বুঝিবে নিশ্চয়,
রণক্ষেত্রে কর্ম্মক্ষেত্র তার,
অধিপতি পদে যোগ্য নহে দুগ্ধপোষ্য শিশু।

প্রোকিওলাস্ ব্রুটাস্ !

ব্রুটাস্। নিয়ে এস মেসালারে।
মৃত্যুদণ্ড দিব তারে নিজমুখে।

প্রোকিওলাস্ আত্মহত্যা করেছে মেসালা।

ব্রুটাস্। আত্মহত্যা করেছে সে !
বাধা তুমি দিলেনা তাহারে ?

প্রোকিওলাস দিয়েছিল বাধা সৈন্যগণ।
করি বলাৎকার
চেয়েছিল জানিতে তাহারা কেবা তার সহচর।
কিন্তু নিমেষের অবসরে
আত্মহত্যা করেছে সে।

ব্রুটাস্। পার নি কি জানিতে তাহ'লে
কেবা ছিল সহচর তার ?

প্রোকিওলাস্। পারিয়াছি।
অন্যএক ষড়যন্ত্রী দিয়েছে তালিকা মোরে।

ব্রুটাস্। কোথায় তালিকা ?

প্রোকিওলাস্। ব্রুটাস্!

ব্রুটাস্। দাও মোরে তালিকা তোমার।

প্রোকিওলাস্! বিপন্ন নগর।

দুর্ব্বলতা অপরাধ এসময়ে।

প্রোকিওলাস্ কম্পিতহস্তে তালিকা দিতে উদ্যত।

ভ্যালেরিয়াস্। প্রোকিওলাস্! ক্ষান্ত হও।

তালিকা তোমার অগ্রে দাও মোরে।

কম্পিতকলেবর প্রোকিওলাসের হাত হইতে তালিকা লইল

একি ভয়ঙ্কর সমাচার!

ব্রুটাস্। ভ্যালেরিয়াস্! বিপন্ন নগর।

বিলম্ব সহে না আর।

তালিকা দেখাও মোরে।

ভ্যালেরিয়াস্। ব্রুটাস্! তালিকাতে সত্য আছে ভয়ঙ্কর।

ব্রুটাস্। হোক্ যত ভয়ঙ্কর।

তালিকা দেখাও মোরে।

ভুলিও না, আমি ব্রুটাস্।

নাহি জানি ভয়।

কৃতান্তকে নাহি ডরি।

তালিকা দেখাও মোরে।

ভ্যালেরিয়াস্। ব্রুটাস্! জানি আমি, জানে রোম,

তুলনা তোমার নাহি এ জগতে!

বন্ধুবর ! মনে রেখো,
রোমের ব্রুটাস্ নহে সামান্য মানব।

ব্রুটাস্। একি কহ বাক্য অর্থহীন।
কেন মোরে রাখিছ সংশয়ে ?

ভ্যালেরিয়াস্। তালিকাতে সত্য আছে ভয়ঙ্কর।
নিজ চোখে দেখ তারে।

ভ্যালেরিয়াস্ ব্রুটাস্‌কে তালিকা দিল। তালিকা পড়িয়াই ব্রুটাসের
চক্ষু বিস্ফারিত হইল। ব্রুটাস্ কাঁপিতে লাগিল।
ভ্যালেরিয়াস্ ক্ষিপ্তবেগে প্রস্থান করিল।

ব্রুটাস্। এ কি ?
অবিশ্বাস করিছে চক্ষু মোর।
সত্য কহ প্রোকিওলাস্,
নিদ্রিত কি জাগরিত রয়েছে ব্রুটাস্।
এ কি সত্য হয় ?
ব্রুটাসের পুত্র হবে বিশ্বাসঘাতক।
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল টাইবেরিয়াস্ ?
আঃ রে নিষ্ঠুর দেবতা !
দেশদ্রোহী পুত্র দিলে ব্রুটাসের ক্রোড়ে ?
টাইটাস্ ! টাইটাস্ ! কোথা তুমি ?
চক্ষু মেলি দেখে যাও,
বক্ষ রক্ত দিয়ে যারে করিলে উদ্ধার

ভ্রাতা তব সেই জন্মভূমি
করিছে বিক্রয় দানবের কাছে।
আঃ রে কুসন্তান!
জীবনের প্রথম দিবসে তোর মৃত্যু ছিল ভাল।
প্রোকিওলাস্! কোথা সেই কুলাঙ্গার?
বাঁধিয়া শৃঙ্খলে নিয়ে এস তারে।
আপনি ব্রুটাস্ করিবে বিচার তার।

প্রোকিওলাস্। পুত্র তব করেছিল বাধাদান সৈন্যগণে।

ব্রুটাস্। সন্দেহের নাহি তবে অবকাশ।
আনো তারে। মৃত্যুদণ্ড দিই নিজমুখে।

প্রোকিওলাস্। ব্রুটাস্! যুদ্ধ করি মরেছে সে।

ব্রুটাস্। মরেছে সে!
পুত্র মৃত মোর!
আঃ রে অবোধ হৃদয়!
দ্রুত আলোড়ন তোর নিষেধ করিছে ব্রুটাস্।
দেশদ্রোহী পুত্র তরে কাঁদে যদি মন,
নিজ হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিব তোরে।
প্রোকিওলাস্! নিয়ে যাও তালিকা তোমার।
দেশদ্রোহী পুত্র যার
বিচারক পদে তার নাহি কোন অধিকার।
অস্পৃশ্য ব্রুটাস্।
চিরতরে গর্ব্ব মোর হয়েছে মলিন।

করিলাম পদত্যাগ।
যথা ইচ্ছা করিও বিচার তোমরা সকলে।
প্রিয় বন্ধু মোর, কোথায় টাইটাস্ ?
বলিও তাহারে,
বৃদ্ধ পিতা তার আছে প্রতীক্ষায়।

প্রোকিওলাস্। ব্রুটাস্! তালিকাতে সত্য আছে আরো ভয়ঙ্কর।

ব্রুটাস্। আরো ভয়ঙ্কর!

প্রোকিওলাস্। তালিকার নিম্নে দেখ নাম।

ব্রুটাস্। আরো নাম!
এ কি ?
টাইটাস্! টাইটাস্!
টাইটাস্ দেশদ্রোহী!
দেবতার মত বীরপুত্র মোর সহচর দানবের!
প্রোকিওলাস! বল মোরে সত্য নহে অভিযোগ।
কোন শত্রু মোর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে নিশ্চয়।
প্রোকিওলাস্! বল মোরে মিথ্যা এই তালিকা তোমার।

প্রোকিওলাস্। ব্রুটাস্! পুত্রতব অপরাধ করেছে স্বীকার।

ব্রুটাস্। আঃ রে বিধাতা!
একি প্রবঞ্চনা!
একি তব নিষ্ঠুর বিধান!

ব্রুটাস্ পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিতেই প্রোকিওলাস্ তাহাকে ধরিল। ব্রুটাস্ প্রকৃতিস্থ হইল।

ব্রুটাস্। আঃ রে নিষ্ঠুর ভগবান্!
পরিহাস কর তুমি ব্রুটাসেরে?
তোমার বিধান করিবারে দান পৃথিবীরে
ব্রুটাসেরে পাঠালে ধরায়।
হৃদয়েরে করি নিষ্পেষণ
বিধান তোমার প্রতিষ্ঠা করিল যেই জন
কালিমা মাখিয়া দিলে কপালে তাহার।
কলঙ্কের রেখা আছে চন্দ্রসূর্য্যে জানি,
কিন্তু দেহরক্তে ব্রুটাসের কলঙ্ক যে সহ্য নাহি হয়।
আঃ রে নির্ম্মম দেবতা!
আশ্রিতকে করিয়া আঘাত
ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েছ আপনি।
কিন্তু তুমি দেখে যাও,
ব্রুটাস্ এখনো দাঁড়ায়ে আছে করি উচ্চশির!
বিধানের দণ্ডধারী রোমের ব্রুটাস্
এখনও নহে ধর্ম্মহীন।
আমি নহি দেহহীন,
আছে শোক, আছে দুঃখ, আছে জ্বালা বিষময়।
তবু তুমি দেখে যাও,
প্রিয়পুত্রে মৃত্যুদণ্ড করিয়া আদেশ,

নিজহাতে হৃদয় কাটিয়া তারে
বিধানের বেদীমূলে করি নিবেদন।
প্রাণপ্রিয় পুত্র মোর।
তাহারে করিব বলিদান,
ব্রুটাসের উচ্চশির তবু না হইবে নত।
প্রোকিওলাস্! আনো পুত্রে মোর।

প্রোকিওলাস্। ব্রুটাস্! সত্য বটে অপরাধ করেছে স্বীকার।
কিন্তু বিধিমতে এখনও হয়নি প্রমাণ
অপরাধ টাইটাসের।

ব্রুটাস্। কে বলে হয়নি প্রমাণ ?
হৃদয় বলিছে মোরে, নাহি পুত্র, নাহি কন্যা মোর।
রোমের ব্রুটাস্ একাকী চলেছে পথে সঙ্গহীন, বন্ধুহীন।
নিয়ে এস তারে।

জনৈক সেনাধ্যক্ষের প্রবেশ।

সেনাধ্যক্ষ। অধিপতি ব্রুটাস্! বন্দী করি এনেছি নগরে রাজদূত।

ব্রুটাস্। এনেছ তাহারে ? টুলিয়া কোথায় ?

সেনাধ্যক্ষ। ব্রুটাস্! সংবাদ এনেছি আমি অতি ভয়ঙ্কর।

ব্রুটাস্। আরো ভয়ঙ্কর ?
ব্রুটাসের পুত্র হয় বিশ্বাসঘাতক।
ইহা হ'তে ভয়ঙ্কর সমাচার আছে কি ধরায় ?

কহ মোরে,
দেবতা কি হয়েছে দানব ?
চন্দ্রসূর্য্য হয়েছে কি লুপ্ত পৃথিবীতে ?
ব্রুটাস্ কি ভুলেছে বিধান নগরের ?
কিংবা সত্যভ্রষ্ট হয়েছে দেবতা ?
কহ বন্ধু মোর,
আরো ভয়ঙ্কর কি আছে সংবাদ ?
কহ বন্ধু।
পাষাণে বেঁধেছি বুক।
অনুকম্পা ক'রোনা আমারে।

সেনাধ্যক্ষ। আসিয়া নগরে টুলিয়া শুনিল কাণে
ষড়যন্ত্র হয়েছে প্রকাশ।
শুনিল যখন শৃঙ্খলিত হয়েছে টাইটাস্,
নাম ধরি তার করিয়া চীৎকার
তখনি মরিল সম্রাট্‌কুমারী।

ব্রুটাস্। ওঃ হো ! হো ! হো !
কুঁড়িতে শুকায়ে গেল সোণার কমল।
প্রোকিওলাস্ ! সন্দেহের আর নাহি অবকাশ।
টুলিয়ার সাথে ষড়যন্ত্র করেছিল পুত্র মোর।
টাইটাস্ অপরাধী, বিশ্বাসঘাতক।
তবু তার অপরাধ নাহি চাহে মানিতে হৃদয়।
প্রোকিওলাস্ ! অযোগ্য ব্রুটাস্ বিচারক পদে

নিয়ে যাও তারে সন্তান মণ্ডলে।
বিধিমতে শাস্তি দান করি তারে
ধর্ম্ম রক্ষা কর নগরের।
দেশদ্রোহী দুই পুত্র যার
রক্ত তার অপবিত্র।
মৃত্যুদণ্ড দিয়ে পুত্রে মোর
রোম হতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দাও ব্রুটাসের নাম।

ত্রস্তপদে ভ্যালেরিয়াসের প্রবেশ।

ভ্যালেরিয়াস্। ব্রুটাস্! সন্তানমণ্ডল করেছে নির্দ্দেশ,
পিতা তুমি নগরের,
বিচারক পদে
তোমা হ'তে যোগ্যতর জন নাহি ধরণীতে।
অনুরোধ তাহাদের,
যথা ইচ্ছা করিও বিচার টাইটাসের।
শিক্ষাগুরু তুমি সকলের।
করিয়া প্রণাম, নিবেদন করিয়াছে সন্তানমণ্ডল,
পুত্র তব মহাবীর,
ক্ষমা তুমি করিলে তাহারে
হৃষ্টচিত্তে সকলেই মানিবে বিচার।
ব্রুটাস্! অনুরোধ রাখ মোর,
ক্ষমা কর টাইটাসেরে।

ব্রুটাস্। ভ্যালেরিয়াঁস্! ধন্যবাদ দিও তুমি সন্তানমণ্ডলে।

কিন্তু তুমি বলিও সবারে,
দয়া ভিক্ষা করে না ব্রুটাস্,
সেবা করি জননীর নাহি চাহে পুরস্কার।
শুধ আছে এক নিবেদন।
বিধিমতে করুক বিচার সন্তানমণ্ডল।
যেই অপরাধে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড
পিতা হ'য়ে, বিচার তাহার কেমনে করিব ?
প্রাণপ্রিয় পুত্র মোর।
হেন সন্তানের মৃত্যু আশঙ্কায়
কাঁপছে হৃদয়।
বল বন্ধু মোর, আমি তারে কেমনে বুঝাব ?

ভ্যালেরিয়াস্। ব্রুটাস্! তুলনা তোমার নাহি ধরণীতে।
নগরের পিতা তুমি।
বিচারকপদে যোগ্যতর কেহ নাই।

ব্রুটাস্। ব্রুটাস্! পিতা তুমি নগরের।
বেশ! তবে তাই হবে।
বলিও মণ্ডলে,
আদেশ তাহার করিব পালন।
অপরাধী প্রিয় পুত্র মোর।
তবু তার করিব বিচাব নগরের বিধিমতে।
প্রোকিওলাস্! নিয়ে এস তারে।

(সেনাধ্যক্ষ ও প্রোকিওলাসের প্রস্থান।)

ভ্যালেরিয়াস্। ব্রুটাস্! একমাত্র পুত্র তব।
চরণে তোমার কৃতজ্ঞ নগর।
মৃত্যুদণ্ড দিওনা তাহারে,
কর নির্ব্বাসিত।

ব্রুটাস্। অপরাধী আরো আছে রোমের সন্তান।
ক্ষমা কি করেছে তাহাদের সন্তানমণ্ডল?

ভ্যালেরিয়াস্। অযোগ্য তাহারা। দণ্ডাদেশ হয়েছে তাদের।

ব্রুটাস্। তবে কেন কর ক্ষমা পুত্রে মোর?

ভ্যালেরিয়াস্। ব্রুটাস্!

ব্রুটাস্। কহ সত্য করি।
মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে কি সকলেরে?

(ভ্যালেরিয়াস্ নিরুত্তর।)

ভ্যালেরিয়াস্! দাও সদুত্তর।
তাহারাও পুত্র নগরের।
হয়েছে কি মৃত্যুদণ্ড সকলের?

ভ্যালেরিয়াস্ হাঁ, ব্রুটাস্। মৃত্যুদণ্ড হয়েছে তাদের।

ব্রুটাস্। তবে কোন্ বিধিমতে
দণ্ড নাহি দিবে পুত্রে মোর?

(রক্ষীবেষ্টিত এবং শৃঙ্খলিত টাইটাস্‌কে লইয়া প্রোকিওলাসের প্রবেশ।)

টাইটাস্। উঃ! হেথা নহে।
রক্ষীগণ অন্য কোথা নিয়ে যাও মোরে।

ব্রুটাসের কাছে নয়।
কুসন্তান আমি তার।
চক্ষু মেলি চোখে তার চাহিতে নারিব !

ব্রুটাস্। টাইটাস্ !

টাইটাস্। পিতা ! পিতা !

(ব্রুটাসের কাছে নতজানু হইল।)

ব্রুটাস্। টাইটাস্ ! কহ সত্য করি।
এক পুত্র ব্রুটাসের নাহি ইহ লোকে।
যেই পুত্র এখনও লভিছে নিশ্বাস
সে কি যোগ্য নগরের ?

(টাইটাস্ নিরুত্তর।)

কহ সত্য করি।
নিঃসন্তান হয়েছে কি পিতা তব ?

টাইটাস্। পিতা ! নিঃসন্তান হয়েছে ব্রুটাস্।

ব্রুটাস্। শুন তবে, পিতা নহি আমি আর।
আমি বিচারক, তুমি অপরাধী।
নগরের বিধিমতে করিব বিচার।
উঠিয়া দাঁড়াও। লহ দণ্ডাদেশ।

(টাইটাস্ দাঁড়াইল।)

প্রোকিওলাস্। ব্রুটাস্ ! তোরণে ছিল না পুত্র তব।
এখনও হয় নি প্রমাণ অপরাধ তার।

টাইটাস্। পিতা ! সত্য বটে নগর তোরণে ছিল না টাইটাস্।
কিন্তু জানিত সে,
অনুচরগণ তার নগর তোরণ
সমর্পণ করিবে শত্রুরে।
তবু সে পামব বাধা নাহি দিয়েছে কাহারে।
মৃত্যুদণ্ড যোগ্য শাস্তি তার।

ব্রুটাস্। ভ্যালেরিয়াস্ ! এখনো কি সন্দেহের
কণামাত্র অবকাশ কিছু আছে ?

ভ্যালেরিয়াস্। ব্রুটাস্! ভিক্ষা চাহে রোম।
ক্ষমা কর টাইটাসেরে।
পুত্র তব দেশভক্ত বীর।
যুদ্ধক্ষেত্রে করেছে প্রমাণ দেশভক্তি তার।
সাময়িক উত্তেজনা মার্জ্জনীয় তার।

টাইটাস্। পিতা ! ক্ষমা যদি কর মোরে আত্মহত্যা করিব নিশ্চয়
অভিলাষ যাহা ছিল মোর হয়েছে নিঃশেষ।
মৃত্যু মোরে করিছে ইঙ্গিত।
ব্যর্থ মোর সকল কল্পনা।
তবু গর্ব্ব মোর রয়েছে এখনো
ব্রুটাসের পুত্র আমি।
দেবতার মত পিতা মোর বিধানের শ্রেষ্ঠ দণ্ডধারী।
অপরাধী আমি,

মুক্তি দিলে মোরে
গর্ব্ব মোর মিশিবে ধূলায়।

ব্রুটাস্। নিদারুণ ভগবান্! অপূর্ব্ব এ রচনা তোমার।
এত উচ্চ আদর্শ যাহার, সেও এত হীন!
দেবতার মত চিত্ত যার, সেও ভৃত্য দানবের!
শুন প্রোকিওলাস্!
রোমের বিধান উচ্চনীচ নাহি মানে।
নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত করেছি নগর।
তবু আমি ভৃত্য নগরের।
রোম হ'তে রোমের তনয়
শ্রেষ্ঠ কভু নয়, কভু নয়।
পুত্র মোর অপরাধী।
মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি তাহারে।

ভ্যালেরিয়াস্ ও প্রোকিওলাস } ব্রুটাস্!

ব্রুটাস্। হৃদয় সহেনা বুঝি আর।
নিয়ে যাও চক্ষু অন্তরালে।

টাইটাস্। পিতা! বিচার হয়েছে শেষ।
শুধু একবার পুত্র ব'লে বক্ষে ধর মোরে।

ব্রুটাস্। পুত্র! এস বক্ষে মোর।

আলিঙ্গন করিয়া রোদন

পুত্র! তুমি ছিলে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর।

অকাতরে স্নেহ আমি দিয়েছি তোমারে।
অপরাধ করেছিলে অতি হীন,
তাই বিধিমতে দণ্ডাদেশ করেছে ব্রুটাস্।
লহ তার আশীর্ব্বাদ,
মৃত্যু সাথে,
সর্ব্বগ্লানি অন্তরের লুপ্ত হ'য়ে যাক্!
মুক্ত তব অন্তরাত্মা চলে যাক্ বিধাতার ক্রোড়ে।
বল পুত্র! মোর কাছে
আছে কি কোনও অভিযোগ,
কোন শেষ আবেদন?

টাইটাস্। পিতা! শুধু আছে এক নিবেদন।
যেই হাতে রক্ষা আমি করেছি নগর
সেই হাতে মৃত্যু ভিক্ষা করি।
দাও অনুমতি,
নিজ হাতে বিদ্ধ করি মলিন হৃদয়
শিক্ষাদান করি সকলেরে।
প্রমাণ করিতে দাও পুত্রেরে তোমার,
বিধান তোমার শ্রেষ্ঠ পৃথিবীতে।
আমি কুসন্তান।
তবু ভিক্ষা করি,
পাপে মোর পিতা যেন না হয় মলিন।

ব্রুটাস্। পুত্র! শেষ আবেদন তব করিনু স্বীকার।

প্রোকিওলাস ! বন্দীরে তোমার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে

ব্রুটাস্।

নিজ হাতে টাইটাস্ দণ্ডাদেশ করিবে পালন।

নিয়ে যাও তারে।

হৃদয় সহিতে নারে আর।

থাকিতে জীবন মোর দণ্ডাদেশ করিও পালন।

প্রোকিওলাস্ ! হৃদয় ফাটিয়া যায়।

অবিলম্বে নিয়ে যাও চক্ষু অন্তরালে।

টাইটাস্ প্রভৃতি যাইতে উদ্যত।

পুত্র !

টাইটাস্ ফিরিয়া দাঁড়াইল।

না, না।

আরে অবোধ হৃদয় !

ব্রুটাসের পুত্র নাহি।

নহি পিতা, নহি পুত্র, ভ্রাতা নহি, মিত্র নহি।

রোমের ব্রুটাস্ বিধানের দণ্ডধারী যন্ত্র প্রাণহীন।

টাইটাস্, প্রোকিওলাস্ প্রভৃতির প্রস্থান।

ভ্যালেরিয়াস্। ব্রুটাস্ ! প্রিয় বন্ধু মোর।

শুধু একবার রাখ অনুরোধ।

ক্ষমা কর টাইটাসেরে।

ব্রুটাস্। ভ্যালেরিয়াস্! কেন বৃথা কর অনুরোধ ?
ব্রুটাস্ পাষাণ।
বুকে তার বজ্রপাণী মুহুর্মুহু করিছে আঘাত।
তবুও ফাটেনা হায় !
এমনি কঠিন !

প্রোকিওলাসের প্রবেশ।

প্রোকিওলাস্। (কাঁদিতে কাঁদিতে) ব্রুটাস্!
ব্রুটাস্। ওঃ !
প্রোকিওলাস্। ব্রুটাস্! দণ্ডাদেশ করেছি পালন।
ব্রুটাস্। ওঃ ! মোর পুত্র হ'তে মুক্ত তুমি রোম।
কোথা দেহরক্ষী মোর ? অস্ত্র দাও।

(তরবারি হাতে জনৈক দেহরক্ষীর প্রবেশ।)

অরক্ষিত নগর তোরণ।
ব্রুটাস্ স্থবির।
তবু নিজ হাতে রক্ষা আমি করিব দুয়ার।
কোথা অস্ত্র ? অস্ত্র দাও মোরে।

(দেহরক্ষী তাহাকে তরবারি দিল।)

আঃ রে নিষ্ঠুর দেবতা !
আরও কঠিন আঘাত করিয়া যাও।

চক্ষু মেলি দেখে যাও,
বক্ষোপরে আপনার
বজ্র তব করি প্রতিহত।

(তরবারি উচ্চে উঠাইয়া দেবতার বেদীমূলে ব্রুটাস্ অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেল। ভ্যালেরিয়াস ও প্রোকিওলাস্ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।)

যবনিকা।